NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ 'আর্জি' নয়, আরজি করে বিচারের দাবি তুলছে জনগণ

জঙ্গলে মহিলার নগ্ন দেহ উদ্ধার নিয়ে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ৫

কলকাতা ২৭ অগস্ট ২০২৪ ১০ ভাদ্র ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ৭৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.8.2024, Vol.18, Issue No. 78 8 Pages, Price 3.00

দেহ উদ্ধারের পর সেমিনার হলে সন্দীপ-ঘনিষ্ঠদের ভিড়

প্রকাশ্যে আসা ভিডিও ঘিরে একাধিক প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভিড়ে ঠাসা ঘরে কেউ দাঁড়িয়েছে রয়েছেন, কেউ হাঁটাচলা করছেন। কেউ কেউ কথাও বলছেন নিজেদের মধ্যে। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের জরুরি বিভাগের চারতলার সেমিনার হলের ৪৩ সেকেন্ডের ওই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়েছিল যেখান থেকে, ভিডিয়োটি সেই সেমিনার হলের। শুধু তা-ই নয়, মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের ঠিক পর পরেই সেখানকার দৃশ্য ওই ভিডিয়োয় বন্দি রয়েছে বলেও দাবি করা হচ্ছে। যদিও ভিডিয়োয় নিহত মহিলা চিকিৎসকের দেহ দেখা যাচ্ছে না। ভিডিয়ো দেখেও কোনও ভাবেই বোঝার উপায় নেই যে, সেটি কবে, কখন তোলা হয়েছে। আরজি কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে সরকারি ভাবে কিছু জানায়নি। মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় তদন্তভার এখন সিবিআইয়ের হাতে। তারাও এ ব্যাপারে কিছু বলেনি সরকারি ভাবে।

মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় ধৃত সেই সিভিক ভলান্টিয়ারের একটি ভিডিয়ো আগেই প্রকাশ্যে এসেছিল । ওই ভিডিয়োয় অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে হাসপাতালের করিডরে প্রবেশ করে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সেমিনার হলের ভিতরকার কোনও দৃশ্য প্রকাশ্যে আসেনি। সোমবার নতুন যে ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে এসেছে, সেটি সেই সেমিনার হলেরই বলে দাবি করা হচ্ছে। ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, একটি ঘরের ভিতরে বহু লোকের ভিড়। দাবি, তাঁদের মধ্যেই ছিলেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের তৎকালীন আপ্তসহায়ক প্রসূন চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপের আইনজীবী শান্তনু দে, হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিনের শিক্ষক দেবাশিস সোম। আরজি কর মেডিক্যালের আউটপোস্টের ওসি সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়কেও ওই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে।

এই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পরেই নানা

প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ভিডিয়োটি যদি মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পরেই তোলা হয়ে থাকে, তা হলে প্রশ্ন যে জায়গা থেকে একটি দেহ উদ্ধার হয়েছে, সেখানে একসঙ্গে এত লোক কী ভাবে ঢুকে পড়লেন পুলিশের উপস্থিতিতে? কেন পুলিশ তাঁদের বাধা দিল না? নিয়ম অনুযায়ী, দেহ উদ্ধারের পর সেই জায়গা সিল করে দেওয়ার কথা পুলিশের। নইলে তথ্যপ্রমাণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তার পরেও সেমিনার হলে যাওয়া-আসায় ওই মুহূর্তে পুলিশের কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না কেন? দেহ উদ্ধারের পর যাঁদের সেমিনার হলে দেখা গিয়েছে ভিডিয়োর সূত্রে, তাঁরা সেখানে কতক্ষণ ছিলেন? 'সন্দীপ-ঘনিষ্ঠ' যাঁদের দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ, সেখানে তাঁদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

এ প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আমিও দেখেছি ভিডিয়োটা। ওই সময় কেউ কেউ ঢুকে গিয়েছিলেন। কিন্তু ফরেনসিক দল আসার পর তালা দিয়ে সিল করে দেওয়া হয়েছিল সেমিনার হল। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে কৌতূহলীরা এ রকম ভাবে এসে পড়েন। তবে আমি বিশ্বাস করি, এই জঘন্য অপরাধের শাস্তি হবে।'

ভিডিও সম্পর্কে মুখ খুলল কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের জরুরি বিভাগের চারতলার যে সেমিনার হলের ভিতরে যেখানে চিকিৎসকের সঙ্গে নারকীয় ঘটনা ঘটে, সেখানে বেশ কিছু লোককে ভিড় করে থাকতে দেখা যায় এক ভিডিয়োতে। এরপরেই নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে। এর জবাবে কলকাতা পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, ঘটনার পরেই পুলিশের যেখানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, সেই জায়গাটি 'কর্ডন' করে ঘটনাস্থলে প্রবেশ নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, 'যেখানে দেহ পাওয়া গিয়েছিল সেখান থেকে ৪০ ফুটের মধ্যে কেউ আসেননি। পিও কর্ডন করে দেওয়া হয়।'তিনি জানান, সেমিনার হলের ওই ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছুটা দূরে ১১ ফুটের একটি জায়গায় চিকিৎসক, মৃত চিকিৎসকের পরিবারের লোকজন-সহ হাসপাতালের কিছু লোকজন ছিলেন। সেখানে কোনও বহিরাগত ছিলেন না। সেখানে চিকিৎকদের সঙ্গে পরিবারের লোকজনের বেশ কিছু আলোচনার জন্য জায়গাটিতে বসার ব্যবস্থা করা হয়। এই জায়গার সঙ্গে পিও অর্থাৎ প্লেস অব অকারেন্স-এর কোনও সম্পর্ক নেই।

নবান্ন অভিযানের অনুমতি বাতিল করল রাজ্য পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাত্র সমাজের ব্যানারে ডাকা মঙ্গলবারের নবান্ন অভিযান বেআইনি এবং অবৈধ বলে ঘোষণা করল প্রশাসন। রাজ্য পুলিশ জানিয়েছে নবান্নের আশেপাশে কোনওরকম জমায়েত বা অভিযানের জন্য আগাম অনুমতি প্রয়োজন হয়। তবে এই অভিযানের জন্য কেউ পুলিশের কাছে কোনও অনুমতিই চাওয়া হয়নি বলে রাজ্যের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন। নবান্ন অভিযান প্রসঙ্গে সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে পুলিশ। সেখানে মনোজ ভার্মা বলেন, যেহেতু অনুমতি নেওয়াই হয়নি, তাই এই কর্মসূচি আইনত বৈধ নয়। কারণ, নবান্ন সংরক্ষিত জায়গা। এখানে যে কোনও কর্মসূচি করার জন্য অনুমতি নিতে হয় যা নেওয়া হয়নি। ফলে এটা বেআইনি। তারা অন্য কোথাও জমায়েত করলে আমরা সাহায্য করব। তবে নবান্নে নয়।

ওই বৈঠকে এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার জানান, পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রসমাজের নাম করে ডাক দেওয়া হয়েছে এই অভিযানের। কিন্তু এই নামে কোনও সংগঠন নেই। শুরু থেকে বলা হচ্ছে এটা অরাজনৈতিক সংগঠন। কিন্তু এদের ফেসবুক পেজ থেকে কাদের ফলো কর হয়, সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। যাঁরা অভিযানের ডাক দিয়েছেন, তাঁদের একজন ছাত্রনেতা রবিবার কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে একজন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বিষয়টি আদালতের সামনে নিয়ে আসা হবে।

তিনি আরও বলেন, অভিযানকে কেন্দ্র করে

কিছু লোক গন্ডগোল করে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। ভিড়ের মধ্যে কিছু দুষ্কৃতী মিশে গিয়ে ঝামেলা বাঁধানোর চেষ্টা করবে। সাধারণ মানুষের ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে কেউ কেউ এসব করার চেষ্টা করবে।

তিনি জানান, বিভিন্ন সূত্র থেকে তাঁরা জানতে পেরেছেন ২৭ তারিখের অভিযানের মধ্য দিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করা হবে। একই সঙ্গে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির পরীক্ষা ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য ব্যবস্থা করা হবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। সাধারণ মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্যেও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকবে। হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন থেকে বিশেষ বাস থাকবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ উদ্ধৃত করে পুলিশ জানিয়েছে, আরজি কর কাণ্ডের প্রেক্ষিতে কোনও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে পুলিশ বাধা দেবে না, কিন্তু আইনসম্মত বিধিনিষেধ রাজ্য কার্যকর করবে না, এমনটাও নয়। সাধারণ মানুষকেও এই অভিযান এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।

মহিলাদের সামনে রেখে অশান্তির আশঙ্কা পুলিশের

ভিডিও দেখিয়ে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মিছিলের সামনে মহিলা এবং ছাত্রদের রেখে আড়াল থেকে অশান্তি করা হতে পারে নবান্ন অভিযানে! এমনটাই আশঙ্কা করছে পুলিশ। তারা এ-ও মনে করছে, ওই অভিযান থেকে পুলিশকে বলপ্রয়োগ করতে উস্কানি দেওয়া হতে পারে। সোমবার একটি সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্য পুলিশের তরফে এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) মনোজ বর্মা এবং এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার জানিয়েছেন, তথাকথিত 'ছাত্র সমাজ' ওই কর্মসূচির ডাক দিলেও এর নেপথ্যে অন্য চক্রান্তের ইঙ্গিত পাচ্ছে পুলিশ। বেশ কিছু ঘটনায় তাদের সেই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে।

সোমবার সকালেই নবান্ন অভিযান নিয়ে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছিল তৃণমূল। দু'টি গোপন ভিডিয়ো প্রকাশ করে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ দাবি করেছিলেন, নবান্ন অভিযানে গুলি চালানো হতে পারে। এমনকি, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য নবান্ন অভিযানে খুনও করা হতে পারে বলে অভিযোগ করেছিলেন কুণালেরা। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম বলেন, 'নবান্নের ওই অভিযানে মহিলা এবং ছাত্রদের সামনে রেখে পিছন থেকে অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি করা হতে পারে বলে খবর পেয়েছি আমরা। পুলিশকে বলপ্রয়োগে উস্কানি দিতেই এটা করা হবে।' কারা এ কাজ করছে তা স্পষ্ট না করলেও সুপ্রতিম বলেন, 'আমাদের কাছে খবর রয়েছে, নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া ছাত্র সমাজের এক প্রতিনিধি রবিবারই কলকাতার এক বিলাসবহুল হোটেলে গিয়ে এক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে দেখা করেছেন।'

ছাত্র সমাজের ডাকা নবান্ন অভিযানে পিছন থেকে সমর্থনের কথা জানিয়েছেন বিজেপির নেতারা। যদিও সিপিএম ওই মিছিল থেকে নিজেদের দূরে রাখছে বলেই খবর। পুলিশ অবশ্য বলেনি ছাত্র সমাজের ওই প্রতিনিধি কোন দলের নেতার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তবে নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া ছাত্র সমাজকে নিয়ে আরও একটি তথ্য প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

সোমবার সুপ্রতিম জানিয়েছেন, নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে যে 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রসমাজ', তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। কারণ, পুলিশ খোঁজ নিয়ে দেখেছে, 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রসমাজ' নামে কোনও সংগঠন আদপেই নেই বা আগেও ছিল না। ভুঁইফোঁড় ওই সংস্থা হঠাৎ জেগে উঠে কী ভাবে সোজা নবান্ন অভিযানের ডাক দিল, তা নিয়েও সন্দিহান পুলিশ।

সুপ্রতিম সোমবার বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি, সংগ্রামী যৌথমঞ্চও নাকি এই ছাত্র সমাজের অভিযানে যুক্ত হয়েছে। আমরা খবর পেয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। কিন্তু তারাও আমাদের কিছু জানায়নি।' যদিও সুপ্রতিমের অভিযোগকে পুলিশের 'মিথ্যাচার' বলে মন্তব্য করে সংগ্রামী যৌথমঞ্চ।

নবান্ন অভিযান ঘিরে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ল এলাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ রাজ্যের ছাত্রদের ডাকে নবান্ন অভিযান দেখবে বঙ্গবাসী। আরজি-কর হাসপাতালে নারকীয় হত্যাকাণ্ডে দোষীদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও রাজ্যে নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিকে সামনে রেখে এই অভিযানে ডাক দেওয়া হয়েছে। যদিও সোমবার থেকেই নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের প্রধান কার্যালয় নবান্ন। আজ কলকাতা ও হাওড়া থেকে মূলত যে তিনটে পথ দিয়ে নবান্নের দিকে আন্দোলনকারীরা আসবে সেই হাওড়া ময়দান, ফরসড় রোড ও কোনা এক্সপ্রেসওয়েকে কার্যত আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা বলয় দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই জায়গায় মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের আটকাতে হাওড়া কোনা এক্সপ্রেসওয়ের সাতরাগাছি ব্রিজের আগে ও হাওড়া ময়দানে জিটি রোডের ওপর লোহার পাইপ ঝালাই করে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে। একই সঙ্গে রাস্তার দু'ধারে টিন দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। মিছিলের উপর নজরদারি রাখার জন্য গোটা এলাকায় অতিরিক্ত সিসিটিভি বসানো হয়েছে। এছাড়াও মঙ্গলবার আন্দোলনকারীদের আটকাতে ও অশান্তি এড়াতে তিনটি জায়গাতেই থাকছে কলকাতা ও হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি মর্যাদার একাধিক পুলিশ আধিকারিক, কমব্যাট ফোর্স, র‍্যাফ, জল কামান- সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। শুধু তাই নয়, মঙ্গলবারের নবান্ন অভিযানে নবান্নের নিরাপত্তার জন্য অন্য জেলা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী আনা হচ্ছে। মঙ্গলবার নবান্ন অভিযানে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতি থাকবে বলেই সংগঠকদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

ধর্ষণ রুখতে কড়া আইন আনা নিয়ে মমতার চিঠির জবাব কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৬ অগস্ট: ধর্ষণ নিয়ে কড়া আইন আনা এবং দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই চিঠির জবাবে পাল্টা রাজ্য সরকারের দিকেই আঙুল তুলল কেন্দ্রীয় সরকার। চিঠি দিয়ে জানানো হল, পশ্চিমবঙ্গে ৪৮ হাজারেরও বেশি ধর্ষণ এবং পকসো মামলা ঝুলে রয়েছে। তার পরেও কেন্দ্র অনুমোদিত ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে সেই ধর্ষণ এবং পকসো মামলার শুনানি চালু করার জন্য কোনও সক্রিয় পদক্ষেপও করেনি রাজ্য সরকার। চিঠিতে এ-ও দাবি করা হয়েছে, বার বার বলা সত্ত্বেও মহিলা এবং শিশুদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু করেনি রাজ্য। নারী নির্যাতন রোখার জন্য দেশে যথেষ্ট কড়া আইন রয়েছে। কিন্তু তা কার্যকর করার বিষয়টি রয়েছে রাজ্যের হাতে। চিঠিতে সে কথাও জানিয়েছে কেন্দ্র। কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে এক মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগ উঠেছে। তা নিয়ে উত্তাল গোটা দেশ। এই আবহে গত ২২ অগস্ট প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন মমতা। চিঠিতে ধর্ষণ নিয়ে কড়া আইন আনার আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। মমতাকে সেই চিঠির জবাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় নারী এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী। ২৫ অগস্ট লেখা সেই চিঠিতে জানানো হয়েছে, দেশে ধর্ষণ এবং নারী নির্যাতন রোখার জন্য যথেষ্ট কড়া আইন রয়েছে। কী কী আইন

রয়েছে, চিঠিতে তা-ও লেখা হয়েছে। তবে জানানো হয়েছে, এই আইন কার্যকর বিষয়টি রয়েছে রাজ্য সরকারের হাতে। মমতা তাঁর চিঠিতে ধর্ষণ এবং নারী নির্যাতন মামলার বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করানোর আর্জি জানিয়েছিলেন কেন্দ্রকে। জবাবে মন্ত্রী অন্নপূর্ণা জানিয়েছেন, দেশে এই নিয়ে প্রকল্প চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেই প্রকল্প ঠিক মতো কার্যকর করা হয়নি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিসংখ্যান দিয়ে দাবি করেছেন, ধর্ষণ এবং পকসো মামলার বিচার প্রক্রিয়া যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয়, সে জন্য ২০১৯ সালের অক্টোবরে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট প্রকল্প চালু করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত ৩০টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৭৫২টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট কার্যকর রয়েছে। তার মধ্যে ৪০৯টি কোর্টে শুধুই পকসো মামলার বিচার হয়।

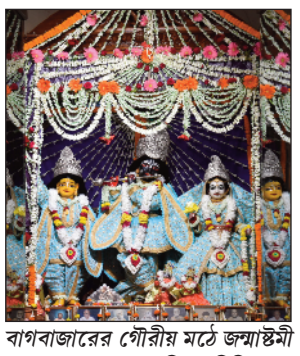

বাগবাজারের গৌরীয় মঠে জন্মাষ্টমী পালন। ছবি: অদিতি সাহা

মুছল সিসি ফুটেজ

মুম্বই, ২৬ অগস্ট: বদলাপুরে দুই খুদে শিক্ষার্থীকে স্কুলপ্রাঙ্গণে যৌন হেনস্থার ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরেই মোছা স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ। অন্তত ১৫ দিনের ফুটেজ মিলছে না। সোমবার এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন সে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী দীপক কেসরকর। মহারাষ্ট্রের বদলাপুরে নার্সারির দুই ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহের পরেই স্কুলগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করতে তৎপর মহারাষ্ট্র সরকার। ফুটেজ কী ভাবে মুছল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

সিজিও কমপ্লেক্সেই পলিগ্রাফ পরীক্ষা সন্দীপের

সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দেবাশিস সোমের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর ঘটনার তদন্ত সিবিআই হাতে নেওয়ার পর থেকে প্রতিদিন সকালে একেবারে নিয়ম করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দপ্তরে পৌঁছে যাচ্ছেন সন্দীপ ঘোষ। সোমবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রবিবার বাড়িতে সিবিআই তল্লাশির পর সোমবার সকাল হতেই একটি হলুদ রংয়ের ফাইল হাতে সিবিআই দপ্তরে ঢুকতে দেখা যায় তাঁকে। এই নিয়ে দশম দিনে সিবিআই দপ্তরে পৌঁছলেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। এদিকে, রবিবারের পর সোমবার নিজাম প্যালেসে দেবাশিস সোম। রবিবার তাঁর বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি চালানোর পর নথি নিয়ে সস্ত্রীক দেবাশিস নিজামে গিয়েছিলেন। প্রায় ঘণ্টাচারেক ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলেই খবর।

এদিকে, সোমবার সিজিও কমপ্লেক্সে সন্দীপ ঘোষের পলিগ্রাফ পরীক্ষা করে সিবিআই। সোমবার তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো সকালেই সিবিআই দপ্তরে পৌঁছে যান সন্দীপ। সূত্রের খবর,এদিন সেখানেই পলিগ্রাফ পরীক্ষা হয় তাঁর। সিবিআই আদালতে জানিয়েছিল, তদন্তের স্বার্থে সন্দীপদের বেশ কিছু প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু দেখা যায়, কয়েক জন নিজেদের বয়ান বার বার বদল করেছেন। তাতে তদন্তে ক্ষতি হচ্ছে। তাই সত্য জানতে সন্দীপ-সহ সাত জনের পলিগ্রাফ পরীক্ষা করাতে চেয়ে আবেদন করে সিবিআই। আদালত গত শুক্রবার সাত জনের পলিগ্রাফ পরীক্ষার অনুমতি দেয়। সোমবারের মধ্যে সকলের পলিগ্রাফ পরীক্ষা শেষ করতে বলেছিল আদালত।

সূত্রের খবর, শনিবার অন্যান্যদের পলিগ্রাফ পরীক্ষা প্রক্রিয়া শুরু হলেও সন্দীপের হয়নি। রবিবার সকালে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তে সিবিআইয়ের একটি দল তাঁর বাড়ি গিয়েছিল। রাত পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন তদন্তকারীরা। সেই জন্য রবিবার সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে পারেননি সন্দীপ। তাই সোমবার তাঁর পলিগ্রাফ পরীক্ষা শেষ করার উদ্যোগ নেয় সিবিআই।

আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর থেকেই নজরে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ভুরিভুরি। ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছেন প্রাক্তন সুপার আখতার আলি। ওই মামলায় নাম রয়েছে হাসপাতালের ফরেনসিক ডেমনস্ট্রেটর দেবাশিস সোমের। ওই ঘটনায় হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তভার পেয়েছে সিবিআই। এরপরই অ্যাকশন মোডে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কারণ, সিবিআই সূত্রে খবর, তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র' দেখছেন তদন্তকারীরা। সে কারণেই রবিবার প্রায় ১২ ঘণ্টা সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটার বাড়িতে তল্লাশি চালান সিবিআই আধিকারিকরা। সেখান থেকে বেশ কিছু নথিপত্র হাতে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বেরতে দেখা যায় তদন্তকারীদের। আর ঠিক তার পরদিনই ফের সিজিও কমপ্লেক্সে সন্দীপ। এই নিয়ে দশমবার সিজিওতে গেলেন তিনি।

এদিকে, সিবিআই স্ক্যানারে দেবাশিস সোমও। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের ডেমনস্ট্রেটর দেবাশিস সোমের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই আখতার আলির। রবিবার তাঁর কেষ্টপুরের বাড়িতে প্রায় টানা ৮ ঘণ্টা তল্লাশি চালান সিবিআই আধিকারিকরা। এরপর বিকেল চারটে নাগাদ নথিপত্র নিয়ে নিজের গাড়ি চড়ে সস্ত্রীকে দেবাশিসকে পৌঁছতে দেখা যায় নিজাম প্যালেসে। সেখানে প্রায় ঘণ্টা চারেক তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এর পর আবারও সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ নিজাম প্যালেসে পৌঁছন দেবাশিস।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি সৈকত কুমার বিশ্বাস আমার পুরোনো পাসপোর্টে আমার মাতার নাম বিউটি রানী বিশ্বাস আছে। ২১-৮-২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার মা বিউটি রানী বিশ্বাস ও বিউটি বিশ্বাস একই ব্যক্তি হইল। পশ্চিম পাড়া ডফর পোতা ভীমপুর নদীয়া।

নাম -পদবী

আমি গোলাম মর্তুজা, বীরভূম জেলার দুবরাজপুর ব্লকের সাহাপুর দস্তাবাদের স্থায়ী বাসিন্দা। আমার ছেলে sk Abdullah, সিউড়ি পৌরসভার দেওয়া জন্মসংসাপত্রে তাঁর নাম ভুলবশত Sk Abdllah হয়ে গেছে। তাঁর জন্ম তারিখ 30/04/2024 এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার/ সার্টিফিকেট নাম্বার B/2024/0689696 Date of Registration 18/05/24। সিউড়ি বীরভূম আদালতের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর এফিডেভিট বলে আমার ছেলে 22/05/24 হতে Sk Abdullah নামে পরিচিত হল।
Sk Abdllah এবং Sk Abdullah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Change Of Name

I, **BANDANA MODAK** W/O SADANANDA MODAK Resident of Vill. Nimdaha, P.O. Belerhat, P.S. Purbasthali, Dist.-Purba Bardhaman WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name **BANDANA MODAK** instead of **KAJAL MODAK** which is wrongly recorded in my voter card (No. WB/40/279/195579), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 01/08/2024. **BANDANA MODAK** and **KAJAL MODAK** both are same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

শ্রী সুবীর ঘোষ দীং মহাশয়গন ০১/ ০৭/ ২০২৩ তারিখ হইতে শ্রী তপন পল্ল্যে মহাশয়কে ২৬২৪/ ২০২৩ নং. পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়া ডি.এস.আর. ১ অফিসে, এবং তারপরে শ্রী সত্যনারায়ন নস্কর দীং মহাশয়গন ২৯/ ০৫/ ২০২৩ তারিখ হইতে শ্রী সুভাষ নস্কর মহাশয়কে ৪৫১২/ ২০২৩ নং পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়া ডি.এস.আর. ২ অফিসে, বর্তমানে শ্রী সুভাষ নস্কর মহাশয় ও তপন পল্ল্যে মহাশয়গন সোমনাথ ননদী মহাশয়কে ২২১৪ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ০৪/ ০৫/ ২৪ তারিখে। এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করা হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা-দেবীরপাড়া, জে.এল.-০৩, হাল এল.আর. দাগ নং-১৪২১ ও ১৪২২।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রী সুকদেব নস্কর মহাশয় ১৬/ ০৮/ ২০১১ তারিখ হইতে শ্রী প্রতাপ চন্দ্র মিত্র মহাশয়কে ৯৫৯ নং. পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়া ডি.এস.আর. অফিসে, এবং মিত্র মহাশয় ২১/ ১০/ ২০১৮ তারিখ শ্রী রঞ্জন কুমার মহাশয়কে ৫৩৯৪ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়া ডি.এস.আর. ১ অফিসে। বর্তমানে শ্রী রঞ্জন কুমার মহাশয় রিনা দে মহাশয়াকে ২২১২/ ২০২৪ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন। এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করা হইয়াছে, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা-দেবীরপাড়া, জে.এল.-০৩, হাল এল.আর. দাগ নং-১৬৭৪।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রী ভোলানাথ ব্যানার্জী মহাশয় ৩১/ ০১/ ২০২৪ তারিখ হইকে শ্রী রাজকুমার মন্ডল দীং মহাশয়কে ১০৩৩/ ২০২৪ নং. পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে, এবং শ্রী রাজকুমার মন্ডল দীং মহাশয় ২০২৬/ ২০২৪ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়া ডি.এস.আর. অফিসে শ্রীমতী মিতা গাঙ্গুলী মহাশয়া ও শ্রী প্রদ্যুৎ গাঙ্গুলী মহাশয়কে। তাহারা এই সময় নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন। অতএব, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা-বাইগাছি, জে.এল.-১২, হাল এল.আর. দাগ নং-২৬৫।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রী সুশীল নস্কর ও বিশ্বনাথ সরকার দীং মহাশয়গন শ্রী নিমাই নস্কর দীং মহাশয়গনদের ৪৮৬/ ২০১৭ ও ১১৪/ ২০২০ নং. পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে, এবং তৎপরে শ্রী নিমাই নস্কর দীং মহাশয়াগনরা ২১/ ০৫/ ২০২৪ তারিখ হইতে বিনদ জয়সয়াল মহাশয়কে ২৮৫০/ ২০২৪ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়া ডি.এস.আর. ১ অফিসে। এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করা হইয়াছে, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা-দেবীরপাড়া, জে.এল.-০৩, হাল এল.আর. দাগ নং-১৪৭৬ ও ১৪৭৭।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ মঙ্গলবার, ২৭ শে আগষ্ট। ১১ ই ভাদ্র । নবমী তিথী। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা। বিংশোত্তরী চন্দ্রর মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : মঙ্গলবার শুভদিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ, পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের বিদ্যালয়ে নিয়ে যে সমস্যা ছিল, সেটা মিটে যাবে। গৃহ শিক্ষকের আচরণে, যে ঘটনাটি ঘটেছিল তাও মিটে যাবে। ঊর্ধ্বোদন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। বাণিজ্য ও শুভ দিন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা। নতুন যোগাযোগের দ্বারা দোকান ভূমি সম্পত্তি বিষয় সুখ বৃদ্ধি। জয় তারা জয় তারা কলুন এগিয়ে চলুন।

বৃষ রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলা উচিত। পরিবার পরিজন বন্ধু-বান্ধবের থেকে দুঃখ প্রাপ্তির দিন। প্রেমিকের কথায় বিতর্ক তৈরি হবে। গ্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথা নিয়ে বিতর্ক। পরিবারের স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব। বাণিজ্যে অর্থ লাভের পথ আটকে যাবে। আজ বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা। সতর্ক থাকা উচিত ধৈর্য রাখলে শুভ নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে শরীর খারাপের প্রবল সম্ভবনা। হজম সংক্রান্ত কোনো সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। ওম নামো শিবায় বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : মঙ্গলবার।আজ শুভ দিন। শুভ যোগাযোগের দ্বারা কর্মে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। চিন্তা করে ভেবে কথা বললে, দাম্পত্যেও সুখ। বৃদ্ধ দ্বারা কোন শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য খুবই শুভ দিন। উচ্চ বিদ্যা যোগে যার চেষ্টা করছেন তাদের সফলতা নিশ্চিত বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল দোকান ব্যবসা করেন যারা তাদেরও লাভ-প্রাপ্তির দিন। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : মঙ্গলবার। দাম্পত্য কলহ থাকবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা যে সমস্যা মুক্তির পথ দেখেছিলেন, আজ তা দুশ্চিন্তায় ভরা থাকবে। কর্মে বিভ্রান্তিকর অবস্থা থাকবে। সকাল বেলায় কোন প্রতিবেশী দ্বারা বিতর্কের সম্ভাবনা। সতর্ক থাকা। ধৈর্য ধরা। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের ধৈর্য রাখতে হবে। দেবী মাহা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি: সতর্ক থাকুন আজকের দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। যে প্রভাবশালী মানুষ কথা দিয়েছিলেন যে, আপনার কাজটা করে দেবেন, তিনি কথা রাখতে পারলেন না, বলে কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ বিতর্ক দানা বাঁধবে, পরিবারে এক নারীকে কেন্দ্র করে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করবেন ঠিক করেছেন তারা একটু ধৈর্য ধরুন। নারায়ণ শ্রী বিষ্ণু স্তোত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ মঙ্গলবার।সম্প্রতি ছোট ভ্রমণে যাওয়ার জন্য পরিবারে, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। যে ছোট ভ্রমণে যাওয়া হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিতর্কিত কোন মানুষের দ্বারা কষ্টপ্রাপ্তি। দুঃখ প্রাপ্তি। বাড়িতে জল কল আলো এই বিষয়ে সঠিক মিস্ত্রির প্রয়োজন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয়। প্রেমিক যুগল ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন। গণেশ স্তোত্রম পাঠ করলে উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে কোনো ছোট অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনা। সুখ-বৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা শান্তির বাতাবরণ বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাস্তু কৃষি জমি বিষয় কাজ করেন, তাদের হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি আয় বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত নিন এগিয়ে চলুন হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলো।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে। আজ সুখের দিন। যারা বেতনভুক কর্মচারী তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের, কিছু সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাবেন। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের পুরাতন বান্ধব, প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তির দিন। পরিবারের দাম্পত্য শান্তি। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি বিদ্যা যোগ শুভ। শিক্ষকের যে আচরণে কষ্ট পেয়েছিলেন আজ সেখানে শান্তির বাতাবরণ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ সকালের দিকে সতর্কতা অবলম্বন করুন। প্রতিবেশীর দ্বারা বিবাদ বিতর্ক। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পরিবারে এক অশান্তির বাতাবরণ। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি উচ্চারণ করে বৈর্য রাখলে সন্ধ্যার পর সম্মান প্রাপ্তি। বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধান। অর্থপ্রাপ্তি। বাড়ি জমি বাস্তু নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার দাম্পত্যের ভুল বোঝাবুঝি চলবে। ধৈর্য রাখলে উচ্চ বিদ্যা নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের শুভ হবে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসী পত্র প্রদান করুন। নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ সচেতন থাকা ভালো। পরিবারের অনাত্মীয় দ্বারা কিছু বিতর্কের তৈরি হবে। পরিবারে দুটি বা তিনটি সন্তান থাকলে তাদের একজনকে নিয়ে কিছু বিতর্ক তৈরি হবে। যা পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ আনবে। যাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া আছে কিছু বিতর্কের সম্ভাবনা তাদের সাথে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র প্রদান করুন, শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ মঙ্গল বার।কর্মে শান্তির বাতাবরণ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কর্মে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্য অর্থ-প্রাপ্তির প্রবল। যারা ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল কর্মে আছেন, তাদের শান্তির বাতাবরণ। দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। ধৈর্য সহ, কথা কম বলে, অন্যের কথাকে মান্যতা দিলে, নিশ্চয়ই শুভ বৃদ্ধি হবে।

মীন রাশি নতুন ব্যবসায়িক কোনো বড় চুক্তির সম্ভাবনা। ধৈর্য রাখলে আজ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। পরিবারের সন্তানের সফলতা। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথার মর্যাদা দিলে শুভ। দুর্গা বা কালি শক্তি মন্দির।

(ইসকন প্রতিষ্ঠাতা ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ র পুন্য ভুমিষ্ঠ তিথি মুহূর্ত।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

আমি মিঠুন ঘোষ, পিতা-মৃত ডালিম ঘোষ সাং ও পোঃ নদিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ৫ নং রুদ্রপাড়া মৌজার এল আর ২৯৮০৫, ২৯৮০৬, ২৯৮০৭, ২৯৮০৮, ২৯৮০৯ নং খতিয়ানভুক্ত এল আর ৩৩৫৮ নং দাগের ৭ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ২৪/০১/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর নদীয়া অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-৮০৭ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং শ্রীনাথপুর নিবাসী ধনঞ্জয় ঘোষ, তিনকড়ি ঘোষ, প্রভাষ ঘোষ, অর্জুন ঘোষ, রাজু ঘোষ, সর্ব সাং পিতা-মৃত ভূতনাথ ঘোষ এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং ০৫.০৩. ২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৭২২ নং দলিল দ্বারা সাং ঝাটিহারী জেলা পূর্ব মেদিনীপুর নিবাসী আকাশী সামন্ত, স্বামী-দুলাল সামন্তকে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নামপত্তন করিবেব। ইহাতে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড.এল. আর. ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি মিঠুন ঘোষ, পিতা-মৃত ডালিম ঘোষ সাং ও পোঃ নদিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ৫ নং রুদ্রপাড়া মৌজার এল আর এল আর ২৯৮০৫, ২৯৮০৬, ২৯৮০৭, ২৯৮০৮, ২৯৮০৯ নং খতিয়ানভুক্ত এল আর ৩৩৫৮ নং দাগের ৭ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ২৪/০১/২০২৪ তারিখে ডি.এস. আর নদীয়া অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-৮০৭ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং শ্রীনাথপুর নিবাসী ধনঞ্জয় ঘোষ, তিনকড়ি ঘোষ, প্রভাষ ঘোষ, অর্জুন ঘোষ, রাজু ঘোষ, সর্ব সাং পিতা-মৃত ভূতনাথ ঘোষ এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং ১৪.০৬.২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর নদিয়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫৫৯৬ নং দলিল দ্বারা সাং জুনপড্যা জেলা পূর্ব মেদিনীপুর নিবাসী অনুসুয়া সামন্ত(মন্ডল), স্বামী চন্দন মন্ডলকে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নামপত্তন করিবেব। ইহাতে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি মিঠুন ঘোষ, পিতা-মৃত ডালিম ঘোষ সাং ও পোঃ নদিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ৫ নং রুদ্রপাড়া মৌজার এল আর এল আর ৫৮০৬, ৫৮০৯, ৫৮১০, ৫৮১১ নং খতিয়ানভুক্ত এল আর ৩৩৬৮ নং দাগের ৮.৮০ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ২৯.০৪. ২০২৪ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV- ১৩৭৩ নং আমমোক্তার দলিল বলে ভারুইডাঙ্গা নিবাসী স্বদেশ ঘোষ, ভবেশ ঘোষ, পিন্টু ঘোষ সর্ব পিতা নারায়ন চন্দ্র ঘোষ এবং ছবিরানী ঘোষ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ স্বামী ও পিতা সাধন কুমার ঘোষ এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং ৩০.০৫.২০২৪ তারিখে ডি. এস. আর. নদিয়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫১৩১ নং দলিল দ্বারা সাং ঝাটিহারী জেলা পূর্ব মেদিনীপুর নিবাসী অর্পিতা সামন্ত প্রধান, পিতা দুলাল সামন্ত কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নামপত্তন করিবেব। ইহাতে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড. এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতী রেখা সর্দ্দার মহাশয়া ১৫/ ০৫/ ২০১০ তারিখে শ্রী শিশির নস্কর মহাশয়কে ৩৮৭ নং. পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়া ডি.এস.আর. অফিসে, ও এই পাওয়ার বলে ১৭/ ০৩/ ২০১১ তারিখ শ্রী শিশির কুন্ডু মহাশয় ২৪৪৭ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে। তৎপরে শ্রী শিশির কুন্ডু মহাশয় ২৮/ ০৫/ ২০১৮ তারিখে শ্রী সুভাষ নস্কর মহাশয়কে ১৬৭ নং পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে, বর্তমানে শ্রী সুভাষ নস্কর মহাশয় ০৬/ ১২/ ২০২৩ তারিখে ১২৬১১ নং দলিল দ্বারা তারক কর্মকার মহাশয়কে রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন। এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করা হইয়াছে, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা-দেবীরপাড়া, জে.এল.-০৩, হাল এল.আর. দাগ নং-১১৬২।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮
বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান
স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

ছাত্র সমাজের নামে বিজেপি, আরএসএস রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে: দীপ্সিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি কর কাণ্ডে বিচারের দাবিতে সোমবার বিকেলে মিছিল করে বামেরা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই এবং ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের তরফে এদিন মিছিল করা হয়। সোদপুর ট্রাফিক মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়ে মধ্যমগ্রাম রোড ধরে এইচ বি টাউন পর্যন্ত মিছিল যায়। মিছিল শেষে হয় অবস্থান বিক্ষোভ। প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিয়ে এসএফআইয়ের যুগ্ম সম্পাদক দীপ্সিতা ধর বলেন, 'যারা নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে, তাদেরকে তাঁরা চেনেন না। তবে তাদের মধ্যে একজন অন্যতম, যিনি একদা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা ছিলেন। তবে শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদাররা এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন।' তাঁর অভিযোগ, ছাত্র সমাজের নামে বিজেপি, আরএসএস রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে তুলোধনা করে দীপ্সিতা ধর বলেন, 'উনি সরদার কোটি কোটি টাকা খেয়ে জেলে গিয়েছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে উনি প্রিজন ভ্যান পিটিয়ে পিটিয়ে বলেছিলেন, সরদার সবচেয়ে বড় বেনিফিসিয়ারির নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই এখন তৃণমূলের মুখপাত্র।' সেমিনার রুমের ভাইরাল ভিডিও নিয়ে দীপ্সিতার প্রতিক্রিয়া, 'সন্দীপ ঘোষের পছন্দের লোকজন সেমিনার রুমে ঢুকেছিলেন। এঁরা কেউ সন্দীপ ঘোষের ডান হাত, আবার কেউ সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী। অথচ নির্যাতিতার বাবা-মা সেখানে ঢুকতে পারেননি।' তাঁর দাবি, 'তথ্য প্রমাণ লোপাটের জন্য তাঁরা সেমিনার রুমে ঢুকিছিলেন। ফলে তদন্তে এগোতে সময় লাগছে।'

বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে তরফে জন্মাষ্টমীতে প্রভাত ফেরি।

জন্মাষ্টমীতে কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার শুভ সূচনা বেলুড় মঠে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার অর্থাৎ জন্মাষ্টমীর দিনে সকালে দেবী দুর্গার কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে এই বছরের শারদোৎসবের সূচনা ঘটল হাওড়ার বেলুড় মঠে। চিরাচরিত প্রথা মেনেই মঠে দুর্গা প্রতিমার কাঠামো পুজো হয় এদিন। এই বছর মঠের এই পুজো ১২৪তম বর্ষে পদার্পণ করল। ভাবগম্ভীর পরিবেশে মূল মন্দিরে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের মূর্তির ডান দিকে সম্পন্ন হয় এই কাঠামো পূজা। চণ্ডীপাঠ পূজার্চনা ইত্যাদির মাধ্যমে হয় পুজো। এককথায় এদিন থেকেই দেবী দুর্গার আবাহন শুরু হয়ে গেল বেলুড় মঠে।

বেলুড় মঠে দুর্গাপুজোর বিশেষ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা রয়েছে। পুজোর চারটি দিন এখানে মহাধূমধামে মায়ের পুজো হয়। তা দেখতে ভিড় জমান বহু ভক্ত। বিশেষত অষ্টমী-নবমীর কুমারী পুজোয় উপচে পড়ে ভিড়। বছর চারেক আগে মহামারী কোভিডের কারণে জনসমাগম নিষিদ্ধ হয়। সেই বছর থেকে বেলুড়ের পুজোর লাইভ স্ট্রিমিং শুরু হয় তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে। আজও সশরীরে না যেতে পারলে, সেই লাইভ স্ট্রিমিংয়ে বেলুড়ের দুর্গাপুজো দেখার সুযোগ পান সকলে। যদিও এই বছরেও এই সুবিধা থাকবে বলেই জানা যাচ্ছে মঠ সূত্রে। পূর্ব নির্ধারিত তিথি মেনে জন্মাষ্টমীর দিন বেলুড়ে প্রথমে দেবীর কাঠামো পুজো হয়। তারপর সেই ফুল এনে খুঁটিপুজো করা হয়। এর পর কাঠামোয় মাটির প্রলেপ পড়ে, মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী রূপের প্রকাশ ঘটে। রামকৃষ্ণ মিশনের সদর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, যেদিন থেকে এখানে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছে, সেদিন থেকেই ঠিক এই নিয়ম মেনে জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পুজো হয়। কাঠামোটি এখানে স্থায়ী। প্রতি বছর দশমীতে দেবী বিসর্জনের পর কাঠামো তুলে এনে ফের রাখা হয়। তাতেই বছর বছর মাটি লেপা হয়।

টাকা লেনদেনের ক্ষেত্রে এবার নয়া প্রযুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ২৬ অগস্ট: গত কয়েক বছরে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসা ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে প্রচুর অবদান রেখেছে। কার্যত এবার এইসব ক্ষেত্রে ঋণদানের ক্ষেত্রে এবার নয়া প্রকল্পের ঘোষণা করলো রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। ইউপিআই এর ধাঁচে এবার বাজারে আসছে ইউএলআই।

ইউপিআই-এর সঙ্গে আমরা কম বেশি প্রত্যেকেই পরিচিত। লেনদেন সহজ করার উদ্দেশ্যে ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস অর্থাৎ ইউপিআই চালু করা হয়েছিল। এবার ইউপিআই-এর ধাঁচে ইউনিফাইড লেন্ডিং ইন্টারফেস অর্থাৎ ইউএলআই নামের নয়া প্রযুক্তি আনতে চলেছে আরবিআই। এবিষয়ে স্পষ্ট করেছেন আরবিআইয়ের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। তিনি জানান, মূলত কৃষিক্ষেত্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি আকারের ব্যবসায় ঋণদানের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে এই পদক্ষেপ নিচ্ছে আরবিআই।

তবে এই প্রকল্পটি দেশব্যাপী চালু হতে এখনও বেশ কয়েক দিন বাকি। আপাতত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এই প্রকল্পের প্রস্তুতি। ঋণদানের প্রক্রিয়া আরো সহজ করতেই এই প্রযুক্তি চালু করতে চলেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া।

আরবিআই-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত কয়েক বছরে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি আকারের উদ্যোগগুলি ভারতের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রেখেছে। দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

রাতারাতিই বদলাল ভাগ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, ২৬ অগস্ট: সম্পত্তি বলতে দুই একর জমি। দুই ভাই মিলে চাষ করে রুজিরুটি জোগান। যখন ফসল ফলে না, তখন ট্রাক চালিয়েই টাকা উপার্জন করেন। তবে চাষের জমিতেই যে অমূল্য রত্ন লুকিয়ে ছিল, তা এতদিন ঘুণাক্ষরেও টের পাননি। রাতারাতিই বদলাল ভাগ্য। আগেরদিন যার পকেটে ২০ টাকাও ছিল না, আজ সে লাখ লাখ টাকার মালিক। কীভাবে সম্ভব হল ?অন্ধ্র প্রদেশের কুর্নুল জেলার জোন্নাগিরির বাসিন্দা বয়া রামাজানেইলু। পেশায় কৃষক তিনি।

বেলেঘাটায় এক মন্দিরে কৃষ্ণের সাজে কচিকাচারা।

হিমঘরে আলু মজুতে কড়া নজর রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাজারে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে এবং ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানির ওপর নজর রাখতে রাজ্য সরকার হিমঘরগুলিতে মজুত আলুর পরিমাণ সম্পর্কিত সাপ্তাহিক রিপোর্ট তলব করেছে। এই মর্মে রাজ্যের কৃষি বিপণন দফতর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এতদিন দু'সপ্তাহে হিমঘরগুলিকে মজুত আলুর পরিমাণ জানিয়ে কৃষি বিপণন দফতরকে রিপোর্ট দিতে হতো। এবার থেকে প্রতি সপ্তাহেই ওই রিপোর্ট পাঠাতে হবে। এক সপ্তাহে মোট কত আলু হিমঘর থেকে বের হল সব মিলিয়ে সেখান থেকে কত পরিমাণ আলু বেরিয়েছে আরও কত পরিমাণ মজুদ রয়েছে তার সবই ওই রিপোর্টে উল্লেখ করতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যে পাইকারি বাজারে আলুর দাম বাড়ানো হবেনা এই শর্তে গত সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে আলু ব্যবসায়ীদের সাপ্তাহিক দু'লক্ষ টন আলু রফতানির অনুমতি দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ মানা হচ্ছে কিনা তা দেখতেই এই উদ্যোগ বলে জানা গেছে।ভিন রাজ্যে বেশি পরিমাণ আলু পাঠানোর জেরে যাতে রাজ্যের বাজারে ঘাটতি তৈরি না হয় সেটা নিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা। হিমঘর মালিকদের সংগঠনের নেতা পতিত পাবন দে জানিয়েছেন, 'নতুন নিয়মে তাঁদের কোনও সমস্যা নেই।' প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'ভিন রাজ্যে গোটা মাসজুড়ে আড়াই লক্ষ টন আলু সাধারণত যায়। ফলে এক সপ্তাহে সরকার নির্ধারিত পরিমাণের থেকে অনেক কম আলু যাবে। ভিন রাজ্যে আলু পাঠানো শুরু হলেও পাইকারি বাজারে দাম বাড়েনি।'

নবান্ন অভিযান নিয়ে অভিভাবকদের সতর্ক করল পুলকার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৭ অগাস্ট বড় কর্মসূচি শহরে। ছাত্র সমাজের আরজি কর ইস্যুতে প্রথম নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। তার জেরেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জেলা থেকে একাধিক পুলিশ অফিসারদের তলব করেছে রাজ্য পুলিশ। তবে এবার বড় সিদ্ধান্ত নিল পুলকার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

পুলকার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'আপনাদের জানানো হচ্ছে যে, আগামিকাল ২৭ অগাস্ট নবান্ন অভিযানের কারণে সকাল ৯টার পরে খোলা রাস্তায় বিক্ষোভ হতে পারে। আমরা সকালে পরিষেবা দেব, তবে পরিস্থিতি যদি সকাল ৯টার পরে খারাপ হয়, তাহলে শর্তসাপেক্ষভাবে পরিষেবা স্থগিত করতে বাধ্য হব। আমরা সদয়ভাবে অনুরোধ করছি, অভিভাবকেরা নিজস্ব ঝুঁকিতে তাঁদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাবেন।'

এদিকে ২৭ অগাস্টের নবান্ন অভিযানের আগে স্টিং অপারেশনের তোলা ভিডিও প্রকাশ করে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন দুটি ভিডিও প্রকাশ করে তৃণমূল নেতৃত্ব অভিযোগ করে, মঙ্গলবারের কর্মসূচিকে রক্তাক্ত করতে এবং হিংসা ছড়িয়ে দিতে বড় চক্রান্ত চলছে। এমনকি, পুলিশের পোশাকে পরে মিছিলে আসা মানুষের উপর গুলি চালানো হতে পারে বলেও অভিযোগ করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও অভিযোগ করেন, মঙ্গলবারের কর্মসূচির কোনও অনুমতি এখনও পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। এদিকে এই ২৭ অগাস্ট রয়েছে ইউজিসি নেটের পরীক্ষা। সেই উপলক্ষে মঙ্গলবার বিশেষ বাস পরিষেবা চালু থাকবে বলে জানা গিয়েছে। অন্য দিনের তুলনায় বেশিই বাস থাকবে শহরে। সব নিগমকে বলা হয়েছে, সব বাস নামাতে। বেসরকারি সংস্থাগুলোকে বলা হয়েছে সব গাড়ি রাস্তায় নামাতে। এছাড়া ওলা, উবের ও রাইড বাইক ও ট্যাক্সি পর্যন্ত রাস্তায় থাকবে। সূত্রের খবর, কলকাতায় প্রায় ১১০০ সরকারি বাস থাকবে মঙ্গলবার। পরীক্ষার্থীদের যাতে অসুবিধায় না পড়তে হয়, সেই জন্যই বিশেষ ব্যবস্থা বহাল থাকবে শহর জুড়ে।

নবান্ন অভিযানের আগে অস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার ৫ দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার প্রতিবাদে ও সুবিচার চেয়ে মঙ্গলবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে ছাত্র সমাজ। তার কয়েক ঘণ্টা আগে গত রাতে হুগলির বৈদ্যবাটি দীর্ঘাঙ্গী মোড়ে পুলিশের নাকা তল্লাশির সময় অস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার করা হল ৫ দুষ্কৃতীকে।

সূত্রের খবর, দিল্লি রোডের ওপর চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে নাকা তল্লাশি চলছিল। তখনই বড়সড় সাফল্য মেলে। পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘাঙ্গী মোড়ে এলাকায় দিল্লি রোড ধরে একটি সাদা ও কালো রঙের স্করপিও গাড়ি দ্রুত গতিতে আসছিল। কর্তব্যরত পুলিশ অফিসাররা তাকে দাঁড় করাতেই গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান চালক। পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় গাড়িতে থাকা পাঁচ যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে তারা বেশ কিছু অসংলগ্ন কথা বলতে থাকে। গাড়ি তল্লাশি করতেই উদ্ধার হয় দুটি নাইন এমএম পিস্তল ও ছয় রাউন্ড কার্তুজ। পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম শিবনাথ বিশ্বাস, সৌম সুরুল, সুমিত দাস,স্বস্তি দাস। তারা সকলেই শ্রীরামপুরের বাসিন্দা। আদালতে পেশ করে পাঁচ জনকেই নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করছে পুলিশ।

এদিকে মঙ্গলবারের ছাত্র সমাজের নবান্ন অভিযান ঘিরে সতর্ক রাজ্য পুলিশ। বিভিন্ন জেলায় গত ২ দিন ধরে পুলিশের নাকা তল্লাশি চলছে। সূত্রের খবর, নবান্ন অভিযানে যোগ দিয়ে দুষ্কৃতীরা গোলমাল পাকাতে পারে বলে পুলিশের গোয়েন্দারা খবর পেয়েছেন। সেই খবরের ভিত্তিতেই রবিবার বৈদ্যবাটিতে নাকা তল্লাশি হয় বলে পুলিশ কর্তারা জানান। সূত্রের খবর, সোমবার রাতে নবান্ন ও তার আশপাশের এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলবে। কারণ, পুলিশের কাছে বিশেষ সূত্রে খবর রয়েছে, নবান্ন অভিযানে যোগ দিয়ে দুষ্কৃতীরা গোলমাল পাকাতে পারে বলে পুলিশের গোয়েন্দারা খবর পেয়েছেন। সেই খবরের ভিত্তিতেই রবিবার বৈদ্যবাটিতে নাকা তল্লাশি হয় বলে পুলিশ কর্তারা জানান।

নবান্ন অভিযানকে একেবারেই সমর্থন করছে না কোনও বাম সংগঠন: মীনাক্ষী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ'-এর ব্যানারে নবান্ন অভিযান নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন মীনাক্ষী। তাঁর অভিযোগ, তাঁর নাম এই অভিযানের সঙ্গে ব্যবহার করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চলছে। এসএফআই, ডিওয়াইএফআই বা বাম সংগঠনরা এই নবান্ন অভিযানকে একেবারেই সমর্থন করছে না, তা স্পষ্ট করে দেন মীনাক্ষী।

এদিকে মঙ্গলবারের এই আহ্বান নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠছে। আসলে কারা এই 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ' তা নিয়ে তৈরি হয়েছে এক ধোঁয়াশাও। গত ২৩ অগাস্ট তিন যুবক প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজেদের 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ'-এর আহ্বায়ক হিসাবে দাবি করেন।

এরপরই ডিওয়াইএফআই নেত্রী

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্ট করে বলেন, 'মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারলাম একটা নবান্ন অভিযান আছে। তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী, বর্তমানে বিরোধী দলের নেতা, যিনি কি না বিজেপিরও নেতা, তিনি এই কর্মসূচিকে সমর্থন করেছেন। এই কর্মসূচির উদ্যোক্তারা এই কর্মসূচির সঙ্গে আমার নাম যুক্ত করে প্রচার করেছেন। এটা অনৈতিক কাজ। জনমানসে বিভ্রান্তি তৈরির জন্য এই কাজ করেছেন। এই অনৈতিক কাজকে আমরা ডিওয়াইএফআইয়ের তরফে ধিক্কার জানাচ্ছি, প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

নবান্ন অভিযানের কর্মসূচি সম্পর্কে মীনাক্ষী বা ডিওয়াইএফআইয়ের বিস্তারিত কিছুই জানা নেই বা তা জানার কথাও নয়ও বলে জানান এই বামনেত্রী। সঙ্গে এও স্পষ্ট করে দেন, 'আমি, আমাদের সংগঠনের কেউ, ডিওয়াইএফআই, এসএফআই বা কোনও বামপন্থী সংগঠনের এই কর্মসূচির সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। আরএসএস, ভিএইচপির ছাত্র সমাজের পাতা ফাঁদে পা দেবেন না।' তবে এর পাশাপাশি এও বার্তা দেন, ২৭ অগাস্ট গোটা রাজ্য, জেলায় জেলায়, প্রতি ব্লকে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামবেন তাঁরা।

ছাত্র সমাজের নবান্ন অভিযানকে সমর্থন বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার যে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ' তা অরাজনৈতিক বলেই দাবি করেছে তারা। তবে সঙ্গে তাঁরা এও বলেছে, কোনও রাজনৈতিক দল চাইলেই সমর্থন করতে পারে তাদের কর্মসূচিকে। এবার এই ডাকেই কী সাড়া দিল বিজেপি? সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনকে দেখে ভয় পেয়েছেন। তাই মেঘের আড়ালে লুকিয়ে তির চালাচ্ছেন। সামনে এসে লড়ার সৎ সাহস নেই, পুলিশকে ঢাল করছেন।'

প্রসঙ্গত, ২৭ অগাস্ট যে নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে, তাতে রাজনীতির রং লাগছে বলে এদিনই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে পুলিশের কর্তারা। 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ'-এর এক সদস্য শহরের পাঁচতারা একটি হোটেলে রাজনৈতিক এক নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। এই আবহে সিপিএম প্রথম থেকেই জানিয়ে দিয়েছে, তারা এই কর্মসূচিতে নেই। তবে অধীর চৌধুরী জানিয়েছেন, 'ছাত্রদের অধিকার আছে যে পথেই হোক প্রতিবাদ করার।' আর সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদারও বলেন, 'আমরা উদ্যোক্তা না হলেও, আন্দোলনে সমর্থন আছে।' এদিন সুকান্ত মজুমদার সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এও দাবি করেন, 'ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হলে সীমান্তে যত না ব্যারিকেড করা হবে, তার থেকে বেশি ব্যারিকেড রাজ্য পুলিশ দিচ্ছে। ভয়ের বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে।' বিজেপির রাজ্য সভাপতির আরও দাবি করেন, পুলিশ, তৃণমূল একই সুরে কথা বলছে। উভয়ই বলছে, অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হবে। তাতে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হতে পারে। সুকান্তের কটাক্ষ, 'আইজি আইনশৃঙ্খলা তো আইজি বেআইন ও উচ্ছৃঙ্খলায় পরিণত হয়েছে। পুলিশ রাজনৈতিক দলের কাজ করছে।'

নবান্ন অভিযানে পুলিশের পোশাকে গুলি চালানোর আশঙ্কা কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ ও আসল দোষীদের গ্রেপ্তারির ডাক দিয়ে মঙ্গলবার রয়েছে নবান্ন অভিযান। বিরোধীদের দাবি, এটা সম্পূর্ণ 'অরাজনৈতিক কর্মসূচি'। এদিকে তৃণমূলের অভিযোগ, এটি একটি রাজনৈতিক চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু তাই নয়, মঙ্গলবার চরম অশান্তির আশঙ্কাও করছে তৃণমূল। তৃণমূল মুখপাত্র এই প্রসঙ্গে আরও এক পা বাড়িয়ে পুলিশের পোশাক পরে গুলি চালানোও হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

পাশাপাশি কুণাল এও বলেন, 'নবান্ন অভিযান বেআইনি, অবৈধ। কারোর কোনও দায়িত্বশীল সংগঠন পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুমতি চেয়ে কর্মসূচি করছে না। সোশ্যাল মিডিয়া দিয়ে লোক ক্ষেপিয়ে গণ্ডগোলের চেষ্টা হচ্ছে। তদন্তে সিবিআই, মামলা সুপ্রিম কোর্টে দিল্লিতে, আর কলকাতায় নবান্ন চলো বলে গদির রাজনীতি করা হচ্ছে। যাঁরা বাংলায় নির্বাচনের মানুষের দ্বারা প্রত্যাখিত হয়েছে, তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা অন্য কোনও শক্তিকে জড়িত করার চেষ্টা করছে।'

এরই পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, 'একটা চক্র কাজ করছে। তার মধ্যে বিজেপি, এবিভিপি, আরএসএস প্রমোট করছে। সিপিএম মনোভাবাপন্ন কিছু গোষ্ঠী মধ্যে রয়েছে। বঙ্গবিরোধী কিছু গোষ্ঠী-অপশক্তি, যাঁরা এলোমেলো করে দিতে চাইছে বাংলাকে। আমাদের আশঙ্কা, আমরা বারবার পুলিশ প্রশাসনকে বিষয়টা বলেছি।'

যদিও এই কর্মসূচি নিয়ে আগেই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। শুভেন্দুর কথায়, 'ছাত্রসমাজ অভিযান ডেকেছে। আমি বলেছি, যদি হয়, নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম পাই, নাগরিক হিসেবে ওরা তো প্রত্যেক বাড়ি থেকে একজনকে চেয়েছে। আমারও অধিকার আছে আমার বাড়ি থেকে যাওয়ার।' আর অন্যদিকে, নবান্ন অভিযান নিয়ে সুকান্তর বক্তব্য, 'অরাজনৈতিক ভাবেই অভিযান হওয়া উচিত। রাজনৈতিক নেতারা দূরে থাকলেই ভাল।' অন্যদিকে বাম যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'বিরোধী দলনেতা কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়েছেন। কর্মসূচির উদ্যোক্তারা তাঁর নাম ব্যবহার করে প্রচার করেছেন। এটা চরম অনৈতিক কাজ। ধিক্কার জানাচ্ছি।

এটা বিরাট লড়াইকে ভাঙার জন্য বিভ্রান্তি তৈরির অপচেষ্টা।'

কুণাল যে অশান্তির আশঙ্কা করছেন, তার প্রেক্ষিতে বেশ কিছু ভিডিয়ো তাঁদের হাতে এসেছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর আশঙ্কা, 'বাংলার বাইরে থেকে গ্রুপ করে করে কিছু লোক নাশকতার জন্য ঢোকানো হতে পারে। পুলিশের পোশাক পরে নিজেরা গুলি চালনা, বা অন্য কিছু করা, যাতে মানুষের মধ্যে সরকার কিংবা পুলিশ সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি হতে পারে। গণ্ডগোলের পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা। এই সংক্রান্ত ভিডিয়ো আমাদের হাতে এসেছে। আইনত যেখানে যেখানে দেওয়ার, আমরা দেব।'

বিরোধীদের কটাক্ষ করে কুণাল আরও বলনে, 'ওরা বডি চাইছে, শুকুনের রাজনীতি করছে। ন্যায়বিচারের দাবিতে মিছিল হয়, সেটা একটা ব্যাপার। আমরাও তো বলছি উই ওয়ান্ট জাস্টিস। পুলিশ তো ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীকে ধরেছে, সিবিআই কী করছে? বাংলায় ন্যায় বিচারের দাবিতে যতগুলো মিছিল বেরোবে, সে বাংলার যে প্রান্ত থেকেই বেরোক না কেন, শেষ হবে সিজিও কমপ্লেক্সে, কারণ তদন্ত করছে সিবিআই।'

বর্জ্য ও দেহ বিক্রিতে সন্দীপের সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজে পেল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্জ্য ও দেহ বিক্রির যে অভিযোগ উঠেছে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে তাতে যোগসূত্র খুঁজে পেলেন সিবিআই আধিকারিকেরা। অন্তত এমনটাই দাবি করা হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে। প্রসঙ্গত, হাসপাতালে দুর্নীতি মামলায় রবিবার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সিবিআই তল্লাশি চালায়। সেখান থেকে যে দুটি কম্পিউটার বাজেয়াপ্ত করেছিল, সেখান থেকে একাধিক বৈদ্যুতিন নথি পেয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। এরপরই সেগুলো খতিয়ে দেখে সিবিআই। আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই হাসপাতালের বর্জ্য ও মৃতদেহ বিক্রির অভিযোগ

উঠেছে। রবিবার সেই কম্পিউটার থেকে মেডিক্যালের বর্জ্য ও মৃতদেহ বিক্রি সংক্রান্ত কিছু নথিও মিলেছে। আর যে প্রশ্ন উঠেছিল, হাসপাতালে পরিকাঠামো সংস্কারের কাজ পেত নির্দিষ্ট একটা সংস্থা, সেই সব তথ্য উদ্ধার হয়েছে ওই বাজেয়াপ্ত কম্পিউটার থেকে। এরাই মূলত এই চক্রের সঙ্গে রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছেন তদন্তকারীরা। এবার যারা বরাত পেত পাশাপাশি টেন্ডার এবং সংস্কার সংক্রান্ত একাধিক কাজ পেত তারাই বছরের পর বছর কেন একইভাবে পেয়ে চলছিল, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে এই সমস্ত তথ্য পাওয়ার পর। শুধু তাই নয়, এই পুরো বিষয়টি নিয়ে এবার তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চলেছে সিবিআই, এমনটাই সূত্রে খবর।

কাঁচড়াপাড়ায় মিছিলে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি কর কান্ড ঘিরে এখনও তোলপাড় গোটা রাজ্য। বিভিন্ন মহল থেকেই প্রতিবাদের ঝড় উঠছে। রবিবার রাতে নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সমর্থকরা কাঁচড়াপাড়ায় যৌথ মিছিল করে। কাঁচড়াপাড়ার বাগমোড় থেকে হালিশহর থানা পর্যন্ত মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে সেই মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন কল্যাণীর বসিন্দা পেশায় মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ এক তরুণী। অভিযোগ, মিছিল যখন প্রায় শেষের মুখে হালিশহর থানার এক পুলিশ কর্মী বেসামাল অবস্থায় মিছিলের লোকজনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিলেন। সেই ঘটনার প্রতিবাদ জানান ওই তরুণী। এমনকি ওই পুলিশ কর্মী তরুণীকে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। তরুণীর চিৎকার শুনে বিক্ষোভকারী ছুটে আসেন। তারা ওই পুলিশ কর্মীকে ঘেরাও করে রাখেন। পরবর্তীতে ওই পুলিশ কর্মীকে থানায় আনা হয়। এদিকে ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে দুই দলের প্রতিবাদী সমর্থকরা হালিশহর থানা ঘেরাও করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায়। ওই তরুণী হালিশহর থানায় অভিযোগও দায়ের করেন। ঘটনায় জড়িত পুলিশ কর্মীর কঠোর শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন কলকাতার দুই ফুটবল ক্লাবের সমর্থকরা। কাঁচড়াপাড়া ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের সদস্য আকাশ নীল দে বলেন, তাঁরা অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীর শাস্তির দাবি করছেন। যদিও পুলিশের তরফে বিভাগীয় তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এদিকে উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি নর্থ গণেশ বিশ্বাস। যদিও এই ঘটনা নিয়ে তিনি মুখ খুলতে চাননি।

সিবিআই দফতরে হাজিরা সন্দীপ ও দেবাশিসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর ঘটনার তদন্ত সিবিআই হাতে নেওয়ার পর থেকে প্রতিদিন সকালে একেবারে নিয়েম করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দফতরে পৌঁছে যাচ্ছেন সন্দীপ ঘোষ। সোমবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রবিবার বাড়িতে সিবিআই তল্লাশির পর সোমবার সকাল হতেই একটি হলুদ রংয়ের ফাইল হাতে সিবিআই দপ্তরে ঢুকতে দেখা যায় তাঁকে। এই নিয়ে দশম দিনে সিবিআই দপ্তরে পৌঁছলেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।

এদিকে, রবিবারের পর সোমবার নিজাম প্যালেসে দেবাশিস সোম। রবিবার তাঁর বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি চালানোর পর নথি নিয়ে সস্ত্রীক দেবাশিস নিজামে গিয়েছিলেন। প্রায় ঘণ্টাচারেক ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলেই খবর।

আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর থেকেই নজরে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ভুরিভুরি। ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছেন প্রাক্তন সুপার আখতার আলি। ওই মামলায় নাম রয়েছে হাসপাতালের ফরেনসিক ডেমনস্ট্রেটর দেবাশিস সোমের। ওই ঘটনায় হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তভার পেয়েছে সিবিআই। এরপরই অ্যাকশন মোডে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কারণ, সিবিআই সূত্রে খবর, তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র' দেখছেন তদন্তকারীরা। সে কারণেই রবিবার প্রায় ১২ ঘণ্টা সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটার বাড়িতে তল্লাশি চালান সিবিআই আধিকারিকরা। সেখান থেকে বেশ কিছু নথিপত্র হাতে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বেরতে দেখা যায় তদন্তকারীদের। আর ঠিক তার পরদিনই ফের সিজিও কমপ্লেক্সে সন্দীপ। এই নিয়ে দশমবার সিজিওতে গেলেন তিনি। এদিকে, সিবিআই স্ক্যানারে দেবাশিস সোমও। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের ডেমনস্ট্রেটর দেবাশিস সোমের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই আখতার আলির। তাঁর দাবি, সন্দীপের 'ঘনিষ্ঠ' হওয়ায় দেবাশিসও সমানভাবে আর্থিক দুর্নীতিকাণ্ডে যুক্ত। রবিবার তাঁর কেষ্টপুরের বাড়িতে প্রায় টানা ৮ ঘণ্টা তল্লাশি চালান সিবিআই আধিকারিকরা। এরপর বিকেল চারটে নাগাদ নথিপত্র নিয়ে নিজের গাড়ি চড়ে সস্ত্রীকে দেবাশিসকে পৌঁছাতে দেখা যায় নিজাম প্যালেসে। সেখানে প্রায় ঘণ্টা চারেক তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর আবারও সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ নিজাম প্যালেসে পৌঁছন দেবাশিস।

একক পোর্টালে ভর্তি প্রক্রিয়া, ব্যাপক দুর্নীতির আশঙ্কা শিক্ষামহলের

অশোক সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গে স্নাতক স্তরে কেন্দ্রীভূত পোর্টালে ভর্তির আবেদনের তারিখ উত্তীর্ণ হয়েছে। এরপরেও মোট আসনের ৫০ শতাংশেরও বেশি আসনে পড়ুয়া ভর্তি হয়নি। এবার শুরু হবে কলেজগুলোয় একক পোর্টালে ভর্তি প্রক্রিয়া। ফলে, ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতির আশঙ্কা করছে শিক্ষামহল।

উল্লেখ্য, কলেজে ভর্তি নিয়ে ২০১১-১২ সালে ব্যাপক দুর্নীতি হয় বলে অভিযোগ। পড়ুয়াদের কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে তাদের ভর্তি করানোর অভিযোগ ওঠে শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে। কিছু ক্ষেত্রে বখরা নিয়ে সংগঠনের নিজেদের মধ্যে মারামারিরও অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি গড়ায় মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত। মুসকিল আসানের জন্য ঠিক হয় সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কলেজে ভর্তিতে স্বচ্ছতা আনতে পোর্টাল চালু হবে। ২০১৩ সালে শুরু হয় কলেজ ভিত্তিক পোর্টাল। শাসক ছাত্র সংগঠনের তরফে আপত্তি ওঠে। অভিযোগ, নানাভাবে এতে ইউনিট পর্যায়ে কারচুপি শুরু হয়। তা ঠেকানোর চেষ্টায় এবছর কেন্দ্রীভূত পোর্টালে ভর্তি চালু হয়। নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে তা হওয়ায় ফাঁকা থেকে গিয়েছে প্রায় অর্ধেক আসন। এই সব বেশকিছু আসনে বেআইনিভাবে মোটা টাকা নিয়ে ভর্তি করানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ।

কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে গত ১২ জুন আসন বরাদ্দের তালিকা প্রকাশের পরই শুরু হয় ভর্তি প্রক্রিয়া। সময় ছিল ১ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত। পরে সেই সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয় ১৯ জুলাই পর্যন্ত। তারপর পুরো সূচিতেই বদল আসে। আপগ্রেড রাউন্ডের মেধাতালিকা প্রকাশিত হয় ২৪ জুলাই। এরপর ২৮ জুলাই পর্যন্ত ভর্তি হন ছাত্রছাত্রীরা।

রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'কেবল স্বচ্ছতা নয়, ভিন রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা যাতে বাংলার কলেজগুলিতে অতি সহজে ভর্তি হতে পারেন, সেই জন্য কেন্দ্রীভূত পোর্টাল চালু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে আবেদনের শেষ তারিখ ছিল ১৯ জুলাই। সেই সময়ের মধ্যে এই পোর্টালের মাধ্যমে ৫ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৬৩টি ভর্তির আবেদন জমা পড়ে। তার মধ্যে ৪ লক্ষ ২২ হাজার ২৪৫টি আসন বরাদ্দ করা হয়। শিক্ষা দপ্তরের তরফে জানান হয়, যে সব ছাত্রছাত্রী প্রভিশনাল অ্যাডমিশন নিয়েছিলেন, তাঁদের চূড়ান্ত অ্যাডমিশন লেটার দেওয়া হয় ৩০

জুলাই। এরপর ৩১ জুলাই থেকে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের সশরীরে যাচাই প্রক্রিয়া শুরু করে কলেজগুলি। এই প্রক্রিয়া চলে অগস্ট পর্যন্ত। ৭ অগস্ট থেকে শুরু হয়ে যায় ক্লাস।'

উচ্চশিক্ষা দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কলেজগুলিতে প্রায় ৩ লক্ষ ২০ হাজার আসন ছাত্রছাত্রীদের কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, আসন বরাদ্দের থেকে ভর্তি হওয়া বাকি ছিল অনেকটাই। এই অবস্থায় ফের পোর্টালে ভর্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়। অধ্যক্ষ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গর সভাপতি পূর্ণচন্দ্র মাইতি এই প্রতিবেদককে জানান, 'রাজ্যে মোট কলেজের সংখ্যা ৬৩৬। এর মধ্যে ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি, স্কটিশ চার্চ, সেন্ট জেভিয়ার্সের মতো কিছু কলেজ স্নাতক স্তরে ভর্তির জন্য পৃথক পোর্টাল খোলার অনুমতি পেয়েছিলো। তারা সময়মতো কাজটা করেছে। কিন্তু সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ৪৫৩টি কলেজে ভর্তির জন্য কেন্দ্রীভূত পোর্টাল চালু করতে অনেক দেরি হয়। ইতিমধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল উত্তীর্ণ পড়ুয়ারা ভিন রাজ্যে অথবা বেসরকারি কলেজে চলে গিয়েছে। মোট আনসন সংখ্যা সাড়ে ৯ লক্ষের মতো। কেন্দ্রীভূত পোর্টালে আবেদনের সময়সীমা বাড়িয়েও ৫০ শতাংশ আসন পূর্ণ করা যায়নি।'

উদাহরণ হিসাবে, কলকাতার আচার্য জগদীশ চন্দ্র কলেজে স্নাতকস্তরে ইংরেজির মতো চাহিদার বিষয়েও ২০০ আসনে অন্তত ৯০টি আসন খালি থেকে যাচ্ছে। বাণিজ্যে ৮০০ আসনের মধ্যে খালি থেকে যাচ্ছে প্রায় ৪০০টি আসন। এই অবস্থায় সমাধানের পথ কী? পূর্ণবাবু বলেন, 'আবেদনের তারিখ উত্তীর্ণ হলেও ভেরিফিকেশনের প্রক্রিয়া চলছে। বিভিন্ন কারণে সংরক্ষিত আসনগুলোর অধিকাংশই ফাঁকা থেকে গিয়েছে। এগুলো 'ডি-রিজার্ভ' করে দিলে অসংরক্ষিত গোত্রের কিছু পড়ুয়া ভর্তি হতে পারত। পোর্টালে ভর্তি এতো দেরিতে চালু করলে সমস্যা থেকেই যাবে। কারণ, শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হয়ে যায় আগে।' তিনি বলেন, 'এরপর যাঁরা পোর্টাল ছাড়া ভর্তি হবেন, তাঁরা চলতি সেমিস্টারে ক্লাস করার সুযোগ পাবেন অতি সামান্য। হাজিরার বাধ্যবাধকতার নিয়ম এড়াতে তাঁদের অন্য পথ ধরতে হবে। এ সবে শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক দুর্নাম হচ্ছে। তা ছাড়া কলেজগুলোকে নাম কা ওয়াস্তে পৃথকভাবে পোর্টাল খুলতে হবে। এতে লাখ খানেক টাকা করে খরচ হবে কলেজগুলোর। এতো টাকা কোথায় আমাদের?'

অ্যাম্বুল্যান্সের ভাড়া বেঁধে দিল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবায় স্বচ্ছতা আনতে ও রোগীর পরিজনদের হয়রানি কমাতে রাজ্য সরকার একটি হেল্পলাইন চালু করতে চলেছে। পাশাপাশি অ্যাম্বুল্যান্সের ভাড়াও বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। কোনও অ্যাম্বুল্যান্স চালক বাড়তি ভাড়া নিলে হেল্পলাইনে গাড়ির নম্বর দিয়ে মানুষ অভিযোগ জানাতে পারবেন। অ্যাম্বুল্যান্সে সরকার নির্ধারিত ভাড়ার তালিকাও রাখতে বলা হয়েছে। যাত্রীসাথী অ্যাপ থেকেও অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা মিলবে বলে জানানো হয়েছে।

তবে গ্রাম থেকে আসা অনেক মানুষই অ্যাপের মাধ্যমে গাড়ি বুক করতে পারবেন না। তাঁরা হাসপাতাল চত্বর বা কোনও এজেন্সি থেকে অ্যাম্বুল্যান্স বুক করলে সেক্ষেত্রেও তাঁদের থেকে সরকার নির্ধারিত ভাড়াই নিতে হবে চালকদের। যত দ্রুত সম্ভব এই ভাড়াতেই অ্যাম্বুল্যান্স চালকদের গাড়ি ছোটাতে হবে। অনেক তথ্য সংগ্রহের পর যাতায়াতের হিসেব-নিকেশ করে পরিবহণ দফতরের তরফে এই ভাড়ার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

রাজ্যের পরিবহণ দফতর সম্প্রতি এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সেখানে কিলোমিটার, ঘণ্টা এবং দিন , তিন হিসাবে অ্যাম্বুল্যান্সের ভাড়ার হার নির্ধারিত করে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

ক্ষমতাবান ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রতিবেশীকে শায়েস্তা করে

পশ্চিমবঙ্গের সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের পরে, শহর কলকাতা থেকে শুরু করে সংলগ্ন এলাকাগুলি এবং মফস্বলের বিভিন্ন শহর, গ্রামে যে ভাবে গণপিটুনিতে মানুষের দ্বারা মানুষের হত্যাকান্ড ঘটছে, তা দেখে আমাদের শিউরে উঠতে হচ্ছে । মানুষের একটা বড় অংশের মধ্যে জিঘাংসা এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, অপছন্দের কোনও লোককে, নানা ধরনের অপবাদ দিয়ে, তাকে সামাজিক হেনস্থা করা-- এটা একটা প্রায় সামাজিক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ব্যাধি যে আজ হঠাৎ করে নতুন ভাবে গজিয়ে উঠেছে, তা মনে করবার কোনও কারণ নেই। এই ব্যাধি ভারতের বুকে তথা বাংলার বুকে দীর্ঘদিন ধরে পরিব্যাপ্ত রয়েছে। একটা সময় ছিল, এই ধরনের ব্যক্তিগত ক্রোধ মানুষ ব্যবহার করত মামলা মকদ্দমা করে ,অপছন্দের মানুষটিকে সামাজিকভাবে হেনস্থা করবার জন্য । ক্রমে ক্রমে সেই বিষয়টির সঙ্গে সংযুক্ত হতে শুরু করল রাজনীতির নাম করে এক ধরনের ব্যক্তিগত অসূয়ার পরিমন্ডল। শাসন ক্ষমতায় যখন যে রাজনীতিকরা থেকেছেন, সেই পরিমণ্ডলের মানুষেরা , চিরদিনই সামাজিকভাবে কিছু বেশি সুযোগ-সুবিধে আদায় করে নেন। আর এই সুযোগ-সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিষয়গুলি ক্রমশ ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার নিরিখে এসে থেমে যায়। তাই একজন শাসক সমর্থক, তার যদি পাশের বাড়ির সঙ্গে কোনও বিসংবাদ থাকে, তা সেটা জমিজমা সংক্রান্তই হোক বা অন্য কোনো কারণে, যেমন; নিছক একটা নারকেল গাছ, কি আম গাছকে নিয়েই হোক, তাহলে যে ক্ষমতাবান, সে ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটিয়ে, প্রতিবেশীকে শায়েস্তা করে। এই ট্র্যাডিশন বাঙালির সামাজিক ইতিহাসে কী ভাবে রয়েছে তা রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক হয়ে সমরেশ বসুর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাই।

শব্দবাণ-২৭

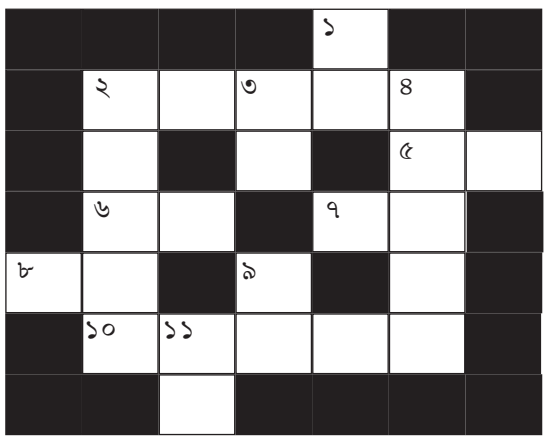

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. ভুল বা ভ্রান্তি দূরীকরণ ৫. স্ত্রী, পত্নী ৬. আশীর্বাদ ৭. গোপন স্থান ৮. নবজাত,নবোদ্ভিন্ন ১০.ছায়াপথ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অর্ধেক ২. জোগান, আয়োজন ৩. রক্তের বর্ণ ৪. কলাবউ ৯. অতিরিক্ত বেতন ১১. শত্রু।

সমাধান: শব্দবাণ-২৬

পাশাপাশি: ১. অচিন ৩. ডাক্তার ৫. বাগান ৬. তফাত ৭. প্রতিম ৯. জবাই ১১. কঠোর ১২. লকার।

উপর-নীচ: ১. অথবা ২. নয়ন ৩. ডাকাত ৪. রমিত ৭. প্রত্যেক ৮. মকর ৯. জঞ্জাল ১০. ইয়ার।

জন্মদিন

আজকের দিন

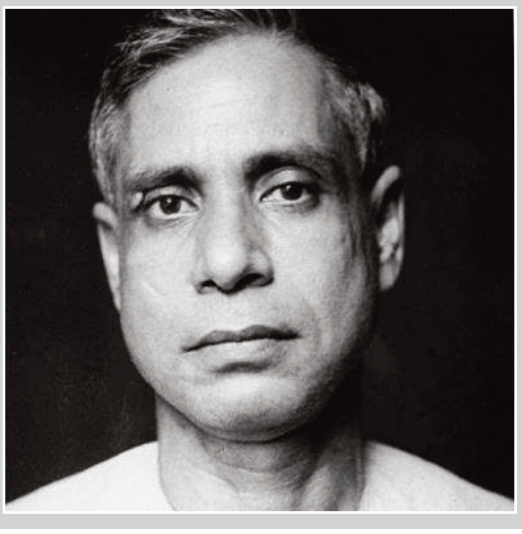

অজয় মুখোপাধ্যায়

১৮৫৯ *বিশিষ্ট শিল্পপতি দোরাবজি টাটার জন্মদিন।*
১৯২৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অজয় মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৭২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নেহা ধুপিয়ার জন্মদিন।*

‘আর্জি’ নয়, আরজি করে বিচারের দাবি তুলছে জনগণ

দিগন্ত চক্রবর্তী

খাস কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় সপ্তাহ জুড়ে উত্তাল সারারাজ্য। সারা রাজ্যের মা বোনেরা একত্রিত হয়েছেন নিজেদের সুরক্ষার অধিকারের দাবিতে। কিন্তু এই ঘটনা যেভাবে একের পর এক নাটকীয় মোড় নিচ্ছে তাতে করে এটুকু বোঝা সম্ভব, নিশ্চয়ই বড়সড় কোনো মাথা জড়িয়ে রয়েছে এই ঘটনায়। জানা যাচ্ছে, সরকারের সরবরাহ করা ওষুধ অন্যত্র বিক্রি করে দিনের পর দিন জাল ওষুধ আনা হচ্ছে আর জি করে। এমন বড়সড় দুর্নীতির কথা জেনে ফেলাই কি আর জি করের তরুণী চিকিৎসক-পড়ুয়ার কাল হয়েছিল, প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই?

এরমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন আরজি কর হাসপাতালের সদ্য প্রাক্তন (তৎকালীন) অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ, যিনি কোনরূপ তদন্ত ছাড়াই ঘটনাটিকে ‘আত্মহত্যা’ বলে অভিহিত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। উল্লেখযোগ্য তাঁকে ‘প্রভাবশালী’ তকমাও দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম।

আবার অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে কোনো এক বিশেষ গোষ্ঠীর প্রমাণ লোপাটের কি আপ্রাণ চেষ্টা। ১৪ আগষ্ট মধ্যরাতের ঘটনার সাক্ষী থেকেছে সারা রাজ্যবাসী। ঠুঁটো জগন্নাথ পুলিসের সামনে দিয়ে আততায়ীরা ভাঙচুর চালালো আরজি কর হাসপাতালে। ১২টা ৩৫ থেকে জরুরি বিভাগের সামনে শুরু হয় তাণ্ডব। পরিকল্পিতভাবেই প্রথমেই ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেওয়া হলো সিসিটিভি গুলি। তারপর চলল ভয়ানক ধ্বংসলীলা। ঘটনাগুলো রাজ্যের মানুষকে খুব স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে ‘শাক দিয়ে মাছ ঢাকা’র চেষ্টা চলছে। কিন্তু কেনো? কিসের এত ভয়? প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর এখনো অজানা সকলেরই।

অবাক-কান্ড, এ রাজ্যের ঠুঁটো জগন্নাথ এই পুলিশই আবার কিছু কিছু সময় হয়ে উঠছেন অতিসক্রিয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনার বিরুদ্ধে পোস্ট করা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হচ্ছে সাইবার ক্রাইম বিভাগ থেকে, সমন করা হচ্ছে তাদের। আরজি কর কাণ্ডে কিছু চিকিৎসক ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছেন বলে দাবি করে ডাঃ কুণাল সরকারের মতো স্বনামধন্য চিকিৎসককেও তলব করছে কলকাতা পুলিশ, যেখানে একটি হাসপাতালের সুরক্ষা দিতে তারা চরম ব্যর্থ।

অপরদিকে, ডুরান্ড কাপে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলের ডার্বি হওয়ার কথা ছিল রবিবার। সেই ম্যাচ চলাকালীন বাংলার যুযুধান দু- দলের সমর্থকদের যৌথভাবে আরজি কর কাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ন্যায়বিচারের দাবি জানানোর কথা ছিল। কিন্তু আগেভাগেই বাতিল করে দেওয়া হয় ডার্বি। এক্ষেত্রেও আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করে প্রশাসন।

কিন্তু দু দলের সমর্থকরাই ডার্বি বাতিল হলেও পূর্ব পরিকল্পনামতো এই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে সমবেত হবেন এমনই সিদ্ধান্ত নেন। সেই উদ্দেশেই রবিবার বিকেলে এই ঘটনার প্রতিবাদে যৌথ ভাবে নামেন ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান সমর্থকরা। একপ্রকার রণক্ষেত্র রূপ নেয় শহর কলকাতা, ডার্বি বাতিলেও যুবভারতীতে আছড়ে পড়ে প্রতিবাদের ঢেউ। উল্লেখযোগ্য, এ ক্ষেত্রেও সমর্থকদের উপরো দেখা গেলো কলকাতা পুলিশের অতিসক্রিয়তা। কিন্তু এভাবে কি মানুষের কণ্ঠরোধ করে বিষয়টাকে ধামাচাপা দিতে পারবে রাজ্য প্রশাসন? তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, এই ঘটনার প্রতিবাদ - আন্দোলন শুধুমাত্র এ রাজ্য বা দেশে সীমাবদ্ধ নেই, পৌঁছে গেছে নিউইয়র্কের টাইমস্ স্কোয়ার অবধি।

একথা অনস্বীকার্য যে আজকের পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি দেখে কোনো সুস্থ মানুষেরই স্থির চিত্তে বসে থাকা সম্ভব নয়। তাইতো প্রতিবাদ আসছে সব দিক থেকে। কলকাতার বুকে যেমন ধারাবাহিক ভাবে চলছে প্রতিবাদ কর্মসূচি তেমনই গ্রামে গঞ্জে একদম প্রান্তিক মানুষও সামিল হচ্ছেন এই আন্দোলনে। এই আন্দোলনে যারা নেমেছেন তারা কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নামেননি, একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন আসছে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে। সাতে পাঁচে না থাকা বাঙালি সমাজ কি তবে জেগে উঠেছে? যে বাঙালির রক্ত শীতল হয়ে গেছিল; খুন - দুর্নীতি, অত্যাচার কোনো কিছুতেই তাদের জাগরণ হচ্ছিল না সেই বাঙালির রক্তে এবার আগুন ধরেছে। তাইতো কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন না হয়েও দিকে দিকে রাস্তায় নামছেন মানুষ নিজের বাড়ির মা বোনেদের সম্মান রক্ষার দাবিতে। তাই কি এত ভয় রাজ্যের শাসকদলের? ভয় পেয়েছে রাজ্যের শাসকদল। কিন্তু কাকে ভয় পাচ্ছেন তারা? নিঃসন্দেহে রাজ্যের সাধারণ মানুষকে, যাদের এক একটি ভোটের মূল্যে ক্ষমতার শিখরে তারা পৌঁছেছেন। ‘হীরক রাজার দেশে’ সিনেমার বিখ্যাত উক্তি ক্ষুদ্দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খানখানক্ষ্ম এর অনুরূপ স্লোগান উঠতে ইতিমধ্যেই শুরু করেছে সাধারণ জনগণের দিক থেকে। তাইতো আগের মত ‘ছোটো ঘটনা’ কিংবা ‘মেয়েটার চরিত্র খারাপ ছিল’ এরকম কোনো বেফাঁস মন্তব্য করে বিষয়টাকে লঘু করে দেওয়ার সাহস পাচ্ছেন না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

সদ্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশ ছাড়ার ঘটনাটি মনে হয় তার চোখে ভেসে উঠছে। তাই নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আঁতকে উঠে, চুপ করে থাকাটাই সমীচীন মনে করছেন তিনি! না, একেবারে চুপ আছে বললে ভুল হবে, তিনিও নেমে পড়েছেন আন্দোলনে। ভারতবর্ষ দখল করতে এসে ভারতের এত বৈচিত্র্য দেখে অবাক হয়ে আলেকজান্ডার বলেছিলেন, ক্ষ্মসত্য সেলুকস্! কি বিচিত্র এই দেশ!ক্ষ্ম আজ আলেকজান্ডার বেঁচে থাকলে হয়তো বলতেন, সত্য সেলুকস, কি বিচিত্র এই পশ্চিমবঙ্গ!

এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবাদে নেমেছেন রাস্তায়। কেউ জানেনা প্রতিবাদটা ঠিক কার বিরুদ্ধে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে? কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রী তো তিনি নিজেই। তাহলে হয়তো রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, কিন্তু সেই আসনেও তিনি স্বয়ং অধিষ্ঠিত। তাহলে কার বিরুদ্ধে? যখন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কোনো কুলকিনারা পাওয়া যাচ্ছে না ততক্ষণে হাঁটতে হাঁটতে প্রতিবাদী মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছে গেছেন প্রতিবাদ মঞ্চে। মঞ্চে উঠে স্লোগান তুললেন, ক্ষ্মনির্যাতিতার ফাঁসি হোকক্ষ্ম। একবার না, দু দুবার বললেন জোর গলায়। সঙ্গে সঙ্গে গলা মেলালেন মঞ্চে থাকা তারকা সাংসদ, বিধায়ক সহ সকলেই, কেউ একবারের জন্যও ভুল শুধরে দিলেন না। মনে পড়ে যাচ্ছে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ‘উলঙ্গ রাজা’ কবিতার সেই লাইন

‘সবাই দেখছে যে, রাজা উলঙ্গ, তবুও
সবাই হাততালি দিচ্ছে।
সবাই চেঁচিয়ে বলছে; শাবাশ, শাবাশ!’

যদিও ভুল শুধরে নিয়ে তিনি বললেন ধর্ষকদের ফাঁসি চাই, কিন্তু আসলে কার কাছে এই দাবি করছেন তিনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে এখনও তো তিনি স্বয়ং আসীন, তাহলে কেনো ভরা মিছিলে দাঁড়িয়ে ফাঁসির দাবি করছেন? সত্যিই মেয়েটির প্রতি সহমর্মিতা দেখাচ্ছেন? তাহলে আর যাই হোক, একটি নিষ্পাপ প্রাণের মূল্য দশ লাখ টাকা দড় হাঁকাতেন না অন্তত। একের পর এক বিভ্রান্তকর ঘটনা তাই প্রশ্ন তুলতে বাধ্য করছে, ‘এটা আদৌ শুধুমাত্র ধর্ষণ করে খুন নাকি রাজনৈতিক হত্যা।’

সুপ্রিম কোর্টে ৮০ হাজারের বেশি কেস পেন্ডিং থাকলেও আজও বিচার ব্যবস্থার উপর পুরোপুরি আস্থা হারায়নি মানুষ। তাই বলা যেতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তর আদালতই দেবে। আদৌ সঠিক তদন্ত হবে তো? আসল দোষীরা শাস্তি পাবে তো? এই নিয়ে যেমন যথাযথ কারণেই দুশ্চিন্তা রয়েছে, তেমনই আশার আলো সিবিআই এই তদন্তের দায়িত্বভার নিয়ে আসল দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবে।

কবি ও অনুবাদক মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

রথীন কুমার চন্দ

কবি ও অনুবাদক, পশ্চিমবঙ্গের সপ্তম মুখ্যমন্ত্রী ৫ দশকের পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ, কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাইপো বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আশিটি বসন্ত পার করে ইহকালের মায়া ত্যাগ করে চিরকালের জন্য ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন।

১৯৬৬ সালে প্রাথমিক সদস্য হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টিতে তার যোগদান এরপর রাজনৈতিক গুরু প্রমদ দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে তার রাজনৈতিক সক্রিয়তা ২০০০ সালে নভেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছ থেকে রাজ্যের শাসনভার দায়িত্ব নেন। দায়িত্ব পালন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী হিসেবে এবং তৃতীয় উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় আসীন ছিলেন।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পিতামহ ছিলেন বিখ্যাত সংস্কৃত পন্ডিত এবং ব্রাহ্মণদের উপরে তিনি একটি বই লিখে যান যেটি এখনো খুবই বিখ্যাত পরবর্তীকালে তার বাবা হিন্দু ধর্মের বই পত্রের প্রসারে ব্যস্ত ছিলেন এবং পারিবারিক ব্যবসা সরস্বতী লাইব্রেরির দেখাশোনা করতেন।

প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ এর পর তিনি হলেন দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি তার বিধানসভা কেন্দ্র থেকে পরাজিত হয়েছিলেন তার মুখ্যমন্ত্রীত্বের কালে বেশ কিছু শিল্প স্থাপনের প্রস্তাবনা এসেছিল কিন্তু তা বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব হয়নি।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তার রাজনৈতিক কেরিয়ারে ১৯৬৮ সালে ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক হন এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উত্তরবঙ্গ বিষয়ক মন্ত্রী ও সংস্কৃতি মন্ত্রী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

বামফ্রন্ট জমানার শেষ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রয়াত হলেন, যার মৃত্যুতে অবসান হয়ে গেল বাম রাজনীতির এক অধ্যায়। নিপাট ভদ্রলোক, মুখ্যমন্ত্রী, প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনিকে হারাল বাংলার রাজনীতি। তার আমলেই বারবধূ নাটকটি প্রচার বন্ধ হয়েছিল।

সাহিত্যচর্চা যার জীবনচর্চা ছিল, সেই নক্ষত্র ঝরে গেল। শিশু সাহিত্য নিয়ে তার আগ্রহ কম ছিল না। রবীন্দ্র সাহিত্য নিয়ে তার জ্ঞান ছিল অতল সাগরের মত। রাইটার্স থেকে বেরিয়ে সমস্ত মন্ত্রীদের আলিমুদ্দিন ছিল লক্ষ্য স্থল, তার লক্ষ্য স্থল নন্দন চত্তরে।

শিল্প বিপ্লবী ভাবনা তার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব ছিল শিল্পী ভাবনাকে সমস্ত স্তরে ছড়িয়ে দিতে কসুর করেননি বরং জেল বন্দিদের মধ্যেও সেই শিল্পী ভাবনাকে প্রসারিত করতে উদ্যোগী ছিলেন।

শিল্প ক্ষেত্রে তিনি কলকাতার সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে তৎকালীন সময় বেঙ্গালুরুর প্রতিযোগী করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন তার হাত ধরেই তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প বাস্তবায়িত হয় যদিও তিনি কম্পিউটার আনায়ন আন্দোলনের বিরুদ্ধে একজন পুরোধা নেতৃত্ব ছিলেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মনস্তাত্ত্বিক মনন ও বাস্তব দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বুদ্ধিমত্তা অনেক দূর পর্যন্ত চিন্তাভাবনা করতে পারত এখানেই ছিল বাকি চারজন মেন্টার প্রমদ দাশগুপ্তের শিষ্যদের মধ্যে পার্থক্য। এই কারণেই তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, তারও আগে জ্যোতি বসুর আমলে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভার সদস্যপদ সামলানো এবং দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছিলেন।

শিল্প নিয়ে বামফ্রন্ট এর উদাসীনতা তাকে ভীষণভাবে ভাবাতো। এই কারণে সল্টলেক সেক্টর ফাইভকে শিল্পের মরুদ্যান তৈরি করতে এবং তৎকালীন ব্যাঙ্গালোরের আইটি শহর এর খ্যাতির পাহাড়ে ভাগ জমাতে তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন, এখানেও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি শিল্প হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ করে দেওয়া, যাতে ইতিহাস পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গকে শিল্পহীন হিসেবে নয় শিল্প কেন্দ্রিক হিসেবে মনে রাখে। মেন্টর প্রমোদ দাশগুপ্তের শিষ্য হিসেবে তাকে পশ্চিমবঙ্গ মনে রাখবে শুধু একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নয় একজন সত্যিকারের ভালোবাসার মানুষ হিসেবে যিনি চেয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের বিনাশ নয় শিল্পের স্থাপন হোক এবং সেই দিক দিয়ে প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হোক। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সিঙ্গুরে শিল্প স্থাপনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি ঠিকই কিন্তু তার রূপায়নের প্রচেষ্টাকে ইতিহাস মনে রাখবে এবং সেটা মনে রাখবে বামফ্রন্টের শেষ সেনাপতি হিসেবে একটি শেষ প্রয়াস শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে। তিনি একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী যিনি বামফ্রন্ট আমলে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে একটা টুইস্ট নিয়ে আসতে পেরেছিলেন এবং হ্যামিলটনের বাঁশিওয়ালা ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীদের শেষ দফায় তিনি তার কাকা কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার ঝলসানো রুটির বাস্তব দেখতে পেয়েছিলেন প্রত্যক্ষ করেছিলেন অনুভবও করেছিলেন টাটা শিল্প গোষ্ঠীর শিল্প স্থাপনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে না পেরে এবং সেই স্বপ্ন অধরা অলীক হয়ে উঠেছিল বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কাছে। ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী করতে কংগ্রেসের হাত ধরতে পিছপা হননি বাম কংগ্রেস জোটের ঐক্যকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে খাড়া করতে তিনি কংগ্রেসকে ভোট দেন কংগ্রেসের মঞ্চে উঠে তার চিরাচরিত ভাষণের সূত্রপাতে কমরেড কথাটির বদলে প্রিয় রাহুল বলে উপস্থিত কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সহসভাপতিকে সম্বোধন করেছিলেন। এরই সঙ্গে সারা বক্তৃতায় তিনি লাল সেলাম কথাটিও একবারের জন্য উচ্চারণ করেননি, যাতে বাম কংগ্রেস জোট কোনও অস্বস্তিতে পড়ে। উপস্থিত শ্রোতাদের তিনি শুধু অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

সাহিত্যিক কলাকৌশলী নাট্যকর্মী প্রত্যেকে তার শিল্পী সত্তার দরাজ হতে প্রশংসা করেছেন। তার যে শিল্পী সত্তা মন ছিল সেই মনের কথা অকাতরে স্বীকার করেছেন বাংলার নাট্য ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে শিল্পী ও বিদ্বজন মানুষেরা। এমনকি তার মুখ্যমন্ত্রীত্ব কালে নাট্যশিল্পে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখ সম্মুখীন হয়েছিল তা সমাধান তিনি দ্রুত করেছিলেন। শিল্পী সত্তায় রবীন্দ্রনাথের প্রায় ৫০০ টি গান তার মুখস্থ ছিল। সময়ের সমস্ত কবি সাহিত্যিকদেরও তিনি খোঁজ খবর রাখতেন এবং তাদের বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তিনি মায়াকোভস্কি ছাড়াও পাস্তার নক, হো চি মিন, চেগুয়েভারা, ইন্টার গ্রাস প্রমুখদের কবিতা অনুবাদ করেছিলেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প এবং উপন্যাস নিয়ে মার্কসিয় দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা, তার প্রবন্ধ গ্রন্থ ছিল ‘পুড়ে যায় জীবন নশ্বর’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। ১৯৯৩ সালে তার একটি নাটক দুঃসময় মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং সাড়া ফেলেছিল। তার ছ'টি নাটকের একটি সংকলন প্রকাশিত হয় এছাড়াও দুটি নাটক ‘ইতিহাসের বিচার’ ও ‘রাজধর্ম’ প্রকাশিত হয়েছিল। দুঃসময় নাটকে ইউরোপের সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার ছবি এবং মৌলবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের উত্থানের আশঙ্কা ফুটে উঠেছিল ইতিহাসের বিচার নাটকে রাজধর্ম নাটকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনকে তিনি পরিস্ফুট করেন।

আনন্দকথা

বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিতেছেন, ‘‘আচ্ছা সে-কথা আপনাকে একলা-একলা একদিন বলব।’’ (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তাঁকে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার করে জানা জানা যায় না।

এই বলিয়া ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া গান ধরিলেন ঃ

(ঈশ্বর অগম্য ও অপার)
কে জান কালী কেমন?
ষড় দর্শনে না পায় দরশন।।
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
কালী পদ্মবনে হংস-সনে, হংসীরূপে করে রমণ।।
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।।
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জানো কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন।।
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু-তরণ।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন।।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে বেহুঁশ করে ধর্ষণ-সহ ব্ল্যাকমেইল করার অভিযোগ

পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন, পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ নির্যাতিতার পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আরজি কর কাণ্ড নিয়ে যখন তোলপাড় গোটা রাজ্য। তারই মধ্যে এবার শরবতে মাদক মিশিয়ে বেহুঁশ করে একাদশ শ্রেণির এক নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, অচৈতন্য ওই ছাত্রীর নগ্ন ছবি মোবাইলে ভিডিও করে রীতিমতো ব্ল্যাকমেইল করার অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশী ওই যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনার অন্তত একমাস কেটে গেলেও এখনো গৌরব মণ্ডল নামে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করছে না পুলিশ বলে নির্যাতিতা পরিবারের অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে সোমবার নির্যাতিতা ওই ছাত্রী ও তাঁর পরিবারের লোকেরা মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদবের সঙ্গে দেখা করে আবারো অভিযুক্ত যুবক ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে লিখিত নালিশ জানিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার কোতুয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, পুলিশের কাছ থেকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য রীতিমতো অভিযুক্তের পরিবার প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। আর এই ঘটনাকে ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।

নির্যাতিতা ওই একাদশ শ্রেণির নাবালিকা ছাত্রীর অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিবেশী যুবক গৌরব মণ্ডল শরবতে মাদক মিশিয়ে অচৈতন্য করে শারীরিক সম্পর্ক করে এবং সমস্ত ঘটনা ভিডিও করে রাখে। এরপর ওই ভিডিও দেখিয়ে তাকে বারবার ব্ল্যাকমেইল করত। প্রতিবাদ করলে তাকে মারধরও করা হয়। এরপর সমস্ত ঘটনা সে তার পরিবারকে জানায়। এই ঘটনার পর ইংরেজবাজার থানায় অভিযুক্তের পরিবারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। বাধ্য হয়ে এদিন পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছেন মালদা জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি। জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, পুলিশ অবশ্যই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

জঙ্গলে মহিলার নগ্ন দেহ উদ্ধারের ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আরজি কর কাণ্ডে যখন গোটা দেশ তোলপাড় সেই আবহে বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে বধূর অর্ধনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে এবার শুরু হল রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির দাবি, ওই মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ। বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূলের দাবি পুলিশ ঘটনার যথাযথ তদন্ত করছে। এদিকে ওই ঘটনাকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক এড়াতে মহিলার দেহের ময়নাতদন্ত বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে না করিয়ে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে করায় পুলিশ। ময়নাতদন্তের ভিডিওগ্রাফি করা হয়। ময়না তদন্তকারী চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান খুন নয়, জঙ্গলে থাকা সাপের কামড়েই মৃত্যু হয়েছে ওই মহিলার।

জঙ্গলে কাঠ কুড়াতে গিয়ে গত শনিবার থেকে নিখোঁজ হয়ে যান বিষ্ণুপুর থানা এলাকার বছর ৪৫ এর এক গৃহবধূ। রবিবার গ্রাম লাগোয়া গভীর জঙ্গলে বধূর অর্ধনগ্ন দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে প্রথমে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সাধারণত বিষ্ণুপুর মহকুমা এলাকায় কোনও ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালেই ময়নাতদন্ত করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তা করা হলে বিতর্ক তৈরি হতে পারে সেই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে দেহটি নিয়ে যাওয়া হয় উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের মর্গে। রবিবার সন্ধ্যায় সেখানে ভিডিওগ্রাফি সহযোগে দেহের ময়নাতদন্তের পর বধূর দেহ তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে। সূত্রের খবর ময়না তদন্তে চিকিৎসকরা ওই মহিলার মৃত্যুর কারণ হিসাবে প্রাথমিকভাবে বিষধর সাপের কামড়কেই দায়ী করেছেন। যদিও ওই বধূকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে বলে এখনো মনে করছে মৃতার পরিবার।

এদিকে এই ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। ময়নাতদন্তের সময় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের মর্গে হাজির ছিলেন বিজেপি নেতৃত্ব। সন্ধ্যায় মৃতার বাড়িতে যান ওন্দার বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা ও সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী। সেখানে গিয়ে তাঁদের দাবি ওই বধূকে সাপে কামড় দিলে তিনি অন্তত বাড়িতে ফিরে আসার সময় পেতেন। তাঁদের প্রশ্ন সাপের কামড়ে মৃত্যু হলে দেহটি অর্ধনগ্ন অবস্থায় পড়ে ছিল কেন? বিজেপির দাবি, ওই মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এখন আসল ঘটনা ধামাচাপা দিতেই সাপের কামড়ের তত্ত্ব আনার চেষ্টা হচ্ছে। অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূলের দাবি পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

সিঙ্গুরে গোডাউনে ডাকাতি, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: দিল্লি রোডের ধারে অনলাইন বাণিজ্যিক সংস্থার গোডাউনে ডাকাতদল। ধরা পড়ে যায় হাতেনাতে। সিঙ্গুরের ন'পাড়ায় দিল্লি রোডের ধারে একটি অনলাইন বাণিজ্যিক সংস্থার গোডাউনে ডাকাতি করতে এসে ধরা পড়ে যায় একজন। হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন জানান, ধৃতের বাড়ি বিহার। একজন ধরা পড়লেও বাকিদের খোঁজ চলছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাত সাড়ে চারটা নাগাদ জনা পাঁচেকের একটি ডাকাতদল অস্ত্র নিয়ে দিল্লি রোডের ধারে ওই গোডাউনে হানা দেয়। সে সময় কয়েকজন কর্মীও ছিলেন সেখানে। তাঁদের সামনে অস্ত্র ধরে ডাকাতদল। বিপদের মুখেও চোয়াল শক্ত করে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। বুদ্ধি করে একজনই গোডাউনে থাকা বিপদঘণ্টা বাজিয়ে দেন। সাইরেন শুনে ন'পাড়া এলাকার লোকজন ছুটে আসেন। খবর পেয়ে আসে পুলিশও। ততক্ষণে বাকিরা পালিয়ে গেলেও একজনকে ধরে ফেলে পুলিশ। সিঙ্গুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। অভিযুক্তের কাছ থেকে একটি দেশি পিস্তল উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, অভিযুক্তরা চারচাকা করে এসেছিল।

আরজি কর নিয়ে অগ্নিমিত্রার অবরোধ ও বিক্ষোভ

বিজেপি বিধায়কের তাড়া খেয়ে ঘটনাস্থল ছাড়লেন ওসি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে অগ্নিমিত্রা পলের নেতৃত্বে বিজেপি যুব মোর্চার বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ। পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে অগ্নিমিত্রা পল বচসায় জড়িয়ে পড়েন। অগ্নিমিত্রার তাড়া খেয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার ওসি কৌশিক কুণ্ডু এক প্রকার বিক্ষোভস্থল ছাড়তে বাধ্য হন। সোমবার আসানসোলের কর্পোরেশন মোড়ে জিটি রোডের ওপর এই অবরোধ কর্মসূচি চলে। টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করা হয়। ঘটনাস্থলে আগে থেকেই আসানসোল দক্ষিণ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী আগে থেকেই মোতায়েন করা ছিল। অবরোধ ওঠার পরেও পর পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। এই সময় ওসির কোনঙ এক মন্তব্যে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যান অগ্নিমিত্রা। এরপরেই আসানসোল দক্ষিণ থানার আইসি কৌশিক কুণ্ডুকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মীরা। এমনকী ওসির পিছু ধাওয়া করতে থাকেন অগ্নিমিত্রা। শেষ পর্যন্ত পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিমিত্রা

পল মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন মঙ্গলবার নবান্ন অভিযান রয়েছে। নবান্নর ছাদে হেলিকপ্টার রেডি রাখবেন যেন নবান্ন দখলের পর আপনি আকাশ পথে পালিয়ে যেতে পারেন। এদিন তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন বহিরাগত তৃণমূলের গুন্ডারা নবান্ন অভিযানে ঢুকে বিশৃঙ্খলা পাকাতে পারে। তাই তিনি সবাইকে সতর্ক থাকতে বলেন।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে বীরভূম জেলা স্কুল প্রাক্তনীরা সোমবার সন্ধ্যায় একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। সিউড়ি শহর পরিক্রমা করে মিছিল বীরভূম জেলা স্কুলে গেটের সামনে এসে শেষ হয়। অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি জানিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদে সামিল হন সকলে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দুর্গাপুজোর নির্ঘণ্ট প্রকাশ করল কামারপুকুর মঠ ও মিশন

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দুর্গাপুজোর নির্ঘণ্ট প্রকাশ করল। একেবারে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকানুযায়ী বঙ্গাব্দ ১৪৩১ অনুযায়ী এই নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হয়। মঠ সূত্রে জানা গিয়েছে, সপ্তমী দিন ২৪ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর), শ্রীশ্রীদেবীর সপ্তমীবিহিত পূজারম্ভ, প্রাতঃ ৫-৪০ মিঃ। মহাষ্টমীর দিন ২৫ আশ্বিন, (১১ অক্টোবর), শুক্রবার শ্রীশ্রীদেবীর মহাষ্টমীবিহিত পূজারম্ভ প্রাতঃ ৫-৪০ মিঃ। কুমারীপূজা, পূর্বাহ্ণ ৯-৩০ মিঃ। সন্ধিপূজা -সকাল ১১- ৪৩ মিঃ-১২-৩১মিঃ। মহানবমী দিন ২৬ আশ্বিন (১২ অক্টোবর), শনিবার শ্রীশ্রীদেবীর মহানবমীবিহিত পূজারম্ভ, প্রাতঃ ৫-৪০ মিঃ। হোম দেবীর ভোগারতির পর। সন্ধ্যারতি প্রত্যহ শ্রী শ্রী ঠাকুরের আরতির পর বলে জানা যায়। মঠ সূত্রে জানা গেছে, প্রত্যেকদিন সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে প্রসাদ বিতরণ হবে। এই বিষয়ে কামারপুকুর মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী লোকোত্তরানন্দজী জানান, মঠের পক্ষ থেকে মা দুর্গাপুজোর নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হয়েছে সেই অনুযায়ী মঠের ভিতরে পুজোপাঠ হবে। পুণ্যার্থীরা সময় মতো উপস্থিত হলে মায়ের পুজোপাঠ শ্রবণ ও দর্শন করতে পারবেন। অপরদিকে কামারপুকুর মঠে আগত একজন পুণ্যার্থী বলেন, প্রতিবছরই অষ্টমীর দিন কামারপুকুর মঠ ও মিশনে আসি। এই বছরও আসব।

বেলদায় পথ দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: বেলদায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একটি চারচাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরপর দুটি বাইকে ধাক্কা মারলে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে তিনজনের মৃত্যু হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় এক যুবককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে বেলদা থানার সুশিন্দা ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে খড়গপুর থেকে দাঁতন অভিমুখী একটি চারচাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে সামনে থাকা দুটি মোটরবাইকে। ঘটনায় দুটি বাইক থেকে ছিটকে পড়ে চারজন। দুমড়ে মুচড়ে যায় দুটি মোটরবাইক। স্থানীয় বাসিন্দারা রক্তাক্ত অবস্থায় ৪ জনকে বেলদা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্মরত চিকিৎসকরা তিনজনকে মৃত ঘোষণা করে। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, শ্রী অমিত কুমার সরকার, শ্রী অসিত কুমার সরকার এবং শ্রী রাসবিহারী সরকারের অংশীদারিত্বে রেজিস্টার্ড অফিস - ১বি,, বরেন্দ্র কৃষ্ণ ভট্টাচার্য লেন (পূর্বতন ৫৫বি, মিডল রোড), থানা : এন্টালি, কলকাতা : ৭০০০১ ঠিকানায় " বি. কে. সরকার অ্যান্ড সন্স" নামে যে ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছিল ২৬.০৬.২০২৪ তারিখ থেকে বাতিল হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। ফলে কোনও ব্যক্তি এবং/বা ব্যক্তিবর্গ পরবর্তীতে উক্ত সংস্থার সঙ্গে কোনও লেনদেন করে তা নিজ ঝুঁকি ও আর্থিক দায়বদ্ধতায় সম্পাদন করবেন।

স্বা/-

তারিখ : ২৭.০৬.২০২৪ অসিত কুমার সরকার, অংশীদার,
স্থান : কলকাতা বি কে সরকার অ্যান্ড সন্স

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, আমার মক্কেল সংশ্লিষ্ট জমির পরিমাণ ৫ কাঠা, দাগ নং ৩৫৮, খতিয়ান নং ২০, মৌজা: রায়নগর, জেএল নং ৪৭, তৌজি নং ৩, থানা : রিজেন্ট পার্ক, প্রেমিসেস নং ৯২৩, দক্ষিণ রায়নগর, অ্যাসেসি নং ৩১১১২১৯০৯২৩০, কলকাতা : ৭০০০৯৬, ডিএসআর আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঠিকানাস্থিত সম্পত্তির জন্য টালিগঞ্জ -রোটারি ক্লাব, এইচ/১/৯, দুর্গাবাড়ি, ভিআইপি রোড, জোড়ামন্দির, বাগুইআটি, কলকাতা : ৭০০১৫৯ এর সঙ্গে উন্নয়ন চুক্তি এবং পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সম্পাদন করতে চলেছে।

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির জমি/বিক্রয় ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ব্যাঙ্ক ইত্যাদির কোনও আপত্তি/দাবি/ আইনি মামলা অমীমাংসিত/ স্বত্ব অধিকার এবং স্বার্থ থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১২ দিনের মধ্যে যথেষ্ট প্রামাণ্য নথি সহ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, অন্যতায় ব্যর্থ হলে সংবাদপত্রে প্রাশিত বিজ্ঞপ্তির তারিখে থেকে ১২ পরবর্তী কোনও দাবি, আপত্তি গ্রাহ্য হবে না এবং আমার মক্কেল যৌথ উদ্যোগ চুক্তি সম্পাদন সম্পন্ন করবেন।

দুলাল সরকার
শিয়ালদহ আদালত
বার চেম্বার, ৪র্থতল
মোবাইল নং : ৯৮৩০৩০২২১৭

"ফর্ম নং আইএনসি - ২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]

রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

মেট্রোপলিটান প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U70109WB1996PTC081510), ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস প্রযত্নে অনিল সিং ভারদিয়া, ৩য় তল, ৩৩এন, রাজা নব কিসেন স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০৫ সম্পর্কিত

.............দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ৪ জুলাই ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ ব্যাঙ্গালোর অধিক্ষেত্র অধীন "কর্ণাটক রাজ্যে" স্থানান্তর নির্ধারণ নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যে কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে কর্ণাটক রাজ্যে পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে
মেট্রোপলিটান প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড
রাকেশ কুমার কুন্দন
(ডিরেক্টর)
ডিন : ০৬৯৩৬৭৯১

তারিখ : ২৭.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সিলভার আর্টস ম্যানুফ্যাকচারিং প্রা লি
(CIN : U27205WB1981PTC033672)
এন-২১৬, ৩য় তল, আইডিয়াল প্লাজা ১১/১, শরৎ বোস রোড, কলকাতা : ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেল : bkgarodia@hotmail.com, ফোন : ০৩৩-২২৮০৫৬১১

আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভা বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা শেয়ারহোল্ডারগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ভিডিও কনফারেন্স/অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস (ভিসি/ওএভিএম) মাধ্যমে সোমবার ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে সকাল ১০ টায় (আইএসটি) ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের জারি করা সাধারণ সার্কুলারসমূহ এবং অন্যান্য সার্কুলারসমূহ অনুযায়ী সভা আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে।
২. উক্ত সার্কুলাসমূহ অনুযায়ী যে সকল সদস্যগণের নাম কোম্পানি/ডিপোজিটরিজ/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের নিকট নথিভুক্ত তাদেরকেই বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানো হবে।
৩. কোনও সদস্য নথিতথ্যের আকারে শেয়ার অধিকার করলে কোম্পানির নিকট ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত/হালনাগাদ না করে থাকলে কোম্পানিকে bkgarodia@hotmail.com ইমেল পাঠিয়ে এবং একটি কপি নিজ/প্রথম অধিকারীর নাম স্বাক্ষর করে, ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে/পিছনে), প্যান (স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ডের কপি), আদার (স্বপ্রত্যয়িত আধারকার্ডের স্ক্যান কপি), সহ নথিভুক্তির জন্য পাঠাতে হবে। সদস্যগণ শ্রী বালকৃষ্ণ গারোড়িয়া (ডিরেক্টর) এর সঙ্গে কোম্পানির নিকট ইমেল ঠিকানা হালনাগাদ/নথিভুক্তির সহায়তার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। কোম্পানির নিকট আপনার ইমেল আইডি হালনাগাদ করানোর ফলে কোম্পানি আপনাকে এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন এবং উক্ত প্রস্তাবনাগুলি সহ অংশগ্রহণের বিষয় জানাতে পারবে।
৪. শেয়ারহোল্ডারগণ এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে হাত তুলে তাদের মতামত জনাতে পারবেন। কিভাবে সভায় যোগদান করবেন এবং আপনার মতামত জানানোর পদ্ধতি এজিএম নোটিশে উল্লেখ থাকবে।
৫. এজিএম নোটিশ যথা সময়ে শেয়ারহোল্ডারগণের নথিভুক্ত ইমেল ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য আইন মোতাবেক প্রেরিত হবে।

সিলভার আর্টস ম্যানুফ্যাকচারিং প্রা লি এর পক্ষে
বালকৃষ্ণ গারোড়িয়া
ডিরেক্টর
ডিন : ০১০৭২২৪৬

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৬ আগস্ট ২০২৪

গোল্ড সিলভার আর্টস প্রা লি
(CIN : U36911WB1945PTC012558)
১৩, যদুলাল মল্লিক রোড, কলকাতা - ৭০০০০৬, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেল : bkgarodia@hotmail.com
ফোন : ০৩৩-২২৮০৫৬১১

কোম্পানির আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভা বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা শেয়ারহোল্ডারগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ভিডিও কনফারেন্স/অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস (ভিসি/ওএভিএম) মাধ্যমে সোমবার ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে সকাল ১০ টায় (আইএসটি) ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের জারি করা সাধারণ সার্কুলারসমূহ এবং অন্যান্য সার্কুলারসমূহ অনুযায়ী সভা আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে।
২. উক্ত সার্কুলাসমূহ অনুযায়ী যে সকল সদস্যগণের নাম কোম্পানি/ডিপোজিটরিজ/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের নিকট নথিভুক্ত তাদেরকেই বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানো হবে।
৩. কোনও সদস্য নথিতথ্যের আকারে শেয়ার অধিকার করলে কোম্পানির নিকট ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত/হালনাগাদ না করে থাকলে কোম্পানিকে bkgarodia@hotmail.com ইমেল পাঠিয়ে এবং একটি কপি নিজ/প্রথম অধিকারীর নাম স্বাক্ষর করে, ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে/পিছনে), প্যান (স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ডের কপি), আদার (স্বপ্রত্যয়িত আধারকার্ডের স্ক্যান কপি), সহ নথিভুক্তির জন্য পাঠাতে হবে। সদস্যগণ শ্রী বালকৃষ্ণ গারোড়িয়া (ডিরেক্টর) এর সঙ্গে কোম্পানির নিকট ইমেল ঠিকানা হালনাগাদ/নথিভুক্তির সহায়তার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। কোম্পানির নিকট আপনার ইমেল আইডি হালনাগাদ করানোর ফলে কোম্পানি আপনাকে এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন এবং উক্ত প্রস্তাবনাগুলি সহ অংশগ্রহণের বিষয় জানাতে পারবে।
৪. শেয়ারহোল্ডারগণ এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে হাত তুলে তাদের মতামত জনাতে পারবেন। কিভাবে সভায় যোগদান করবেন এবং আপনার মতামত জানানোর পদ্ধতি এজিএম নোটিশে উল্লেখ থাকবে।
৫. এজিএম নোটিশ যথা সময়ে শেয়ারহোল্ডারগণের নথিভুক্ত ইমেল ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য আইন মোতাবেক প্রেরিত হবে।

গোল্ড সিলভার আর্টস প্রা লি এর পক্ষে
বালকৃষ্ণ গারোড়িয়া
ডিরেক্টর
ডিন : ০১০৭২২৪৬

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৬ আগস্ট ২০২৪

ফর্ম জি
সুমতিচাঁদ গৌটি জুয়েলার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
হস্তশিল্পী দ্বারা নির্মিত অলঙ্কার নির্মাণ এবং রপ্তানি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসা পরিচালনকারী ব্যবসায় নিযুক্ত
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	সুমতিচাঁদ গৌটি জুয়েলার্স প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AAICS7007A CIN : U36910MH2005PTC150835
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৮০/৮২, ধনজি স্ট্রিট জাভেরি বাজার মুম্বই - ৪০০০০৩
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	মডিউল ২-এনই স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন ফ্যাক্টরি, মণিকাঞ্চন এসইজেড, দি জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি পার্ক, প্লট নং ১, ব্লক সিএন, সেক্টর - ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রযোজ্য নয়
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	২
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল উপলব্ধ :	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : cirp.sgjpl@gmail.com rj@rirp.co.in
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত :	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : cirp.sgjpl@gmail.com rj@rirp.co.in
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	৫ অক্টোবর ২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১০ অক্টোবর ২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৯ অক্টোবর ২০২৪
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	২৪ অক্টোবর ২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৩ নভেম্বর ২০২৪
১৬.	আগ্রহ প্রকাশক ডাক জমা দেওয়ার জন্য ইমেল আইডি	cirp.sgjpl@gmail.com rj@rirp.co.in

স্বা/-
রাজকুমার জয়সওয়াল
রেনেসিনস ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রফেশনালস প্রাইভেট লিমিটেড-এর অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
সুমতিচাঁদ গৌটি জুয়েলার্স প্রাইভেট লিমিটেড-প্রস্তাব পেশাদার
চালু সিআইআরপি উল্লেখ্য মহামান্য এনসিএলটি, মুম্বই বেঞ্চ নির্দেশ তারিখ ২১ জুন ২০২৪
যোগাযোগের ঠিকানা - ১০১, কনকিয়া অত্রিয়াম ২ ক্রস রোড এ, চাকালা এমআইডিসি, অন্ধেরি পূর্ব, মুম্বই - ৪০০০৯৩
আইবিবিআই রেজি নং - IBBI/IPE-0093/IPA-1/2022-23/50034
চুক্তির অনুমোদন বৈধ ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত

তারিখ : ২৭ আগস্ট ২০২৪
স্থান : মুম্বই

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা - ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৮.০৯.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত (ক্রম নং ১, ২, এবং ৩)
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৪.১০.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত (ক্রম নং ৪ এবং ৫)
প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৮.০৯.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৬,০৯,৮৭৩.৯০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ নয় হাজার আটশ তিয়াত্তর টাকা এবং নব্বই পয়সা) ০১.০৮.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা : **শ্রী মহেন্দ্র প্রতাপ চৌহান** পিতা রাজদেব চৌহান, ৮সি, মহেন্দ্র চ্যাটার্জি লেন, শিবতলা মঠ, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **এবং** প্রেমিসেস নং ৩/১, ৩য় তল, ফ্ল্যাট - ২এ, হিঙ্গন জমাদার লেন, পো-গোবিন্দ খটিক রোড, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **এবং** ৮৯এ, এ জে সি বোস রোড, এন্টালি মার্কেট, কলকাতা - ৭০০০১৪ কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **২৫,৬১,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **২,৫৬,১০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট তিনতলায়, উত্তর পূর্ব দিকে জি-৪ তলা বহুতল ভবন ফ্ল্যাট নং ২এ, পরিমাণ কমবেশি ৬৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ১ বেড রুম, ১ ড্রইং স্পেস, ১ কিচেন,টয়লেট এবং ১ বারান্দা,উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত বাস্তু জমি ৭ কাঠা ৩১ বর্গফুট কমবেশি প্রেমিসেস নং ৩/১১, হিঙ্গন জমাদার লেন, পো : গোবিন্দ খটিক, থানা : তপসিয়া, কেএমসি ওয়ার্ড নং ০৫৯, বরো ৭ অধীন,কলকাতা পৌর সংস্থার অ্যাসেসি নং ১১-০৫৯-১২-০০৬৯-০, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ উক্ত ফ্ল্যাটের এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৬০৩-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৩৪৯৩৯ থেকে ১৩৪৯৭০, দলিল নং ১৬০৩০৪১১৯-২০১৯। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী মহেন্দ্র প্রতাপ চৌহান, পিতা রাজদেব চৌহান। **চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে ১০ ফুট চওড়া কেএমসি লেন, দক্ষিণ : প্রেমিসেস নং ২এ, হিঙ্গন জমাদার লেন,পূর্বে : হিঙ্গন জমাদার লেন, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ৩, হিঙ্গন জমাদার লেন।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১১.০৯.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৮.০৯.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৩,৪৪,৮৬০.৪৯ টাকা (তেইশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার আটশ ষাট টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) ২৬.০৫.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা : **শ্রী অরুণাভ দেওয়ান,** পিতা শ্রী শচীন্দ্রনাথ দেওয়ান, ১০এ/এইচ, ১, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, গড়িয়াহাট, কলকাতা - ৭০০০১৯ **এবং** মাগমা ফিনকর্প লি., মাগমা হাউস, ২৪ পার্ক স্ট্রিট, ৮ম তল, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬ **এবং** ফ্ল্যাট নং ১২, ৩য় তল, ব্লক - এ, অলোকানন্দা অ্যাপার্টমেন্ট, গড়িয়া, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৮৪ কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **২৭,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **২,৭০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১২, পরিমাণ আনুমানিক ৮৮৫ বর্গফুট কমবেশি বা সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩য়তলায়, ২ বেড রুম, ০১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ০১ টয়লেট, ০১ ব্যালকনি, ০১ ডব্লু সি পশ্চিম দিকে টাইলসের মেঝে সমন্বিত কমবেশি আরএস দাগ নং ১০৯২ এবং ১০৯৩,এলআর নং ১১২১ এবং ১১২২, অবস্থিত এলআর খতিয়ান নং ৪০১৫, ৪০১৬, ৪০১৭, ১২৮, ৩২৬৫, ১৯৮৮ এবং ২০০৩, মৌজা কন্দর্পপুর, বোয়ালিয়া, তৌজি নং ২৭৯, জেএল নং ৪৯, ওয়ার্ড নং ৬, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ১৪৩৯ (নস্করপাড়া বোয়ালিয়া), পো : গড়িয়া, থানা : সোনারপুর, কলকাতা : ৭০০০৮৪, এডিএসআরও গড়িয়া অধিক্ষেত্রে (পূর্বতন সোনারপুর), জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস আলিপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৬২৯-২০১৮,পৃষ্ঠা ১৬৯১০৮ থেকে ১৬৯২০০, দলিল নং ১৬২৯০৫৫২৪-২০১৮ সালের। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী অরুণাভ দেওয়ান, পিতা প্রয়াত সচীন্দ্রনাথ দেওয়ান। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ২২ ফুট পুরসভা সড়ক, (বোয়ালিয়া মেন রোড), দক্ষিণে : জমি আরএস দাগ নং ১১১২ এবং ১১১৪, পূর্বে জমি আরএস দাগ নং ১০৮৯,১০৯২ (অংশ) এবং ১০৯১, ১০৯০, পশ্চিমে : জমি আরএস দাগ নং ১০৯৪ এবং ১০৯৫ , ১০৯২ (অংশ), ১০৯৩ (অংশ)।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১১.০৯.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২

ক্রম নং ৩

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৮.০৯.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২০,৭৬,৭৯৪.৭৩ টাকা (কুড়ি লাখ ছিয়াত্তর হাজার সাতশ চুরানব্বই টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা) ৩০.০৯.২০১৯** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে সংশ্লিষ্ট পরিমাণের সহিত সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে : **শ্রী আবদুল শহিদ, পিতা হাজি আবদুর রহিম। ঠিকানা** - গ্রাম - কাঁঠালিয়া, দফাদারপাড়া, ছোটোজাগুলিয়া, বারাসত, পো - কদম্বগাছি, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন - ৭৪৩২৯৪ কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **১৭,২৪,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,৭২,৪০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকলঅংশ জমি এবং তদস্থিত দোতলা ভবন পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ০৯.৩৩ ডেসিমেল, মৌজা : কাঁঠালিয়া, জেএল নং ১৪১, পরগনা : আনোয়ারপুর,সাবেক তৌজি নং ১৪৬, হাল তৌজি নং ১২, এলআর খতিয়ান নং ১৮৫৪, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১২৪২,এডিএসআরও : কদম্বগাছি, থানা : বারাসত, বর্তমানে থানা : দত্তপুকুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ১৫১৯-২০১৫, পৃষ্ঠা ৬৫৬১ থেকে ৬৫৮০, পো : ছোটজাগুলিয়া, থানা : দত্তপুকুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,পিন : ৭৪৩২৯৪।
চৌহদ্দি : উত্তরে : লোকমান আলির সম্পত্তি , দক্ষিণে : আবদুল রব এর সম্পত্তি এবং ৮ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : আবদুল ওহিদের সম্পত্তি, পশ্চিমে : হাজি ময়না এর সম্পত্তি।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১১.০৯.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২

ক্রম নং ৪

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ০৪.১০.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩২,০৫,০৫৬.২৩ টাকা (বত্রিশ লাখ পাঁচ হাজার ছাপান্ন টাকা এবং তেইশ পয়সা) ২৪.০৭.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে সংশ্লিষ্ট পরিমাণের সহিত সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে : **শ্রীমতি সায়নি দাস চক্রবর্তী,** স্বামী শ্রী অরিন্দম দাস **এবং শ্রী অরিন্দম দাস,** পিতা শ্রী অশোক কুমার দাস **ঠিকানা** - যমুনা, ফ্ল্যাট নং ৫, মেঘনাদ সাহা আবাসন, ১/এ এফ, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০০৬৪ **এবং** মেন রোড, শ্যামবাজার, নতুনহাট, কান্দি, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১৩৭ **এবং** ফ্ল্যাট নং ৩০৫, দীপক অ্যাপার্টমেন্ট, বহরমপুর পুরসভার নিকট, ১১৭, আর এন টেগোর রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১০১ **এবং** ফ্ল্যাট নং ৫, ৬ষ্ঠ তল, ব্লক-বি, মেঘা গ্রিন রেসিডেন্সি, পো. এবং থানা - এয়ারপোর্ট, ১১২/৯৩০ কৈখালি দাস পাড়া মেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৫২ **এবং** ফ্ল্যাট নং ৩০৫, গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট, বহরমপুর পুরসভার নিকট, ১০২, আর এন টেগোর রোড, লালদিঘি, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১০১ কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **৪০,০৬,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৪,০০,৬০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৫, ৬ষ্ঠতলে,দক্ষিণ পূর্ব মুখী, ব্লক -বি, মেঘনা গ্রিন রেসিডেন্সি পরিমাণ কমবেশি ১৩৪৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , ২ বেড রুম, ১ লিভিং রুম তথা ডাইনিং, ১ খোলা কিচেন, ১ বাথ এবং প্রিভি, ১ ডব্লু সি এবং ২ বারান্দা, মৌজা : কৈখালি, জেএল নং ০৫, আরএস নং ১১৫, তৌজি নং ১০, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৯০,২৯১, ২৯২, ২৯৩ এবং ২৯৫, আরএস খতিয়ান নং ৪০২, এলআর খতিয়ান নং ১৭৯৮, ১৮০২, ২৩৫৭, ২৩৫৮, ২৩৫৯, ২৩৬০, ২৩৬১, ২৩৬৭, ২৪৫২, ২৪৫৩ এবং ২৪৫৯, ওয়ার্ড নং ১০-রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা, বর্তমানে ওয়ার্ড নং ৬,বিধান নগর পৌর সংস্থা, হোল্ডিং নং ১১২/৯৩০, সার্কেল দাস পাড়া, কৈখালি, থানা : এয়ারপোর্ট, কলকাতা : ৭০০০৫২ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি এবং সাধারণ ব্যবহারের জায়গার। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৫০৪-২০১৯, পৃষ্ঠা ৭৯৬২ থেকে ৮০১৩, দলিল নং ১৫০৪০০১৮৭-২০১৯ সালের। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম সায়নী দাস চক্রবর্তী এবং অরিন্দম দাস।**
চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : ১৮ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক এবং আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৮৯ এবং ভিক্টোরিয়া অ্যাপার্টমেন্ট, দক্ষিণে : জমি আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৯৯, ৩০০ এবং ২৮৯/৬৪৭ এবং ভবন, পূর্বে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : জমি আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৮৯, ২৮৯/৬৪৬ এবং ২৮৯/৬৪৭।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৭.০৯.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২

ক্রম নং ৫

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ০৪.১০.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩৭,৬১,৫২১.০০ (সাঁয়ত্রিশ লাখ একষট্টি হাজার পাঁচশ একুশ টাকা) ৩০.০১.২০২৪** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে সংশ্লিষ্ট পরিমাণের সহিত সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে : **শ্রী সাব্বির খান** পিতা শ্রী নাদির খান **ঠিকানা** - প্লট নং ১৩৩, ক্যানাল রোড, ধনহারা, মাঝিহারা, খুরদা, ওড়িশা - ৭৫২১০৩ **এবং** জ্যোতি মোটরস (বিবিআরএস) প্রা. লি. ৪৬২, গৌতম নগর, লিউইস রোড, খুরদা, ভুবনেশ্বর, ওড়িশা - ৭৫১০০২ **এবং** ৪৪৯/এ/২, জিটি রোড, নিউ কলকাতা প্রয়াগ, টাওয়ার-২, ফ্ল্যাট নং - ২৪এইচ, ফ্লোর-২৪, টাইপ-এইচ, মৌজা - মাহেশ, শ্রীরামপুর, হুগলি, কলকাতা - ৭১২২০২ **এবং** কোয়ার্টার নং ২বিবি৭/২, ওমফেড কলোনি, পুলনাখারা, কাছরামল, সদর, কটক, ওড়িশা-৭৫৪০০১ **শ্রীমতি ইভানা মুফতি** স্বামী সাব্বির খান **ঠিকানা** - ভাকতা মোর, বাজারপাড়া, উলুবেড়িয়া, হাওড়া, পিন - ৭১১৩১৬ **এবং** ৪৪৯/এ/২, জিটি রোড, নিউ কলকাতা প্রয়াগ, টাওয়ার - ২, ফ্ল্যাট নং ২৪এইচ, ফ্লোর - ২৪, টাইপ -এইচ, মৌজা - মাহেশ, শ্রীরামপুর, হুগলি, কলকাতা - ৭১২২০২ কাছ থেকে আদায়ের জন্য।
সংরক্ষিত মূল্য **৪০,৩০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৪,০৩,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট অ্যাপার্টমেন্ট নং ২৪এইচ, কার্পেট এরিয়া ৫৩৩ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া যা ৬৬৩ বর্গফুট (ব্যালকনি/বারান্দা সহ) এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৮৪ বর্গফুট এবং একতলায় ঢাকা এলকায় একটি কার পার্কিংয়ের জায়গা উক্ত হাউসিং কমপ্লেক্সে, এবং সকলের ব্যবহারের জায়গার সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ২৫ তম তলে, টাওয়ার নং ২, হাউসিং কমপ্লেক্স নিউ কলকাতা প্রয়াগ, আরকোভ। উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত জমির মোট পরিমাণ ৬.৮৫৪১ একর কমবেশি অবস্থিত এলআর দাগ নং ১৩৩৫৩, ১৩৩৫৪, ১৩২৩৮, ১৩২৩৯, ১৩৩৫১ এবং ১৩৩৫২, নথিভুক্ত এলআর খতিয়ান নং ১১৩৩১ (হ্যাপি নিকেতন প্রা লি এর নামে), মৌজা : মাহেশ, জেএল নং ১৫, থানা : শ্রীরামপুর, হোল্ডিং নং ৪৪৯/এ/২, জি টি রোড,ওয়ার্ড নং ১৯ এবং ২০ -শ্রীরামপুর পুরসভা, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২২০২, পশ্চিমবঙ্গ।
স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ০৬০৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ১০৩৫৮৮ থেকে ১০৩৬৩৪, দলিল নং ০৬০৫০৪০৮৯-২০২৩ সালের।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রীমতি ইভানা মুফতি স্বামী শ্রী সাব্বির খান এবং শ্রী সাব্বির খান পিতা শ্রী নাদির খান।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : বঙ্গ লক্ষ্মী কটন মিল রোড, দক্ষিণে : জগন্নাথ ঘাট লেন এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : শিবতলা লেন এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৭.০৯.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

তারিখ : ২৭.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

রতুয়ায় বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে সাংসদ মৌসম নুর

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে জানালেন ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ক্রমশ জটিল আকার নিচ্ছে মালদার মানিকচক এবং রতুয়া ১ ব্লকের বন্যা পরিস্থিতি। সোমবার রতুয়া ১ ব্লকের মহানন্দাটোলা এবং বিলাইমারি এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে গিয়ে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধেই তোপ দেখেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নুর। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণেই মালদার এই দুটি ব্লকে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিয়েছে। তবুও নির্বিকার কেন্দ্র সরকার। আমরা কেন্দ্র সরকারের দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

এদিন রতুয়া ১ ব্লকের মহানন্দাটোলা এবং বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্যা কবলিত বিস্তীর্ণ এলাকা পরিদর্শন করেন সাংসদ মৌসুম নুর। তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত এবং দলের কর্মকর্তারা উপস্থিত হয়েছিলেন। বানভাসি মানুষদের সঙ্গেও কথা বলেন সাংসদ মৌসুম নুর। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী পাওয়ার বিষয়েও খোঁজখবর নেন সাংসদ। বানভাসি মানুষদের যাতে দু'বেলা পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা করা হয়, সে ব্যাপারে ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন সাংসদ। তৃণমূলে রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নুর বলেন, রতুয়া ১ ব্লকের ওই দুটি গ্রামের এক পাশে গঙ্গা অপরদিকে বইছে ফুলাহার নদী। দুটি নদীর এখন দূরত্ব প্রায় ৩০০ মিটার। নদীর জল যেভাবে বাড়ছে তাতে এই দুটি নদী মিশে গেলে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। মালদার গঙ্গা ভাঙন পরিস্থিতি নিয়ে বহুবার আমরা ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছি। কিন্তু ওরা কোনওভাবেই ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করতে চাইছে না। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নির্দেশেই অস্থায়ীভাবে বিলাইমারি এবং মহানন্দাটোলা এলাকায় কাজ করতে সেচ দপ্তর । কিন্তু গঙ্গার ভাঙন রুখতে স্থায়ী সমাধানের প্রয়োজন। তার জন্য কোনও রকম অর্থ বরাদ্দ করছে না কেন্দ্র সরকার। অন্যদিকে এদিন মানিকচক ব্লকের ভূতনির বন্যা পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতির দিকে এগোচ্ছে। সোমবার দুপুর পর্যন্ত গঙ্গা নদীর জলস্তর আবারও বেড়েছে প্রায় ছয় সেন্টিমিটার। যা হয়েছে ২৫.২০ মিটার। জারি রয়েছে হলুদ সতর্কতা। এই পরিস্থিতিতে বন্যার জলে জলমগ্ন এলাকা থেকে এলাকাবাসীদের উদ্ধার করে সুরক্ষিত জায়গায় স্থানান্তর করতে তৎপর জেলা প্রশাসন। এদিন সকালে মানিকচকে যান জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। এছাড়াও তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক, এসডিও সহ সমস্ত আধিকারিকরা। এদিন মানিকচক ব্লকের মথুরাপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ফাঁকা ময়দান ঘুরে দেখেন জেলাশাসক। সেখানে যাতে বানভাসিদের দ্রুত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয় সেই নির্দেশও দিয়েছেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া।

তৃণমূল পরিচালিত মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিঙ্কি মণ্ডল জানিয়েছেন, জেলাশাসক সহ প্রশাসনের কর্তারা এদিন ভূতনির বন্যা পরিস্থিতি তদারকি করেছেন।

পুরশুড়ার শ্রীরামপুর পঞ্চায়েত এলাকায় আতঙ্ক বাড়ছে মুণ্ডেশ্বরী নদীর ভাঙনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মুণ্ডেশ্বরী নদীর ভাঙনে আতঙ্ক বাড়ছে আরামবাগের পুরশুড়ার শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের কাঁদিপুর গ্রামে। নদীর বাঁধে বিশাল এলাকা জুড়ে ধস নামায় কয়েকশো বিঘা জমি প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা যায়। ইতিমধ্যেই নিজের বাড়ি ছেড়ে প্রতিবেশীদের বাড়িতে আশ্রয় নিচ্ছেন নদীর তীরবর্তী বাড়িগুলোর বাসিন্দারা। ধসে ক্ষতিগ্রস্ত নদীবাঁধ যে কোনও সময় নদীগর্ভে তলিয়ে যেতে পারে। গত কয়েকমাস ধরে পাড় বাঁধানোর লাগাতার দাবি তুলছেন গ্রামবাসীরা। মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বালি ও মাটি ফেলে প্রাথমিকভাবে পাড় বাঁধানোর কাজ শুরু হবে। বর্ষার পর শুরু হবে বোল্ডার দিয়ে পাড় বাঁধানোর কাজ। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, বালি ও মাটি নয় পাড় বাঁধাতে হবে বোল্ডার দিয়ে। না হলে ধস থামানো যাবে না। বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে ওই জায়গার নদীবাঁধ। ধস নামছে প্রতিদিন। বর্ষার সময় মুণ্ডেশ্বরী নদীর জলের স্রোতে ধস আরও বাড়তে পারে। তার জেরে নদীগর্ভে তলিয়ে যেতে পারে বহু বাড়ি ও জমি। আশ্রয়হীন হতে পারে গ্রামের কয়েক হাজার বাসিন্দা। তবে প্রশাসনের বোল্ডার দিয়ে পাড় বাঁধানোর বদলে বালি ও মাটি দিয়ে পাড় বাঁধানোর কাজ নিয়ে গ্রামবাসীরা ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছেন। অভিযোগ, গত কয়েকমাস ধরে প্রশাসনের সর্বস্তরে তাঁরা পাড় বাঁধানোর আর্জি জানাচ্ছিলেন। বর্ষা যখন ঘরের দোরগোড়ায় তখন প্রশাসনের পক্ষ থেকে তেমন কোনও কাজ করা হয়নি। ধসে যাওয়া অংশে বালি ও মাটি ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যা দিয়ে এই ধস থামানো যাবে না। উল্টে জলের স্রোত বালি ও মাটিকে ধুয়ে নিয়ে যাবে বলে জানাচ্ছেন তৃণমূল নেতা জয়দেব জানা। তাই তিনি দাবি করেন অবিলম্বে মজবুত করে বোল্ডার দিয়ে নদীবাঁধ সংস্কার করতে হবে। অপরদিকে শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আজিম মল্লিক বলেন, আমরা ইতিমধ্যেই শেষ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছি। বিডিও এবং এসডিওকেও জানানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের টাকায় নদী বাঁধের কাজ হবে। সবমিলিয়ে এখন দেখার এলাকার কৃষিজীবী মানুষের স্বার্থে প্রশাসন নদীবাঁধের ধস সংস্কারে কি ব্যবস্থা নেয়।

মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টা, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ব্যস্ততম রাস্তা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ছিনতাইয়ের নেওয়ার চেষ্টা। রবিবার রাত সোয়া দশটা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার এসবি গড়াই রোড সংলগ্ন সুমথপল্লি এলাকায়। দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় নামে ওই ব্যবসায়ী রুখে দাঁড়ানোয়, তার কাছ থেকে ছিনতাইকারী কিছু নিতে পারেনি। ছিনতাইকারীর কলারও চেপে ধরে নিয়ে চিৎকার শুরু করেন।

মোটরবাইকে থাকা ওই ব্যবসায়ী পড়ে যান রাস্তায়। তাতেও তিনি কলার ছাড়েননি। সেই সময় তার সঙ্গে ছিনতাইকারীর ধস্তাধস্তি বেঁধে যায়। আশপাশের লোকেরা বাড়ির ভেতরে বাইরে আসার আগেই ওই ছিনতাইকারী কোনওমতে হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যায়। এক যুবক তার পেছনে ধাওয়াও করেছিলেন। কিন্তু কিছু দূরে ছিনতাইকারীর জন্য অপেক্ষারত এক সঙ্গীর মোটরবাইকে চেপে চম্পদ দেয় ওই দুষ্কৃতী।

খবর পেয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ এলাকায় আসে। ঘটনাস্থলের পাশে এক বাড়িতে লাগানো থাকা সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ এর আগে এই এলাকায় গত একমাসে একাধিক ছিনতাইকারের ঘটনা ঘটেছে। যে কারণে এলাকায় পুলিশের টহল বেড়েছে। কিন্তু তারপরেও অপরাধীদের মনোবল কমার কোনও লক্ষ্মণ দেখা যাচ্ছে না। বরং তারা প্রকাশ্যে পুলিশকে চ্যালেঞ্জ করছে।

ব্যবসায়ী দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের বার্ণপুরের সুভাষপল্লিতে দোকান আছে। তিনি জানান, রবিবার রাতে বাইকে করে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন। এমন সময় বাড়ির গলিতে ঢোকার মুখে কালো পোশাক পরা এক যুবক তাকে থামায়। পিস্তল দেখিয়ে যা আছে তা দিতে বলে। তিনি প্রতিবাদ করায় ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। তখন ওই যুবকের কলার চেপে ধরায় বাইকটি পড়ে যায়। তিনি চিৎকার করতে থাকেন। আশেপাশের লোকজন চলে আসার আগেই সে পালিয়ে যায়।

উল্লেখ্য সপ্তাহখানেক আগে ঘটনাস্থলের পার্শ্ববর্তী হটন রোডের অচলা বালা লেনে একই দিনে ওই এলাকার কাউন্সিলর শিখা ঘটকের আইনজীবী স্বামীকে ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে আটকায় দুষ্কৃতীরা, কিন্তু তার কাছে কিছু না পেয়ে মারধর করে। একই দিনে ওই এলাকায় এক ওষুধ ব্যবসায়ী স্ত্রীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে তার হাতে থাকা টাকার ব্যাগ নিয়ে পালায় দুষ্কৃতী।

মহাসমারহে পালিত মায়াপুর ইসকনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: অধিবাসের মধ্যে দিয়ে ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুরে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব। সকাল থেকেই সাজো সাজো রব মায়াপুর ইসকন মন্দিরে। অসংখ্য দেশি-বিদেশি ভক্তদের আগমনে মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে ইসকন মায়াপুর। সোমবার ভোট সাড়ে চারটা থেকে মঙ্গলারতির মাধ্যমে শুরু হয়েছে জন্মাষ্টমী উৎসব। হরিনাম সংকীর্তন সহ বিশ্বশান্তি যজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ, দামোদর অষ্টকম পাঠ ছাড়া ও নানা রকম অনুষ্ঠান। রাতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সন্ধিক্ষণে হবে মহাভিষেক অনুষ্ঠান। ইসকনের সমস্ত ভক্তরা উপবাস থেকে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে সারাদিন কৃষ্ণভজনায় মেতে থাকবেন। মায়াপুর ইসকনের জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার ভক্তের সমাগম ঘটেছে মায়াপুর ইসকনে। এ বিষয়ে মায়াপুর ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, অনন্য ধর্মীয় উৎসবের মতো শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী আমাদের একটি মুখ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান। রবিবার সন্ধ্যায় অধিবাসের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে জন্মাষ্টমী উৎসবের শুভ সূচনা। সোমবার দিনভর মঙ্গলারতি দর্শনারতী থেকে শুরু করে ভাগবত পাঠ হরিনাম সংকীর্তন যজ্ঞানুষ্ঠান ছাড়াও রাতে বিগ্রহের মহাভিষেক সম্পন্ন হবে। ইসকন ভক্তরা সমগ্র দিন উপবাস থেকে কৃষ্ণভজন করে থাকে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ধর্মের মানুষের আগমনে মায়াপুর ইসকন যেন মিনি ওয়ার্ল্ডে পরিণত হয়েছে।

মানুষের ঢল সামলাতে কড়া নিরাপত্তা চাকলা ও কচুয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: বাবা লোকনাথের ২৯৪ তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে লাখো লাখো পুণ্যার্থীর ঢল নামল বসিরহাটের কচুয়া ও বারাসাতের চাকলা ধামে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মন্দির চত্বরে মোতায়েন করা হয়েছে প্রচুর পুরুষ ও মহিলা পুলিশ কর্মী। সেই সঙ্গে রয়েছে সাদা পোশাকের পুরুষ ও মহিলা পুলিশ কর্মী। ফায়ার ব্রিগেড, অস্থায়ী মেডিক্যাল ক্যাম্প, অ্যাম্বুল্যান্স, ডাক্তার সহ সব রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রাস্তায় মোড়ে মোড়ে পুলিশ কর্মী মোতায়ন করা হয়েছে। এরই মধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রবিবার দুই মন্দিরের নিরাপত্তা ও পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে একটি প্রতিনিধি দল সেখানে গিয়ে সরেজমিনে দেখে আসেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন জেলার সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মণ্ডল, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ সহ অন্যান্যরা। নারায়ণ গোস্বামী নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল চাকলা ও কচুয়া ধাম পরিদর্শন করেন। সভাধিপতি বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদা বলেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। এখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে লক্ষাধিক মানুষের আগমন প্রমাণ করে বাংলার মাটি সম্প্রীতির ঘাঁটি। এখানে বৈষম্যের কোনও স্থান নেই। বারাসাত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার স্পর্শা লিনাঙ্গী জানান, এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। বহু ভক্ত মন্দিরে পুজো দিতে আসছেন। রাস্তায় অশালীন আচরণ করার জন্য কয়েকজনকে আটক করা হলেও পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশের নজরদারিতে সবই স্বাভাবিক আছে।

আরজি কর কাণ্ড : ছুটির দিনে অধিকাংশ স্কুলের পড়ুয়া ও শিক্ষকরা নামলেন প্রতিবাদে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আরজি কর কাণ্ডে স্কুল পড়ুয়া ও শিক্ষকদের প্রতিবাদ ঠেকাতে একের পর এক ফতোয়া জারি করেছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। সেই ফতোয়ার পরেও থামানো যায়নি পড়ুয়া ও শিক্ষকদের প্রতিবাদ। স্কুলের নির্দিষ্ট সময় বাদ দিয়ে এবার প্রতিবাদ জানাতে ছুটির দিনকে বেছে নিল বাঁকুড়ার পড়ুয়া ও শিক্ষকরা। রবিবার সন্ধ্যার মুখে শহরের প্রায় সব স্কুলের পড়ুয়া ও শিক্ষকদের একটা বড় অংশ সম্মিলিতভাবে নামলেন প্রতিবাদী মিছিলে। সমবেত ভাবে স্লোগান তুললেন আরজি কর কাণ্ডের বিচার চাই।

আরজি করের আন্দোলন থেকে পড়ুয়া ও শিক্ষকদের বিরত করতে সারা রাজ্যেই একের পর এক নির্দেশিকা দিয়েছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। বাঁকুড়া জেলাতেও পৃথক নির্দেশিকা জারি করে স্কুলগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের আগে স্কুল ছুটি দেওয়া যাবে না। সেই নির্দেশিকাতেও দমছেন না স্কুল পড়ুয়া ও শিক্ষক শিক্ষিকারা। রবিবার বাঁকুড়ার মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল ময়দান থেকে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেয় শহরের অধিকাংশ স্কুলের পড়ুয়ারা। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে শহরের অধিকাংশ স্কুল থেকে শয়ে শয়ে পড়ুয়া যোগ দেয় মিছিলে। মিছিলে ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মিছিলে অংশ নেন বিভিন্ন স্কুলের বেশ কিছু শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবক। শুধু আরজি কর কাণ্ডের বিচার নয়, নিজের শহরে নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার স্লোগান তুলে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে পড়ুয়াদের বিশাল মিছিল।

লাশ রাজনীতির অভিযোগে দুই বিজেপি নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: লাশ না পরলে হবে না, একটা দুটো লাশ পরলে তবেই রাজনীতি হবে। ভাইরাল ভিডিওতে ঘাটালের তুই বিজেপি নেতাকে এরকম কথোপকথন করতে দেখা গেছে বলে অভিযোগ। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করা হয়নি। ঘাটাল পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাবলু গাঙ্গুলি এবং স্থানীয় বিজেপি নেতা সৌমেন চ্যাটার্জিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় অভিযুক্ত চন্দ্রকোনা দু'নম্বর মণ্ডলের সভাপতি গৌতম মাল পলাতক। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার বলেন আটক বিজেপি নেতাদের কাছ থেকে তাদের পরিকল্পনা জানার চেষ্টা চলছে। ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট বলেন, পুলিশের সঙ্গে তৃণমূল নেতারা ষড়যন্ত্র করে বিজেপির নামে বদনাম করার চেষ্টা করছে। এই অভিযান কিংবা যে ভিডিওর কথা বলা হচ্ছে তার সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র অরূপ দাস বলেন, লাশের রাজনীতি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লালগড়ের নেতাই গ্রামে লাশগুলি ২৪ ঘণ্টা আটকে রেখে পরের দিন মেদিনীপুর শহরে মিছিল করেছেন।

পুজোর অনুদান নিতে আগ্রহীদের জমায়েতের ডাক দিলেন কোন্নগরের পুরচেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: পুজোর অনুদান নিতে যারা আগ্রহী, তাদের নিয়ে জমায়েতের ডাক দিলেন কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাস।

হোয়াটসঅ্যাপে কোন্নগরের সমস্ত পুজো কমিটিকে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে বলে খবর। চেয়ারম্যান লিখেছেন, যারা পুজোর সরকারি অনুদান ৮৫ হাজার টাকা নিতে ইচ্ছুক, সেই সমস্ত ক্লাবের প্রতিনিধিরা যেন মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় পুজো কমিটির ব্যানার-পোস্টার নিয়ে চলচ্চিত্রম মোড়ে জমায়েত করেন। এ নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে।

বিজেপি নেতা প্রণয় রায়ের বক্তব্য, স্বপন দাসের আহ্বান বুঝিয়ে দিচ্ছে রাজনীতি করার জন্যই এই অনুদান দেওয়া হয়। উত্তরপাড়া পথ দেখিয়েছে। কোন্নগরের মাস্টারপাড়াও পুজোর অনুদান প্রত্যাখ্যান করেছে বলে জানান তিনি।

এরকম একটি মেসেজ পেয়েছেন বলে জানান কোন্নগর মাস্টারপাড়া পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ। তিনি বলেন, 'চেয়ারম্যানের মেসেজ আমরাও পেয়েছি। এর অর্থ হল যারা অনুদান বয়কট করছে তাদের চাপে রাখা। হয়তো ওনারা বলিয়ে নিতে চাইছেন, যারা অনুদান নিতে চায় তাদের দিয়ে তা বলিয়ে নেবে।'

কোন্নগর দেবপাড়া সর্বজনীনের সম্পাদক বলেন, 'চেয়ারম্যানের আহ্বান আমাদের কাছেও এসেছে। আমাদের মতো পুজো কমিটিগুলির কাছে এই সরকারি অনুদান খুবই সহযোগী। কিন্তু মঙ্গলবার কেন যেতে হবে তা পরিষ্কার নয়।'

কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাস অবশ্য স্পষ্ট বলেন, অনেকে পুজোর অনুদানের বিষয়টি নিয়ে মিথ্যা কথা রটানো হচ্ছে। এর বিরুদ্ধেই এই জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, 'এই জমায়েতে যারা আসবে তারাও অনুদান পাবে, যারা আসবে না, তারাও পাবে। তবে দেখে নিতে চাই কারা বয়কট করছে না। দুর্গাপুজো আমাদের বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে। এর সঙ্গে মিথ্যা জুড়ে গেলে তা মানা যায় না।' এসএফআই হুগলি জেলা কমিটির সম্পাদক অর্ণব দাস বলেন, 'প্রতিবাদ করলেই সিপিএম, বাম বা অন্য রাজনৈতিক দলের তকমা দিয়ে দেওয়া হয়।'

জন্মাষ্টমীতে আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদে সামিল 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ'

মিলন গোস্বামী

সিউড়ি: আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার বিচার চেয়ে পথে নেমেছে ছাত্র-যুব, সাধারণ মানুষের পাশাপাশি এবার প্রতীকী প্রতিবাদে সামিল 'শিশুরা'ও। সিউড়িতে জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণ বেশে খুদেরাও নির্যাতিতার বিচার চেয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে নিজেদের তুলে ধরল মঞ্চে। জন্মাষ্টমীর দিনে খুদেদের এমন ভাবনায় হতবাক সকলেই।

আরজি কর কাণ্ডে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি দাবি করে প্রতিবাদ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে রাজ্যজুড়ে। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও দানা বাঁধছে ক্ষোভ। নির্যাতিতার বিচার চেয়ে ইতিমধ্যেই পথে নেমেছে ছাত্র-যুব, সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমাজসেবী ও গণ সংগঠনগুলিও। পথে নেমেছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলগুলি, ব্যতিক্রমী নয় সিউড়িও। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে আয়োজিত ছোটদের কৃষ্ণসাজো প্রতিযোগিতায় খুদে কৃষ্ণের হাতেও দেখা গেল আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে প্ল্যাকার্ড।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের মধ্যেই বিরাজ করেন, আর এই ভাবনায় সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা সংস্কার ভারতী বীরভূম জেলা সমিতির উদ্যোগে পাইকপাড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরে অনুষ্ঠিত জন্মাষ্টমী দিন অনুষ্ঠিত হল কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনকে স্মরণে রেখে ছোট ছোট বিভিন্ন বয়সি শিশুদের নিয়ে কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা দেখতে উৎসাহ ছিল চোখের পড়ার মতো। খুদে কৃষ্ণদের দেখতে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। খুদেদের মধ্যে বংশীধারী, সুদর্শনধারী, গোঠের রাখল কেউ বা ননীচোরা থেকে বালগোপাল। এমনকী কালীয়নাগ দমনকারী কৃষ্ণ সাজে শিশুদের অভিনয় ছিল সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে উই ওয়ান্ট জাস্টিস লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে খুদে কৃষ্ণদের ভাবনা ছিল নজরকাড়া। সংস্কার ভারতীর এই কৃষ্ণ রূপসজ্জা প্রদর্শন প্রতিযোগিতায় দুটি বিভাগে মোট একশো জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। 'ক' বিভাগে যথাক্রমে সম্পূর্ণা নরসুন্দর, যৌথভাবে তিতলি দাস ও আয়ুষ বার্নোয়ার এবং ঋদ্ধিমান চন্দ্র বিজয়ী ঘোষিত হয় আর 'খ' বিভাগের বিজয়ীরা হল অনিকেত রায়, সায়ন্তন ব্যানার্জী, আয়েত্রিকা নন্দন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিচারক নীলাদ্রি ঘোষ, নাট্য ব্যক্তিত্ব শম্ভুনাথ সাহা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈকত সেনগুপ্ত। প্রতিযোগিতায় জাতি ধর্ম বর্নের বিভেদ ভুলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অভিভাবকরা তাদের শিশুদের শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়ে নিয়ে এসেছেন।

সংস্থার সম্পাদক সুদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ভারতের রাষ্ট্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ শিশুদের মনে প্রতিফলিত হোক এটাই আমাদের উদ্দেশ্য।' জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বহু শিশুর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি অন্য মাত্রা পায়। অভিভাবক সঞ্চিতা রায় চক্রবর্তী বলেন, 'শিশুদের মনে শ্রীকৃষ্ণের গুণ প্রকাশিত হোক এই প্রার্থনা করি।' শিশু মনে আরজিকর কাণ্ডের প্রভাব যে পড়েছে তা প্রমাণিত হয়েছে প্রতিযোগিতায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু দুষ্টের দমন ও সৃষ্টের পালনে অবতীর্ণ হন তাই জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতায় নির্যাতিতার বিচার চেয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে ছোট্ট কৃষ্ণদের অভিনব প্রতিবাদ ভাবিয়ে তুলেছে সকলকে।

সৌরশক্তি ও উন্নয়নকে সঙ্গী করে স্মার্ট গ্রাম পঞ্চায়েত হল বেড়াবড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: সৌরিশক্তি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দিয়ে স্মার্ট গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে নিজেকে পরিচিত করল হাবড়া ২ নম্বর ব্লকের বেড়াবেড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত। সৌরশক্তিকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ খরচ বাঁচিয়ে সেই টাকা মানুষের উন্নয়নের কাজে লাগাতে বসানো হয়েছে সৌর প্যানেল। এখন সৌরশক্তিতেই জ্বলছে আলো, ঘুরছে পাখা, চলছে কম্পিউটার এসি সহ সব কিছুই। ফলে দৃষ্টান্ত গড়ল স্মার্ট বেড়াবেড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত। বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ে এবার নতুন দিশা দেখাল এই পঞ্চায়েত। ঝা চকচকে আধুনিক ভবন নির্মাণ ও উন্নত পরিষেবা দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে পঞ্চায়েতটি। এর পাশাপাশি তৈরি করা হয়েছে বড় সভাগৃহ এবং 'মাতৃ ও শিশু যত্নালয়'। এই নতুন পঞ্চায়েত ভবনে প্রবেশ করলেই চোখে পড়বে আধুনিকতার ছাপ। পঞ্চায়েতের প্রতিটি দপ্তরের জন্য আলাদা আলাদা করে পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, যাতে করে অনেকটা সময় সাশ্রয় হবে গ্রামবাসীদের। স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা সাধারণ কোনও প্রসূতি মা কিংবা দুধের শিশুকে নিয়ে কোনও মা পঞ্চায়েত অফিসে এলে তাদের যত্নের জন্য তৈরি হয়েছে নতুন মাতৃ ও শিশু যত্নালয়ের জায়গা। নামকরণ করা হয়েছে 'কর্তব্য'। পঞ্চায়েত প্রধান দীপক কাহার জানান, গ্রামের স্বনির্ভর গোষ্ঠী মায়েরা বা পঞ্চায়েতে বিভিন্ন কাজে আসা মায়েরা তাদের ছোট শিশুদের সঙ্গে নিয়ে আসেন। শিশুদের দুধ খাওয়ানো, মা ও শিশুদের বিশ্রামের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই ঘর বানানো হয়েছে। এখানে শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে মায়েরা কাজ করতে বা মিটিং করতে পারবেন। শিশুদের খেলার নানা সামগ্রী আছে এই ঘরে, এখানে বাচ্চারা খেলতেও পারবেন। শুধু তাই নয়, এই শিশুদের দেখভালের জন্য পঞ্চায়েতর পক্ষ থেকে একজন মহিলাও নিযুক্ত আছে। সৌর প্যানেল, সভাগৃহ এবং মাতৃ ও শিশু যত্নালয় এই সবের জন্য খরচ রয়েছে ২১ লাখ ১৭ হাজার টাকা। উপপ্রধান শহিদুল দাবি করলেন, পঞ্চায়েতের প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের বাইরে বাড়তি সৌর বিদ্যুৎ বিক্রি করেও পঞ্চায়েত তার নিজস্ব আয় বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছে।

পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বিধায়ক তথা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী চান পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে। সেই সঙ্গে মহিলা ও শিশুদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশ যথাযথভাবে এই বেড়াবেরি পঞ্চায়েত পালন করেছে। এই পঞ্চায়েত যে কাজ করেছে তা অন্য পঞ্চায়েতগুলোর কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে। তিনি বলেন, এই পঞ্চায়েত প্রধান বা উপপ্রধান সম্পত্তি নয় বরং এই পঞ্চায়েত হল গ্রামবাসীদের সম্পত্তি।

ঘোষিত ৪৪ প্রার্থীর নাম প্রত্যাহার করে ১৫ প্রার্থীর নাম প্রকাশ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৬ অগস্ট: ব্যবধান মাত্র ঘণ্টা তিনেকের। তারই মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা ভোটে প্রার্থিতালিকা নিয়ে বিজেপির অন্দরের টানাপড়েন প্রকাশ্যে চলে এল। সোমবার সকালে কেন্দ্রশাসিত ওই অঞ্চলের ৯০টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৪৪টিতে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল বিজেপি শিবির। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এর পরে ঘোষণা করা হয় নুতন প্রার্থিতালিকা। কিন্তু এ বার মাত্র ১৫ আসনে।

দলের একটি সূত্র জানাচ্ছে, প্রথম প্রার্থিতালিকায় জম্মু ও কাশ্মীরের বিজেপি সভাপতি রবীন্দ্র রানা এবং প্রাক্তন দুই উপমুখ্যমন্ত্রী, নির্মল সিং ও কবীন্দ্র গুপ্ত বাদ পড়ায় দলের অন্দরে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। তা আঁচ করেই তড়িঘড়ি তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। অবশ্য রবীন্দ্র সোমবার দুপুরে দলের অন্দরে মতবিরোধের 'খবর' খারিজ করেছেন। তিনি বলেন, 'কিছু আসনে প্রার্থী মনোনয়নের আগে আরও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সে কারণেই একটু দেরি হচ্ছে।'

সংশোধিত প্রার্থিতালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরে বিজেপির সংখ্যালঘু মুখ সোফি মহম্মদ ইউসুফ, প্রাক্তন মন্ত্রী সুনীল শর্মা এবং দলের রাজ্য সহ-সভাপতি শক্তিরাজ পরিহার। এরই মধ্যে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (আপ)-র সিদ্ধান্তে সোমবার 'ইন্ডিয়া'য় ফাটল আরও স্পষ্ট হয়েছে। একতরফা ভাবে তারা সাতটি বিধানসভা আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। প্রাক্তন কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী গুলাম নবি আজাদের দল ডেমোক্র্যাটিক প্রোগ্রেসিভ আজাদ পার্টি (ডিপিএপি)-ও একা লড়ার কথা জানিয়ে ১৩ আসনে প্রথম দফার প্রার্থিতালিকা প্রকাশ করেছে।

২০২২ সালে কংগ্রেস ছেড়েছিলেন গুলাম নবি। রাজ্যসভায় তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার দিন সভায় কেঁদে ফেলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং। পরবর্তী কালে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে নতুন দল গড়েন। এ বারের বিধানসভা ভোটে কাশ্মীর উপত্যকায় 'বিজেপি-পন্থী' পরিচিত জম্মু-কাশ্মীর আপনি পার্টির প্রধান আলতাফ বুখারি এবং একদা বিজেপির সহযোগী সাজ্জাদ লোনের দল পিপলস কনফারেন্সের সঙ্গে সমঝোতার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আজাদ। যদিও তিনি নিজে বিধানসভা ভোটে লড়ছেন না।

'বিভাজন মানেই ধ্বংস'

জন্মাষ্টমীতে ঐক্যের বার্তা দিলেন যোগী আদিত্যনাথ

আগ্রা, ২৬ অগস্ট: উত্তরপ্রদেশে জন্মাষ্টমীর এক অনুষ্ঠানে ঐক্যের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বলেন, 'একসঙ্গে থাকার মধ্যেই জাতির শক্তি নিহিত রয়েছে।' উদাহরণ হিসাবে টানলেন বাংলাদেশ প্রসঙ্গও।

সোমবার জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আগ্রায় গিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে বক্তৃতায় বার বার সাম্প্রদায়িক ঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন। ভাষণের পর রাষ্ট্রীয় বীর দুর্গাদাস রাঠৌরের একটি মূর্তিও উন্মোচন করেন তিনি। সেখানেই যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'বাঁটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে (বিভাজন মানে ধ্বংস)।' মনে করিয়ে দেন সেই প্রাচীন প্রবাদবাক্য, 'একতায় উত্থান, বিভেদে পতন!'

আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, 'ঐক্য ছাড়া কিছুই করা যায় না। কোনও কিছু অর্জনও করা যায় না। আমরা ঐক্যবদ্ধ হলেই জাতি শক্তিশালী হবে। দেখুন না, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে কী হচ্ছে। দেখছেন তো? আমরা যেন সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না করি।'

আদিত্যনাথের মন্তব্যের পরেই কটাক্ষ করেছেন কনৌজের সাংসদ তথা সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। অখিলেশ বলেছেন, 'বাংলাদেশ নিয়ে যোগীর মন্তব্য শুনে মনে হচ্ছে যেন ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য লড়তে চলেছেন তিনি! অবশ্য তিনি যে প্রথম বার এমন ইঙ্গিত দিচ্ছেন এমনটা নয়। তবে আমার বিশ্বাস, এ বার দিল্লির কর্মকর্তারা তাঁকে শীঘ্রই জানিয়ে দেবেন রাষ্ট্রীয় বিষয়ে নাক না গলাতে।'

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে ভোটমুখী উত্তরপ্রদেশে উল্টো পথে হেঁটেছিলেন যোগী। বলেছিলেন, 'এ হল আশি-বিশের ভোট।' বিরোধীদের দাবি, ইঙ্গিতটা ছিল উত্তরপ্রদেশে সংখ্যালঘু ২০ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যার দিকে। বরং সে সময় 'বাঁটে তো কাটে' ছিল সমাজবাদী পার্টির নির্বাচনী স্লোগান!

বালোচিস্তানে বাস থেকে নামিয়ে ২৩ জনকে খুন

ইসলামাবাদ, ২৬ অগস্ট: বাস থেকে নামিয়ে পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখে বেছে বেছে গুলি! একেবারে আইসিস জঙ্গিদের কায়দায় ২৩ জনকে খুন করল পাকিস্তানের দুষ্কৃতীরা। জানা গিয়েছে, বাস থেকে নামিয়ে হত্যালীলা চালিয়ে বাসগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তার পর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটেছে বালোচিস্তান প্রদেশের কুসাখাইল জেলায়। দীর্ঘদিন ধরেই অশান্ত হয়ে রয়েছে দক্ষিণপশ্চিম পাকিস্তানের এই প্রদেশ। পাক তালিবান এবং বালোচ বিদ্রোহীদের দাপটে বারবার রক্তাক্ত হয়েছে বালোচিস্তান। এহেন পরিস্থিতিতে সোমবার ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী থাকল কুসাখাইল জেলা। এই ঘটনার জেরে ফিরে এসেছে আইসিস জঙ্গিদের স্মৃতি। যেভাবে নিরস্ত্রদের বন্দুকের নলের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে খুন করত আইসিস জঙ্গিরা, ঠিক তেমনটাই এদিন ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার আমজনতার উপরে হামলা করে দুষ্কৃতীদের বিরাট বাহিনী। রাস্তায় চলা সমস্ত বাস, ট্রাক এবং অন্যান্য যানবাহন থামিয়ে যাত্রীদের নামিয়ে আনা হয়। তার পর খতিয়ে দেখা হয় প্রত্যেকের পরিচয়পত্র। সেখান থেকেই বেছে নেওয়া হয় ২৩ জনকে। প্রত্যেককে গুলি করে খুন করে দুষ্কৃতীরা। তার পরে অন্তত ১০টি বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। মারাত্মক হামলার পরে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

ভয়াবহ এই হামলার দায় স্বীকার করেনি কোনও গোষ্ঠী। যদিও আঙুল উঠছে বালোচ বিদ্রোহীদের দিকেই। পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে আগত কর্মীদের বারবার বালোচিস্তান ছেড়ে চলে যেতে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে। যেহেতু পরিচয়পত্র দেখে খুন করা হয়েছে, তাই ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান এই হত্যালীলার নেপথ্যে রয়েছে বালোচ বিদ্রোহীরাই। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি গোটা ঘটনাকে বর্বরোচিত আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, দোষীদের কাউকে ছেড়ে কথা বলা হবে না।

বদলাপুরের ঘটনায় মুছে ফেলা হয়েছে ১৫ দিনের সিসিটিভি ফুটেজ

মুম্বই, ২৬ অগস্ট: বদলাপুরে দুই খুদে শিক্ষার্থীকে স্কুলপ্রাঙ্গণে যৌন হেনস্থার ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরেই মুছে ফেলা হয়েছে স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ। অন্তত ১৫ দিনের ফুটেজ মিলছে না। সোমবার এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন সে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী দীপক কেসরকর।

মহারাষ্ট্রের বদলাপুরে নার্সারির দুই ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ ওঠার পরেই স্কুলগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করতে তৎপর হয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার। সোমবার শিক্ষামন্ত্রী দাবি করেছেন, ঘটনার পর থেকেই নাকি গায়েব ওই স্কুলের গত ১৫ দিনের সিসিটিভি ফুটেজ! সেই ফুটেজ কী ভাবে মুছে গেল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এতে স্কুল কর্তৃপক্ষের হাত রয়েছে কি না, তদন্তে দেখা হবে তা-ও। সেই সঙ্গে রাজ্যের স্কুল ও হস্টেলগুলিতে 'প্যানিক বোতাম' বসানোর প্রস্তাবও দিয়েছেন দীপক। তিনি বলেছেন, 'সিসিটিভি ক্যামেরার মতো প্যানিক বোতামও বসানো যেতে পারে স্কুলগুলিতে। এটি একটি উন্নত প্রযুক্তি।'

ঘটনার সূত্রপাত গত ১৩ অগস্ট। ওই দিন বদলাপুরের একটি স্কুলে নার্সারির দুই পড়ুয়াকে যৌন নিগ্রহ করে স্কুলেরই এক সাফাইকর্মী। ঘটনার তিন দিন পর, ১৬ অগস্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অভিভাবকেরা। পরিবারের দাবি, থানায় অভিযোগ জানানোর ১১ ঘণ্টা পর এফআইআর দায়ের হয়েছিল। ওই ঘটনায় ১৭ তারিখেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে মহারাষ্ট্র পুলিশ। আপাতত অভিযুক্ত রয়েছে পুলিশি হেপাজতেই।

ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই উত্তাল বদলাপুর। গত সোমবার সারা দিন রেলস্টেশন অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছে জনতা। এমনকি শনিবার মহারাষ্ট্র বন্ধেরও ডাক দেওয়া হয়েছিল। বিক্ষোভের জেরে নড়চড়ে বসেছে মহারাষ্ট্র প্রশাসন। বদলাপুর-কাণ্ডে তদন্তের স্বার্থে ইতিমধ্যেই বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছে। তারাই জানিয়েছে, বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রথম জানতে পারেন ১৪ তারিখ। অথচ ঘটনার তিন দিন পেরিয়ে গেলেও কোনও ব্যবস্থা নেননি স্কুল কর্তৃপক্ষ। সিটের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে নাম রয়েছে স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা, শিক্ষিকা এবং দুই পরিচারিকার। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফেও তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। এ ছাড়াও, আগামী এক মাসের মধ্যে রাজ্যের সব স্কুলে বসছে সিসিটিভি ক্যামেরা। বুধবার একটি সরকারি নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে, অবিলম্বে নজরদারি ক্যামেরা বসানোর নির্দেশ না মানলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। এমনকি স্কুল চালানোর অনুমতিও বাতিল করে দেওয়া হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে সে রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রক।

ভারী বৃষ্টিতে গুজরাত জারি লাল সতর্কতা

আজ বন্ধ স্কুল

আমদাবাদ, ২৬ অগস্ট: গত দু'দিন ধরে টানা বৃষ্টি হচ্ছে গুজরাতে। সব থেকে বেশি বৃষ্টি হয়েছে আমদাবাদে। জলমগ্ন শহরের বহু অংশ। এখনই কমছে না বৃষ্টি। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিন রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতাও। মঙ্গলবার রাজ্যের প্রাথমিক স্কুল বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছে সরকার। বিঘ্নিত ট্রেন চলাচল।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, রবিবার ভোর ৬টা থেকে সোমবার ভোর ৬টা পর্যন্ত আমদাবাদে ৮৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। ভারী বৃষ্টি হয়েছে বরোদা, মহিসাগর, দাহোড়, সৌরাষ্ট্রে। আরাবল্লী অঞ্চলেও ভারী বৃষ্টির কারণে জল জমেছে। বেশ কিছু নদী বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। জল জমেছে ট্রেন লাইনে। সে কারণে আমদাবাদ-বরোদা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, বরোদা-আমদাবাদ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, বরোদা-জামনগর ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস দেরিতে চলছে।

গুজরাতে এখনই বৃষ্টি থামছে না। আগামী কয়েক দিন গোটা রাজ্যের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন। মঙ্গলবার গুজরাত এবং উত্তর মহারাষ্ট্রে বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে। উত্তর-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ এবং লাগোয়া পূর্ব রাজস্থানের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। তার জেরেই গুজরাত, গোয়া এবং মহারাষ্ট্রে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলকে ফোন করে রাজ্যের পরিস্থিতির খবর নিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

অসমে রাজ্যসভার দু'টি আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিজেপি

গুয়াহাটি, ২৬ অগস্ট: কংগ্রেস-সহ কোনও বিরোধী দলই প্রার্থী না দেওয়ায় অসমে রাজ্যসভার দু'টি আসনের উপনির্বাচনেই জয় নিশ্চিত হয়ে গেল বিজেপির। সোমবার নির্বাচন কমিশনের তরফে দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসার রাজীব ভট্টাচার্য গুয়াহাটিতে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'অন্য কোনও প্রার্থী মনোনয়ন পেশ না করায় বিজেপির তরফে মনোনয়ন জমা দেওয়া দুই প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।'

অসমের দু'টি রাজ্যসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী করেছিল প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি এবং তথা বরাক উপত্যকার প্রভাবশালী নেতা তথা করিমগঞ্জ উত্তরের প্রাক্তন বিধায়ক মিশন রঞ্জন দাশকে। জনজাতি সম্প্রদায়ের নেতা রামেশ্বর ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ডিব্রুগড় থেকে জয়ী হয়েছিলেন। এ বার তাঁকে টিকিট না দিয়ে ওই আসনে অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালকে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। প্রসঙ্গত, আগামী ৩ সেপ্টেম্বর দেশের ন'টি রাজ্যের ১২টি রাজ্যসভা আসনে উপনির্বাচন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তম রাজ্যে অসমের পাশাপাশি বিহার, মহারাষ্ট্রের দু'টি করে এবং হরিয়ানা, তেলঙ্গানা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ত্রিপুরা এবং ওড়িশার একটি করে আসন ছিল সেই তালিকায়। এর মধ্যে বিজেপি ১১টিতে জিততে পারে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের ধারণা।

আমেরিকায় অস্বাভাবিক মৃত্যু ভারতীয় বংশোদ্ভূত চিকিৎসকের

ওয়াশিংটন, ২৬ অগস্ট: ফের আমেরিকায় মৃত্যু ভারতীয় বংশোদ্ভূতের। টাসকালোসা কাউন্টির আলাবামায় গুলি করে খুন করা হয়েছে রমেশবাবু পেরামসেটি নামে এক চিকিৎসককে! তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতির বাসিন্দা ছিলেন। কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, আলাবামায় চিকিৎসাক্ষেত্রে নানা উন্নয়নমূলক কাজ করেছিলেন রমেশ। দুঃস্থদের নানাভাবেও সাহায্যও করতেন। আমেরিকার চিকিৎসক মহলেও তাঁর নামডাক ছিল। নানা ওষুধপত্র নিয়ে গবেষণাও করছিলেন বছর আটত্রিশের এই চিকিৎসক। জানা গিয়েছে, রাস্তাতেই গুলি করা হয় রমেশকে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তবে এই ঘটনা নিয়ে এখনই বিস্তারিতভাবে কিছু বলতে চাইছে না পুলিশ। রমেশের পরিবারের অনুরোধে আপাতত বিষয়টি গোপন রাখা হয়েছে। ফলে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই চিকিৎসকের মৃত্যুতে ঘনাচ্ছে রহস্য।

আলাবামার ক্রিমসন কেয়ার নেটওয়ার্কের মেডিক্যাল ডিরেক্টরও ছিলেন রমেশ। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আপনারা সকলেই হয়তো জেনে গিয়েছেন। চিকিৎসক রমেশবাবু পেরামসেটি আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে গোপনীয়তা বজায় রাখার আবেদন জানানো হয়েছে। আমরা সকলেই তাদের এই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাচ্ছি। এই কঠিন সময় আমরা তাদের পরিবারের পাশে রয়েছি। চিকিৎসাক্ষেত্রে অবদানের জন্য আমরা ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ। স্থানীয় কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে টাসকালোসার একটি রাস্তার নাম রমেশবাবুর নামে রাখা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। এদিকে, কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের দাবি, তিনি তেলেগু দেশম পার্টির (টিডিপি) নেতা পেরামসেট্টি রামাইয়ার ভাই ছিলেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE INVITING TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/205/24-25 Dated 22.08.2024	Construction of Concrete road at Kumor para Road near H/O Jharna Madam & Aghore Sarani opposite of oil mill beside Gym at ward no-17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.10,92,981.00

Bid Submission end date: **11.09.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়া। **ই-টেন্ডার নংঃ ১৩৮_২০২৪-২৫, তারিখঃ ২২.০৮.২০২৪, কাজের বিবরণঃ** শক্তিগড়-এইএন/বর্ধমানের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে শক্তিগড়ে নতুন ফুট ওভারব্রিজের (৬মি. চওড়া) ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৪,১৯,৫৮,৩৭৯.৩৮ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩,৫৯,৮০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৬.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-241/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Gope Gantar-I Gram Panchayat
Gantar, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for execution of 6 nos. different development works vide **e-NIT No.: WB/BWN/NIT-06/ GG-I/SL.- 01/2024-25 & Memo No.: GG-I/312/1-16, e-NIT No.: WB/ BWN/NIT-07/GG-I/SL.- 01/2024-25 & Memo No.: GG-I/313/1-16 & e-NIT No.: WB/BWN/NIT-08/GG-I/SL.- 01 to 04/2024-25 & Memo No.: GG-I/314/1-16, Date: 22.08.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **23.08.2024 at 04:30 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **02.09.2024 up to 05:30 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposals: **05.09.2024 at 12.00 PM.** For detailed information visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Gope Gantar-I Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/206/24-25 Dated 22.08.2024	Construction of Concrete Road at N.S.C Bose Road Bye Lane near Kalitala in Ward No-26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,88,944.00
WBMAD/ULB/ RSM/207/24-25 Dated 22.08.2024	Construction of Concrete road with covered surface drain at B.C Roy Road bye lane near H/O Kanika Das at ward no-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,82,640.00
WBMAD/ULB/ RSM/208/24-25 Dated 22.08.2024	Construction of Concrete road with covered surface drain near H/O Manik Bhattachariya at Musalman para in ward no-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,76,639.00
WBMAD/ULB/ RSM/209/24-25 Dated 22.08.2024	Upgradation of Road at Kumor Para Road in Ward No-17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,87,430.00
WBMAD/ULB/ RSM/210/24-25 Dated 22.08.2024	Construction of Surface Drain at Musalman Para near Mayfair Project in Ward No- 26 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,67,330.00

Bid Submission end date: **04.09.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

রুশ হামলা রুখতে ইউরোপীয় দেশগুলির সাহায্য চাইলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট

কিভ, ২৬ অগস্ট: ইউক্রেন সফর সেরে নরেন্দ্র মোদি দেশে ফেরার পর ফের জ্বলে উঠল যুদ্ধের আগুন। সোমবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি অভিযোগ করলেন, ইউক্রেনের একাধিক শহর লক্ষ্য করে শতাধিক ড্রোন ও শতাধিক মিসাইল হামলা চালানো হয়েছে। এই ধরনের হামলার রুখতে বন্ধু ইউরোপীয় দেশগুলির সাহায্য চাইলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। তাঁর অভিযোগ, ইউরোপীয় দেশগুলির প্রতিবেশী একাধিক দেশ থেকেও এই ড্রোন নিক্ষেপ করা হয়েছে।

এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় রাশিয়ার এই হামলার নিন্দা করে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ইউক্রেনের নানা প্রান্তে যে হামলা চলছে তা আমরা রুখতে পারি, যদি আমাদের ইউরোপীয় প্রতিবেশীরা আমাদের এফ-১৬ ও আমাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের সঙ্গে তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।' একইসঙ্গে বলেন, 'একে অপরের বিপদে পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা যদি মধ্যপ্রাচ্যে কার্যকর হয় তবে তা ইউরোপেও হতে পারে। পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে জীবনের দাম একই।' ইউক্রেন প্রেসিডেন্টের দাবি অনুযায়ী, ইরানের হামলা রুখতে মধ্যপ্রাচ্যে ইজরায়েলকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আমেরিকা। ঠিক একইভাবে রাশিয়াকে রুখতে ইউক্রেনকে সাহায্যের আর্জি জানালেন জেলেনস্কি।

এছাড়াও ইউক্রেনের বন্ধু দেশগুলির কাছে আর্জি জানান, দুরপাল্লার অস্ত্র ব্যবহারের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে তা যেন তুলে দেওয়া হয়। যাতে একইভাবে কিয়েভ রাশিয়ার বুকে আঘাত হানতে পারে। জেলেনস্কি স্পষ্টভাবে বলেন, আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স-সহ বন্ধু দেশগুলির ক্ষমতা রয়েছে এই কঠিন সময়ে আমাদের সাহায্য করার।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাশিয়ায় ড্রোন হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছিল ইউক্রেনের বিরুদ্ধে। এর ঠিক পর সোমবার ইউক্রেনে হামলা চলে। অভিযোগ ওঠে এই হামলায় ইরানের তৈরি 'শহিদ ড্রোন' ব্যবহার করেছে রাশিয়া। প্রায় ২৫০০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত হামলা চালাতে সক্ষম এই ড্রোন। অভিযোগ মূলত ইউক্রেনের শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে। ইউক্রেনের দাবি, রাশিয়ার প্রায় ১৫টি ড্রোন ও ১৫টি মিসাইলকে ধ্বংস করেছে।

ময়দান

YEKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 78, KOLKATA, TUESDAY
27 AUGUST 2024, PAGE 8

কলকাতা ২৭ অগস্ট ২০২৪

আইসিসির কোপে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলাদেশের কাছে প্রথম টেস্টে ১০ উইকেটে হারার পর প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছে শান মাসুদের দল। তাতেই শেষ নয়। রাওলায়পিন্ডি টেস্টে কম বল করায় ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) শাস্তির মুখেও পড়তে হল পাকিস্তানকে। একই কারণে শাস্তি পেয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্তরাও। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ৬ পয়েন্ট কেটে নেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের। ৩ পয়েন্ট কাটা গিয়েছে বাংলাদেশেরও।

পয়েন্ট খুইয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনালের দৌড়ে আরও পিছিয়ে পড়ল পাকিস্তান। পয়েন্ট তালিকায় আগের মতো অষ্টম স্থানে থাকলেও পাকিস্তানের প্রাপ্ত পয়েন্টের শতকরা হার (যার ভিত্তিতে ঠিক হয় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দুই ফাইনালিস্ট) কমে গিয়েছে বেশ খানিকটা। তুলনায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলাদেশ। তারা পয়েন্ট তালিকায় ষষ্ঠ থেকে সপ্তম স্থানে নেমে গিয়েছে। তাদেরও পয়েন্টের শতকরা হারে প্রভাব পড়েছে।

রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ দু'দলই মন্থর বোলিংয়ে অভিযুক্ত। অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় গড়ে যত ওভার বল করার কথা, তার থেকে কম ওভার বল করেছে দু'দলই। আইসিসির ম্যাচ রেফারি রঞ্জন মাদুগালে জানিয়েছেন, পাকিস্তান ৬ ওভার কম বল করেছে এবং বাংলাদেশ ৩ ওভার কম বল করেছে। এ জন্য পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফির ৩০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। রেহাই পাননি বাংলাদেশের ক্রিকেটারেরাও। তাঁদের ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে।

একই সঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে প্রাপ্ত পয়েন্ট কেটে নেওয়া হয়েছে দু'দলের।

রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের আগে পর্যন্ত পাকিস্তান পাঁচটি টেস্ট খেলে দু'টি জিতেছিল। তাদের পয়েন্ট ছিল ২২। ২ পয়েন্ট পেনাল্টি হিসাবে কাটা গিয়েছিল। তবু পয়েন্টের শতকরা হার ছিল ৩০.৫৬। বাংলাদেশের কাছে হারায় কোনও পয়েন্ট পায়নি তারা। কিন্তু আরও ৬ পয়েন্ট কাটা যাওয়ায় পাকিস্তানের সংগ্রহে এখন ১৬ পয়েন্ট। শতকরা হার কমে হয়েছে ২২.২২। অর্থাৎ, পয়েন্ট তালিকায় অষ্টম স্থানে থাকলেও পয়েন্ট প্রাপ্তির শতকরা হারে আরও পিছিয়ে পড়ল পাকিস্তান।

অন্য দিকে, বাংলাদেশ পাঁচটি টেস্ট খেলে জিতেছে দু'টি। তাদেরও প্রাপ্ত পয়েন্ট ২৪। ৩ পয়েন্ট কেটে নেওয়ার জন্য নাজমুলদের সংগ্রহে রয়েছে ২১ পয়েন্ট। প্রাপ্তির শতকরা হার অনুযায়ী ৩৫ শতাংশ। না হলে সম্ভাব্য ২৪ পয়েন্ট তাঁদের সংগ্রহে থাকত। সে ক্ষেত্রে শতকরা হার হত ৪০ শতাংশ। ম্যাচ রেফারির শাস্তি ঘোষণার আগে ৪০ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় বাংলাদেশ ছিল ষষ্ঠ স্থানে। সপ্তম স্থানে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা (শতকরা হার ৩৮.৮৯)। মন্থর বোলিংয়ের জন্য ৩ পয়েন্ট কাটা যাওয়ায় সপ্তম স্থানে নেমে গেলেন নাজমুলেরা। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ভারত। ন'টির মধ্যে ছ'টি টেস্ট জিতে রোহিত শর্মাদের পয়েন্টের শতাংশ ৬৮.৫২। তার পরে অস্ট্রেলিয়া। ১২টির মধ্যে আটটি টেস্ট জিতেছে তারা। তাদের পয়েন্টের শতাংশ ৬২.৫০।

আইসিসির নিয়মের ২.২২ ধারায় জরিমানা করা হয়েছে। এই নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি ওভার কম বল করার জন্য ম্যাচ ফির পাঁচ শতাংশ জরিমানা করা হয়। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নিয়ম অনুযায়ী, ওভার প্রতি কাটা গিয়েছে এক পয়েন্ট করে। রবিবার ম্যাচ শেষ হওয়ার পর দু'দলের অধিনায়ককে ডেকে পাঠান ম্যাচ রেফারি। মাসুদ এবং নাজমুল দু'জনেই অভিযোগ মেনে নিয়েছেন।

লাজংকে হারিয়ে প্রথমবার ডুরান্ড ফাইনালে নর্থইস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিলংয়ের জনসমর্থনও জেতাতে পারল না লাজং এফসি-কে। ঘরের মাঠে ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে হেরে গেল তারা। প্রথম বার ডুরান্ড কাপের ফাইনালে উঠল নর্থইস্ট ইউনাইটেড। শিলংকে ৩-০ গোলে হারিয়ে দিল তারা। শনিবার যুবভারতীতে ফাইনালে তারা খেলবে মোহনবাগান বনাম বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচের বিজয়ীর বিরুদ্ধে।

প্রথমার্ধে দু'গোলে এগিয়ে যায় নর্থইস্ট। প্রথম একাদশে থোই সিংহ এবং আলেদ্দিন আজারাইকে রেখে ছিলেন নর্থইস্ট কোচ। তাঁরাই গোল করেন। সামতে থ্রো করেছিলেন। সেখান থেকে বিপক্ষের বক্সে বল পান আজারে। তাঁর ব্যাক হিল পান জিতিন। সেখান থেকে থোই নিখুঁত শটে গোল করেন।

লাজং লড়াইয়ের চেষ্টা করেছিল। ওয়াহলাংয়ের শট অল্পের জন্য বাঁচিয়ে দেন নর্থইস্ট গোলকিপার। তার পরেই গোল করেন নর্থইস্ট। নেস্তর রজারের পাস পেয়েছিলেন মরক্কোর খেলোয়াড় আজারাই। তিনি বল ধরে লাজং গোলকিপার মানসের মাথার উপর দিয়ে শট মারেন। সেই বল ক্রস বারে লেগে ফেরত আসার পর ফিরতি শটে গোল করেন আজারাই।

দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ে নর্থইস্টের তৃতীয় গোল পার্থিব গগৈয়ের। লাজং মাঝেমাঝেই চেষ্টা করেছিল ম্যাচে ফিরে আসার। কিন্তু নর্থইস্টের জমাট রক্ষণ সেই সুযোগ দেয়নি। ১৫ হাজার দর্শকের সামনে হার মানতে হয় লাজংকে।

প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে টানা ২ জয়ে সিরিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১৭৯ রান তাড়া করতে নেমে ৫ ওভারেই দক্ষিণ আফ্রিকার রান ১ উইকেটে ৬৭। মাত্র ১৫ বলে ৪২ রান নিয়ে রীতিমতো ঝড় বইয়ে দিচ্ছিলেন রিজা হেনড্রিকস। কিন্তু পাওয়ারপ্লের শেষ ওভারে হেনড্রিকসের স্টাম্প ভেঙে দিলেন রোমারিও শেফার্ড। ম্যাচের ফলটাও হয়তো লেখা হয়ে গেল তখনই।

শেষ পর্যন্ত ১৪৯ রানে আটকে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ হেরেছে ৩০ রানে। ৪ ওভারে ১৫ রানে ৩ উইকেট তুলে ম্যাচসেরা ওই শেফার্ডই। এ জয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই তিন টি,টোয়েন্টির সিরিজ জিতে নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে ছিল হেনড্রিকসের আউট পর্যন্তই। ওপেনার রায়ান রিকেলটনের সঙ্গে ২৮ বলে ৬৩ রানের জুটি গড়া হেনড্রিকস করেন ১৮ বলে ৪৪ রান। এরপর যাঁরা ব্যাট করতে নেমেছেন, সর্বোচ্চ ২৮ রান এসেছে ট্রিস্টান স্টাবসের ব্যাট থেকে। শেফার্ডের দ্বিতীয় শিকার হওয়ার আগে অধিনায়ক এইডেন মার্করাম করেন ৯ বলে ১৯ রান।

শেষ দিকেও অবশ্য কিছুটা আশা ছিল প্রোটিয়াদের। সর্বশেষ ৪ ওভারে দরকার ছিল ৪২ রান, হাতে ছিল ৪ উইকেট। কিন্তু যে দলের শেষ ছয় ব্যাটসম্যানই এক অঙ্কে আটকে থাকেন, তাঁদের আর এমন সমীকরণ মেলানোর সুযোগ কই?

এর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের সংগ্রহ বড় করে শেষ দিকেই। ১৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১১১ থেকে শেষ ছয় ওভারে আরও ৬৮ রান যোগ করে দলটি। যে রান তোলায় বড় অবদান অধিনায়ক রোভমান পাওয়েল (২২ বলে ৩৫) এবং শারফেন রাদারফোর্ডের (১৮ বলে ২৯)। শেষ দিকে নেমে ৬ বলে ৯ রান করে অপরাজিত থাকেন শেফার্ড।

সিরিজের প্রথম টি,টোয়েন্টিতে ৭ উইকেটে জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শেষ ম্যাচ বুধবার।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০ ওভারে ১৭৯/৬ (হোপ ৪১, পাওয়েল ৩৫, রাদারফোর্ড ২৯, অ্যাথানেজ ২৮; উইলিয়ামস ৩/৩৬, ব্রুগার ২/২৯)।

দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯.৪ ওভারে ১৪৯ (হেনড্রিকস ৪৪, স্টাবস ২৮, রিকেলটন ২০; শেফার্ড ৩/১৫, জোসেফ ৩/৩১)।

ফল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩০ রানে জয়ী। ম্যান অব দ্য ম্যাচ রোমারিও শেফার্ড।

সিরিজ ৩ ম্যাচের সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২,০ তে এগিয়ে।

কলকাতা লিগে বড় জয় আর্মি রেডের, জিতল ডায়মন্ড হারবারও, গোলশূন্য ড্র কালীঘাট-এরিয়ানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে সোমবার তিনটি খেলা ছিল। জয় পেল ডায়মন্ড হারবার এবং আর্মি রেড। একটি খেলা শেষ হল গোলশূন্য অবস্থায়।

ডায়মন্ড হারবার ২-০ গোলে হারাল সাদার্ন সমিতিকে। প্রথমার্ধে কোনও দলই গোল করতে পারেনি। ৫৩ মিনিটে গোল করে ডায়মন্ড হারবারকে এগিয়ে দেন নরহরি শ্রেষ্ঠা। সাদার্নের ফুটবলারেরা সমতা ফেরানোর চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। বরং খেলা শেষ হওয়ার আগে ডায়মন্ডের পক্ষে দ্বিতীয় গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন গিরিক মহেশ খোসলা।

অন্য দিকে, আর্মি রেড ৫-০ ব্যবধানে জয় পেল বিএসএস স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে। ম্যাচের প্রথম থেকেই দাপট ছিল সেনা দলের। ৪২ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন রাহুল রামাকৃষ্ণন। প্রথমার্ধে আর গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বৃদ্ধি করে আর্মি রেড। ৬৬ মিনিটে গোল করে ২-০ করেন রেনজংর লেপচা। ঠিক ৩ মিনিট পর ৬৯ মিনিটে ৩-০ করেন লিটন শীল। আর্মির হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন সমীর মুর্মু। ৮২ মিনিটে গোল করেন তিনি। ৮৬ মিনিটে আর্মির হয়ে পঞ্চম গোল বিকাশ থাপার। এ দিন গোল শূন্য অবস্থায় শেষ হল কালীঘাট এমএস এবং এরিয়ানের ম্যাচ।

পাকিস্তান ক্রিকেটে কী হচ্ছে, প্রশ্ন তুললেন পিটারসেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে বাংলাদেশের কাছে হারের পর পাকিস্তান ক্রিকেট দলের কড়া সমালোচনাই হচ্ছে। এর বেশির ভাগই আসছে সাবেক পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের কাছ থেকে। এবার পাকিস্তান ক্রিকেটের অধঃপতন নিয়ে মুখ খুললেন সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেভিন পিটারসেনও।

এক্সে এক পোস্টে পিটারসেন লিখেছেন, 'পাকিস্তানে ক্রিকেটের কী হলো? আমি যখন পিএসএলে খেলেছি, ওই লিগের মান দুর্দান্ত ছিল। খেলোয়াড়দের কমনীতি দারুণ ছিল, উঠতি তরুণেরা ছিল জাদুময়ী। সেখানে হচ্ছেটা কী?'

পিটারসেনের কথায় স্পষ্ট, বাংলাদেশের কাছে দেশের মাটিতে টেস্ট হারকে ধরা হচ্ছে পাকিস্তানের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম বাজে মুহূর্ত হিসেবে। সাবেক ক্রিকেটারদের কেউ কেউ অবশ্য বলছেন, পাকিস্তান ক্রিকেটের এ অধঃপতন শুরু হয়েছে দুই-তিন বছর আগে থেকেই।

এমনিতে পাকিস্তানের ক্রিকেট সুবিধাজনক অবস্থানে নেই। জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ধবলধোলাই হওয়ার পর লম্বা বিরতি দিয়ে এ সংস্করণে নেমেছিল তারা। দেশের মাটিতে টেস্টে দীর্ঘ এক জয়খরা চলছে দলটির। ২০২১ সালে ৯ টেস্ট আগে সর্বশেষ জয়টি এসেছিল তাদের।

পিটারসেনের পোস্টের নিচে মন্তব্য করছেন অনেকেই। তাঁদের মধ্যে একজন লিখেছেন, 'স্রেফ এটা কি হতে পারে না যে বাংলাদেশ বেশি ভালো খেলেছে?' সেটির জবাবে আবার আরেকজন লিখেছেন, 'হতে পারে। কিন্তু পাকিস্তান দল এমনকি আয়ারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও হারছে। তাহলে কিছু না কিছু গড়বড় হয়েছে এ দলের মধ্যে।'

জুনে যুক্তরাষ্ট্রে হওয়া টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও তার আগে আয়ারল্যান্ড সফরের ফলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন তিনি।

আরেকজন তাঁর মন্তব্যে তুলে এনেছেন পাকিস্তান ক্রিকেটের অস্থিরতার প্রসঙ্গটি। তিনি লিখেছেন, 'পাকিস্তানে (ক্রিকেটের এমন দশার পেছনে) রাজনীতি বড় একটা কারণ। ছয় মাস অন্তর নতুন বোর্ড প্রেসিডেন্ট আর নতুন নির্বাচক আসেন। সেই একই চক্রের পুনরাবৃত্তি হয়।'

রাওয়ালপিন্ডিতেই পাকিস্তান ও বাংলাদেশের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট শুরু ৩০ আগস্ট। এরপর আগামী অক্টোবরে ইংল্যান্ড যাবে পাকিস্তান সফরে, সেখানে হবে তিনটি টেস্ট।

শাহের আইসিসি প্রধান হওয়া প্রায় পাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইসিসি-র চেয়ারম্যান হওয়ার দৌড়ে আপাতত এগিয়ে রয়েছেন জয় শাহ। বর্তমান চেয়ারম্যান গ্রেগ বার্কলে তৃতীয় বারের জন্য এই পদে আসতে রাজি নন বলেই জানা যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে শাহ যদি আইসিসির পরবর্তী চেয়ারম্যান হন তা হলে সর্বকনিষ্ঠ হিসাবে এই দায়িত্ব পাবেন তিনি। এক বার আইসিসির দায়িত্ব নিলে পরবর্তী কালে কি আবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে ফিরতে পারবেন শাহ?

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট বোর্ডের সচিব শাহ। আইসিসির লাভের ৭০ শতাংশ যায় ভারত থেকে। তা ছাড়া আইসিসির ফিন্যান্স অ্যান্ড কমার্শিয়াল অ্যাফেয়ার্স কমিটিরও প্রধান শাহ। এর আগে ভারত থেকে জগমোহন ডালমিয়া, শশাঙ্ক মনোহর, এন শ্রীনিবাসন ও শরদ পওয়ার আইসিসিতে গিয়েছেন।

সূত্রের খবর, এ বার কোনও নির্বাচন না-ও হতে পারে। যাঁরা চেয়ারম্যান পদে লড়তে চান তাঁদের ২৭ অগস্টের মধ্যে মনোনয়ন জমা দিতে হবে। নতুন চেয়ারম্যান কবে থেকে দায়িত্ব নেবেন?

২০২০ সাল থেকে আইসিসির চেয়ারম্যান ছিলেন বার্কলে। চলতি বছর নভেম্বর মাসে তাঁর মেয়াদ শেষ হচ্ছে। ১ ডিসেম্বর থেকে দায়িত্ব নেবেন নতুন চেয়ারম্যান।

শাহ যদি মনোনয়ন জমা দেন তা হলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিততে পারেন তিনি। যদি শাহ ছাড়া অন্য কেউ মনোনয়ন জমা দেন, তা হলে নির্বাচন হবে। সে ক্ষেত্রেও জেতার সম্ভাবনা শাহেরই বেশি। কারণ, ভারত ছাড়া অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ডের সমর্থন তাঁর দিকে রয়েছে। আইসিসিতে মোট ১৭টি ভোট রয়েছে। তার মধ্যে ১২টি পূর্ণ সদস্য, তিনটি সহযোগী সদস্য একটি করে ভোট দিতে পারেন। অর্থাৎ, চেয়ারম্যান হতে গেলে ন'টি ভোট পেতে হয়। শাহ নির্বাচনে দাঁড়ালে ন'টি ভোট পেতে তাঁর সমস্যা হবে না। ৩৫ বছরের শাহ যদি আইসিসি-র সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসেন, তা হলে সবচেয়ে কম বয়সে এই পদে বসার নজির গড়বেন তিনি।

আইসিসির বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী, এক জন চেয়ারম্যান দু'বছর করে তিন বার, অর্থাৎ, মোট ছ'বছর দায়িত্বে থাকতে পারবেন। তবে আইসিসি তাদের সংবিধানে পরিবর্তন করতে পারে। চেয়ারম্যানের মেয়াদ ছ'বছরই থাকবে। তবে দু'বছর করে তিন বারের পরিবর্তে তা তিন বছর করে দু'বার করা হতে পারে।

না। ২০১৬ সাল থেকে নিয়মে

পরিবর্তন হয়েছে। আইসিসির চেয়ারম্যান হতে গেলে আগের পদ ছাড়তে হবে। অর্থাৎ, শাহ যদি আইসিসির চেয়ারম্যান হন তা হলে বিসিসিআইয়ের সচিবের পদ ছাড়তে হবে তাঁকে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোর্ড সচিব হিসাবে শাহের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। আইসিসির চেয়ারম্যান হলে তখন তিনি আর সচিব পদে লড়তে পারবেন না।

লোধা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, বিসিসিআইয়ের সংবিধানে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ২০২৫ সালে শাহের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নিয়ম মেনে তিন বছরের জন্য কুলিং অফ পিরিয়ডে যেতে হত তাঁকে। অর্থাৎ, তিন বছরের জন্য ভারতের কোনও ক্রিকেট সংস্থায় থাকতে পারবেন না তিনি। কিন্তু শাহ যদি ছ'বছরের জন্য আইসিসির চেয়ারম্যান হন তা হলে সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে তাঁকে আর কোনও কুলিং অফ পিরিয়ডে যেতে হবে না। সে ক্ষেত্রে আবার ভারতীয় বোর্ডে ফিরতে পারবেন তিনি।

এখনও কোনও নাম সামনে আসেনি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বেশির ভাগ প্রশাসকের বয়স হয়েছে। প্রাক্তন দুই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও অনুরাগ ঠাকুরেরও সম্ভাবনা নেই। কারণ, বিসিসিআইয়ের সংবিধানের ১৪(৭) ধারা অনুযায়ী, এক জন বোর্ড সভাপতি দ্বিতীয় বারের জন্য সভাপতি পদেই লড়তে পারেন। অন্য কোনও পদের জন্য তাঁকে বিবেচনা করা হবে না। যদিও বোর্ডের কোষাধ্যক্ষ আশিস শেলার ও যুগ্মসচিব দেবজিৎ সাইকিয়ার সুযোগ রয়েছে সচিব হওয়ার। নতুনদের মধ্যে সুযোগ রয়েছে অভিষেক ডালমিয়ারও। তবে এখনও কারও নাম শোনা যায়নি। শাহ পদত্যাগ করলে তার পরে হয়তো নতুন সচিবের নাম সামনে আসবে।

আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজন করে সমালোচনার মুখে পড়েছে আইসিসি। কলম্বোয় আইসিসির বৈঠকে বিশ্বকাপের বাজেট নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। টেস্ট ও এক দিনের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। আইসিসির চেয়ারম্যান হলে শুরুতেই এই সব সমস্যা সামলাতে হবে শাহকে।

প্রয়াত ইংল্যান্ডের প্রাক্তন কোচ এরিকসন

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'আমি ভালো একটা জীবন পেয়েছি। আমার মনে হয়, আমরা সবাই মৃত্যুর দিনটিকে ভয় পাই। কিন্তু জীবন মানে মৃত্যুও। আপনাকে এটা যেমন, সেভাবেই গ্রহণ করা শিখতে হবে। আশা করি, সব শেষ হওয়ার পর লোকে বলবে, মানুষটা ভালো ছিল। কিন্তু সবাই সেটা বলবে না'; কদিন আগে এক প্রামাণ্যচিত্রে এভাবেই বিদায়ী বার্তা দিয়েছিলেন ক্যানসারে আক্রান্ত ইংল্যান্ডের সাবেক কোচ সভেন-গোরান এরিকসন। সেদিন তাঁর বার্তায় হৃদয় ভেঙেছিল অনেকের। তবে সেই বিদায়ী বার্তার রেশ কাটার আগেই আজ সত্যি সত্যি বিদায় নিলেন এরিকসন।

৭৬ বছর বয়সী অন্য লোকে পাড়ি জমানো এই কোচ গত জানুয়ারিতেই তাঁর ক্যানসার হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছিলেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন, তাঁর হাতে বড়জোর এক বছর সময় আছে। তবে সেই খবরের ৮ মাস না পেরোতেই চলে গেলেন ইংল্যান্ডের প্রথম নন-ব্রিটিশ এই কোচ। এরিকসনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন তাঁর এজেন্ট বো

গুস্তাবসন। তিনি জানিয়েছেন, এরিকসন আজ সকালে নিজ বাসায় মৃত্যুবরণ করেছেন। এ সময় পরিবারের সদস্যরা তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন।

চার দশকে ১৭টি দলকে কোচিং করানো এরিকসন সব মিলিয়ে জিতেছেন ১৮টি ট্রফি। ১৯৭৭ সালে সুইডিশ ক্লাব ডেগেরফোর্স আইএফকে দিয়ে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করেন এরিকসন। তাঁর সর্বশেষ দল ছিল ফিলিপাইন জাতীয় দল। ২০১৯ সালে কোচিংকে বিদায় জানান সুইডিশ এই কোচ। ২০০১-০৬ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের দায়িত্ব পালন করেছিলেন এরিকসন। তাঁর অধীন ৫ বছরের মধ্যে ৩টি বড় টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছিল ইংল্যান্ড।

এ সময়ের মধ্যে ২০০২ ও ২০০৬ সালের বিশ্বকাপ এবং ২০০৪ সালের ইউরোর শেষ আটে খেলেছিল 'থ্রি লায়নস'রা। এ ছাড়া ইউরোপের শীর্ষ ক্লাবগুলোর মধ্যে ম্যানচেস্টার সিটি, লেস্টার সিটি, এএস রোমা এবং লাৎসিওর দায়িত্ব পালন করেন এরিকসন। এর মধ্যে ১৯৯৯-২০০০ মৌসুমের লাৎসিওর হয়ে সিরি 'আ'র শিরোপা জেতেন তিনি।

গত জানুয়ারিতে সুইডিশ রেডিও পিওয়ানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এরিকসন বলেছেন, 'যত দিন পারি, আমি লড়াই চালিয়ে যাব। আমার গুরুতর অসুস্থতা আছে। বড়জোর এক বছর বাঁচব। অবস্থা খারাপ হলে আরও কম। নির্দিষ্ট করে বলাটা অসম্ভব। তাই এ ব্যাপারে না ভাবাই ভালো।' এরিকসনের পরের আশঙ্কাটাই সত্যি হলো। এক বছরের আগেই চলে গেলেন একসময়ের বিখ্যাত এই কোচ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**